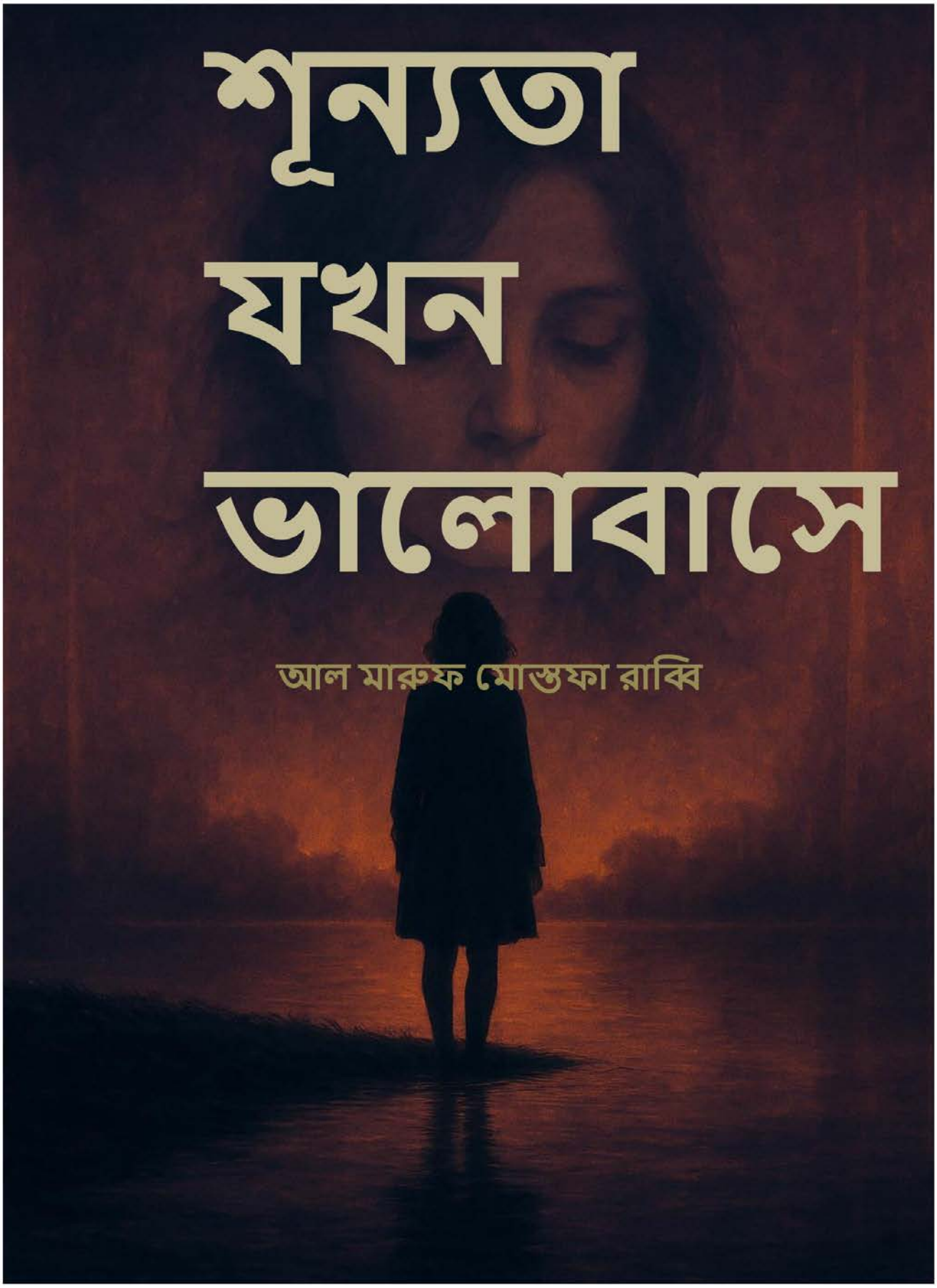
শূন্যতা
যখন
ভালোবাসে
আল মারুফ মোস্তফা রাব্বি

উপন্যাসের শিরোনাম: **“শূন্যতা যখন ভালোবাসে”**
লেখক: **আল মারুফ মোস্তফা রাব্বি**

মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির
প্রতিফলন—এই উপন্যাসের
সবচেয়ে মূল্যবান দিক।

✦প্রথম অধ্যায় ✦:

“ নির্জনতার দরজা “

রাত ছিল।
অদ্ভুত এক নীরবতা যেন শহরের গায়ে জড়ানো পাতলা কম্বলের মতো পেঁচিয়ে ছিল। বাতাস ছিল না, তবুও জানালার পর্দা হালকা কাঁপছিল—কোনো অদৃশ্য নিঃশ্বাসে।

অর্ণব জানালার ধারে বসে ছিল চুপচাপ। সামনে টেবিলে রাখা কফির কাপ ঠান্ডা হয়ে গেছে, কফির ওপর পাতলা পরত জমে গেছে ঠিক যেমন তার চোখে জমে থাকা অতীতের স্মৃতিরা—অব্যক্ত, অপরিচিত, অথচ জ্বালাময়ী।

হঠাৎ দূরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেল এক মেয়ে।
নরম কুয়াশায় মোড়া সেই অবয়ব যেন বাস্তব নয়—স্বপ্ন, কল্পনা, নাকি স্মৃতি?

অর্ণবের চোখ স্থির হয়ে গেল।

তার ঠোঁট কাঁপল—
“ইশিতা...?”

কিন্তু এই নামটি তো সে অনেক বছর ধরে উচ্চারণ করেনি।
এই নাম তো সময়ের কোনো গহ্বরে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

সে জানালার কাচে কুয়াশা জমে যাওয়া অংশে হাত বুলিয়ে স্পষ্ট করে তাকাল। মেয়েটি তখনো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে। তার চোখ দুটো অর্ণবের জানালার দিকে স্থির, গভীর, নিঃশব্দ।

তার হাসি ছিল।
তবে তা মুখে নয়—চোখে, অভিমানে, এবং এক নিঃশব্দ অভিপ্রায়বোধে।

অর্ণব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। বুকের ভেতর কেমন একটা কাঁপুনি অনুভব করল সে। যেন অনেক দিনের জমে থাকা আবেগ হঠাৎ হিমালয়ের তুষার গলার মতো গলতে শুরু করেছে।

তার মনে পড়ল—
তারা একসময় ছিল নিখুঁত দুই অর্ধাংশ,
একটি অসমাপ্ত কবিতার দুই পঙ্‌ক্তি,
একটি চিঠির শুরু আর শেষ।

কিন্তু সময়—তা কি কখনো ভালোবাসাকে উপহার দেয়?

সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

তবু কোনো শব্দ করল না।

হৃদয়ের মধ্যে বাজছিল এক অদৃশ্য ঘন্টার ধ্বনি—
"যদি ও ফিরে এসে থাকে, তবে কি আবার সব শুরু হতে পারে?"

আর ঠিক সেই মুহূর্তে—

কী এক হাড় হিম করা শব্দে কাঁচ ভেঙে পড়ল পেছনের ঘরে।

অর্ণব চমকে ফিরে তাকাল।

আর ফিরে তাকাতেই টের পেল—

এই গল্পে কেউ একজন নিঃশব্দে হাঁটছে।
তার ছায়া নেই, কিন্তু উপস্থিতি আছে।
তার শব্দ নেই, কিন্তু শ্বাস আছে।

✦ দ্বিতীয় অধ্যায়✦:

"ছায়া যার নেই"

অর্ণব চমকে ফিরে তাকাল। পেছনের ঘরে কাঁচ ভেঙে পড়ার শব্দ যেন তার ভিতরের জমে থাকা সাহসটুকুও টুকরো করে দিল।

ঘরের বাতি বন্ধ।
হালকা আলো এসে পড়েছে বারান্দার দিক থেকে। সেই আলোর ছায়ায় একটা অবয়ব যেন দাঁড়িয়ে আছে—নীরব, নড়াচড়াহীন।

সে সাহস করে বলল,
"কে... কে ওখানে?"

কোনো উত্তর নেই।
শুধু বাতাসের মতো একটা ঠাণ্ডা ভাব ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। অর্ণবের গলার কাছে এক ধরণের চাপ জমে উঠল—অদৃশ্য ভয়, না চেনা এক উপস্থিতি।

সে এক পা এক পা করে পেছনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

তার ডান হাতে ধরা ছিল একটা পুরনো টর্চ—যেটা বহুদিন ব্যবহার হয়নি।
চালু করতেই আলো জ্বলে উঠল, কিন্তু মাঝখানে কাঁপছিল।

আলোটা ছুঁয়ে গেল ঘরের কোণ।
কোথাও কেউ নেই।

তবু, জানালার পাশে টেবিলের ওপর রাখা একখণ্ড কাগজ চোখে পড়ল।

অর্ণব সে কাগজটা হাতে তুলে নিল।

সাদা কাগজ। কালি নেই।
তবু সেখানে যেন লেখা ছিল—**"আমি ফিরে এসেছি, কিন্তু তুমি কি আগের মতো আছো?"**

তার চোখ ছলছল করে উঠল।
ইশিতা... এই অক্ষরগুলোর গন্ধ যেন তারই।

সেই হারিয়ে যাওয়া, সেই অপূর্ণ থেকে যাওয়া সুর...
তার হৃদয়ের এক কোণ কেঁপে উঠল, আবার যেন সেই পুরোনো প্রেম ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে।

সে জানালার দিকে ফিরে তাকাল।

রাস্তা ফাঁকা।

কেউ নেই।

কিন্তু একটা গন্ধ ছিল বাতাসে।
সেই পুরোনো পারফিউম... যা কেবল ইশিতার গায়েই মানাত।

অর্ণব জানে না সে কী খুঁজছে,
তবু সে জানে—সে আবার যাত্রা শুরু করেছে।
এক রহস্যময় প্রেমের পথে।
যেখানে ছায়া নেই, কিন্তু ভালোবাসা আছে।
যেখানে দেখা নেই, কিন্তু অনুভব আছে।

আর সেই অনুভবই হয়তো তাকে নিয়ে যাবে এমন এক জায়গায়—
যেখানে অতীত আর বর্তমান একসাথে দাঁড়িয়ে থাকে এক শূন্য দরজার সামনে।

✦তৃতীয় অধ্যায় ✦:

"স্মৃতির লাশগুলো কথা বলে"

ঘড়ির কাঁটা যেন দাঁড়িয়ে গেছে।

অর্ণব বসে আছে বিছানার এক প্রান্তে, তার চোখে অদ্ভুত এক শূন্যতা। জানালার পর্দা বাতাসে নড়ে উঠছে, যেন কোনো অতীতস্মৃতি আস্তে আস্তে ফিরে আসছে নিজের মতো করে, ঠিক যেমন পুরোনো রক্তে জমে থাকা বিষ ধীরে ধীরে শরীরকে দখল করে।

সেই সাদা কাগজটা—যেখানে কিছু লেখা ছিল না, তবু সবকিছু লেখা ছিল—তার বুকের নিচে চেপে ধরে রাখা এক নিঃশব্দ আর্তনাদের মতো শ্বাস নিচ্ছে।

কিছু কথা উচ্চারিত হয় না,
তবু তারা বেঁচে থাকে—
চোখের পেছনে,
স্বপ্নের গভীরে,
রাতের পর্দায় ঘুমিয়ে থাকা অস্থিরতায়।

অর্ণব জানে না, সে জেগে আছে নাকি স্বপ্ন দেখছে।
তার ইন্দ্রিয়গুলো একধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রমে নিমজ্জিত।

হঠাৎ করেই মাথার ভেতরে একটা প্রশ্ন জন্ম নেয়—
"যদি ফিরে আসে, তাহলে কেন কেবল ছায়া রেখে যায়?"

সে উঠে দাঁড়ায়।
তার হাতে ধরা সেই কাগজ।
চোখে জমে থাকা ঘুম নয়, বরং হাজারটা না বলা কথার ধোঁয়া।

সে ধীরে ধীরে আলমারির দিকে এগিয়ে যায়।
পুরনো, কাঠের, ধুলো ধরা এক ফাইলের ভেতর থেকে বের করে আনল এক খণ্ড চিঠি।
ইশিতার শেষ চিঠি।

চিঠির কালি মলিন, কিন্তু শব্দগুলো তখনও জীবন্ত—

"তুমি বুঝলে না, আমি যেতে চাইনি...
আমায় যেতে হয়েছিল।"

সেই বাক্যটা যেন একদম বুকের গভীরে ছুরি চালিয়ে দেয়।
অর্ণব ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করে।

চোখের পেছনে এখন দেখা যাচ্ছে একটি রেলস্টেশন।
একটা ট্রেন ধোঁয়া ছাড়ছে।
একজন মেয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে।
চোখে অশ্রু, ঠোঁটে কাঁপন।

আর একজন—
চুপ করে দাঁড়িয়ে,
বলছে না কিছুই।
বলতে চায়নি,
বলতে ভয় পেয়েছিল।

ভালোবাসা সবসময় কণ্ঠস্বর পায় না।
কখনো তা কেবল নীরবতার জ্বালাময় ভাষা হয়ে রয়ে যায়।

অর্ণব জানে—ইশিতা চলে গেছে।

তবু আজ এই রাত, এই কাগজ, এই গন্ধ, এই ছায়া তাকে নতুন করে ভাবাচ্ছে।

সে কি ফিরে এসেছে?

না কি স্মৃতিরা আজ এতটাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে তারা বাস্তবকে পেছনে ফেলে দিয়েছে?

সে জানে না।
তবে সে এটা জানে—এই গল্প এখন কেবল তার একার নয়।

এখন, গল্পে কেউ আর নেই—
সে একা নেই।

✦ চতুর্থ অধ্যায় ✦:

"নীরবতার ভিতরেও আর্তনাদ থাকে"

ইশিতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

তার চোখে কাজল নেই, ঠোঁটে রঙ নেই, মুখে হাসি নেই—
কিন্তু চোখ দু'টি যেন শত শত চিৎকার আটকে রাখা এক নদী।
নীরব সেই নদীর জল রোজ শুকিয়ে যায়, তবু বয়ে চলে।

সে নিজেকে স্পর্শ করে।
নিজেরই স্পর্শ যেন আজ অপরিচিত মনে হয়।

আয়নায় তার প্রতিবিম্ব ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে।
কান্না নয়, তবু কেমন একটা অসহ্য ভার বুকের ওপর জমে আছে,
যেমন পুরোনো কোনো পাপ যাকে মাফ করতে চায় না সময়।

আজ থেকে সাত বছর আগে,
একটা ট্রেন তাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল এক শহর থেকে অন্য শহরে—
তবে একমাত্র শহর যার গায়ে ছিল অর্ণবের নাম,
সেই শহরটাই থেকে গিয়েছিল পেছনে,
অভিমানে, ভুল বোঝাবুঝিতে, আর অপূর্ণতায়।

তাকে কেউ বাধা দেয়নি।
অর্ণব চুপ করে ছিল।

তবু সে জানত—চোখের ভেতর একটা ছায়া ছিল,
যা কোনোদিনও কোনো শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ভালোবাসা যখন কণ্ঠস্বর পায় না, তখন তা মরে না—বরং গভীর থেকে গভীরতর হয়।
এবং একসময়, তা এক শূন্যতার রূপ নেয়।
যে শূন্যতা ভালোবাসে, তবুও নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না।

ইশিতা জানে, অর্ণব এখনো তার কফির কাপের পাশে একটুখানি নিঃশ্বাস রাখে,
আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে—
"সে কি আমাকে ক্ষমা করেছে?"

তবে ইশিতার নিজেরও প্রশ্ন আছে—

"আমি কি নিজেকে ক্ষমা করতে পেরেছি?"
"আমি কি তাকে বোঝাতে পেরেছি যে আমার যাওয়া ছিল বাধ্যতা, পলায়ন নয়?"
"সে কি আজও অপেক্ষা করছে?"

"নাকি সে নিজের ভিতরেই আমার কবর খুঁড়ে ফেলেছে অনেক আগেই?"

হঠাৎ ঘরের দরজায় শব্দ হয়।
ইশিতা চমকে উঠে।
কেউ নেই।

তবে মেঝেতে পড়ে থাকা একটা কাগজ...
সাদা।

তাতে লেখা—

"আমি যদি ক্ষমা করতে না পারি, তবে কি তুমিও আর ফিরে আসতে পারবে না?"

তার গলা শুকিয়ে আসে।
বুকের নিচে পাথরের মতো চাপা কষ্ট জমে যায়।

সে জানে, এই কাগজ কেউ রেখে যায়নি।
এই লেখা তার নিজেরই মনে জমে থাকা অপরাধবোধের প্রতিচ্ছবি।

তার ভিতরে কেউ একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠে—

"আমার প্রেম শুধু তোমার কাছেই অসমাপ্ত ছিল না,
আমার নিজের কাছেও আমি অসমাপ্ত রয়ে গেছি।"

✦ পঞ্চম অধ্যায় ✦:

"স্মৃতির আলোর নিচে অচেনা ছায়া"

ঘুম ভাঙে হঠাৎ করেই।

অর্ণব চোখ খুলে দেখে ঘরের বাতি জ্বলছে না,
তবু আলো আছে।
একটা ম্লান, হলুদ আলো—যা জানালার ভাঁজ দিয়ে ঢুকছে না,
বরং ভিতর থেকেই যেন বেরিয়ে আসছে।
যেমন কোনো স্মৃতি, যা অন্ধকারে থেকেও নিজস্ব আলো তৈরি করে।

সে ধীরে ধীরে উঠে বসে।
বালিশের নিচে চাপা পড়া কিছু খুঁজতে গিয়ে
হাতের আঙুলে ঠেকে যায় একটা খাম।

সাদা খাম।

তবে সেটি নতুন নয়।
ময়লা, চেটানো কিনারে কালচে দাগ।
কোনো প্রেরকের নাম নেই, কোনো তারিখ নেই।

সে খুলে দেখে—ভেতরে একটি ছবি।

ছবিতে অর্ণব নিজেই।

কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন,
একটি মেয়ে—
চোখে গভীর ছায়া, ঠোঁটে অর্ধ-হাসি।
চেনা, আবার অচেনা।

অর্ণব নিশ্চিত, সে এই ছবির মুহূর্ত কখনো দেখেনি।
তবু ছবির ভিতরে থাকা সে নিজে,
চোখে এমন একটা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে
যা সে কোনোদিন আয়নায় নিজের চোখেও দেখেনি।

এই ছবি কি ভবিষ্যতের?
না কি কোনো বিকৃত স্মৃতির প্রতিচ্ছবি?

চোখের কোণ থেকে একটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।
সে বোঝে না কেন কাঁদছে, তবু কাঁদে।

তার মনে পড়ে যায়—
ইশিতা একবার বলেছিল:

"মনে রাখা হয় না সব কিছু,
কিন্তু ভোলা যায় না কিছুই।"

হঠাৎ ঘরের দেয়ালে ছায়া দেখা যায়।
মানুষের ছায়া।

কিন্তু ঘরে সে ছাড়া কেউ নেই।

ছায়া ধীরে ধীরে মিশে যায় দেয়ালের পর্দায়,
যেমন অতীত মিশে যায় বাস্তবের প্রতিটি মুহূর্তে,
অতীতের মুখেরা কখনো যায় না,
তারা বদলে ফেলে চেহারা।

অর্ণব ছবিটার পেছনে কিছু লিখে ফেলে—

"তুমি কে?
আর কেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে?"

তার লেখা নিজেকেই যেন প্রশ্ন করে।

✦ ষষ্ঠ অধ্যায়✦:

"অদৃশ্য টানের ভার"

ইশিতা এখন ঢাকা শহরের এক নামী হাসপাতালে সিনিয়র নিউরোসার্জন।

তবে তার প্রতিটি সার্জারির শেষে
তার মনে হয় সে কাউকে বাঁচায় না—
বরং নিজের ভিতর কিছুটা করে হারায়।

অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসার সময়
তার চোখে যেটুকু আত্মবিশ্বাস থাকে,
তা গেট পেরিয়ে নিজের একাকী ফ্ল্যাটে ঢুকতেই
ভেঙে পড়ে আয়নার নিচে।

ঘরের ভেতর টিকটিকির শব্দ আর দেয়ালের ঘড়ির টিক-টিক।
তার জীবনের একমাত্র সংগী।

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে সে জানালা খুলে রাখে—
জানি না কেন,
হয়ত কোনো চেনা বাতাসকে সুযোগ দিতে চায় ভেতরে ঢোকার।

একদিন দুপুরে ডাক্তারদের মিটিংয়ের পরে,
তার ডেস্কে একটা খাম পাওয়া যায়।

সাদা খাম।

ভেতরে একটি পত্র।
তাতে কোনো নাম নেই,
শুধু লেখা—

**"মস্তিষ্ক সারানো যায়, কিন্তু মনের স্মৃতি নয়।
তুমি কি জানো, তোমার অভিমান এখনো কারো বুকের বাঁ পাশে হু হু করে কাঁদে?"**

ইশিতা ধাক্কা খায়।
সে এই লেখার হাতের লেখা চেনে।
অর্ণব।

কিন্তু কীভাবে? কবে? কেন?

সে হাত কাঁপতে কাঁপতে খামটা আবার খুলে দেখে,
কোনো পাতা নেই।
শুধু একটা কফির দাগ।

তার বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস।
তাকে ফিরতে হবে।

তবে কই? কোথায় ফিরবে সে?

অর্ণব কোথায় আছে, জানে না।

তবু মনে হয়, **"কেউ একজন তাকে আবার কাছে ডাকছে—শব্দ ছাড়া, কিন্তু আবেগে পূর্ণ।"**

✦ সপ্তম অধ্যায় ✦:

"নীরবতার নীচে চাপা শব্দ"

অর্ণব সেই ছবিটা তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ।

সেই ছবি, যেখানে তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল অচেনা চোখের এক মেয়ে।
চেনা ছায়া, অচেনা বাস্তবতা।

হঠাৎ সে খেয়াল করে, ছবির কোণায় ভাঁজ করা কাগজ।

সে ধীরে ধীরে ভাঁজ খুলে দেখে—
একটি হাতের লেখা চিঠি।

ইশিতার লেখা।
এই লেখা, এই বাঁক, এই ছায়ার মতো ঘোরানো অক্ষর—
সে কখনোই ভুলতে পারে না।

চিঠিতে লেখা:

"আমি জানি তুমি এখনো আমাকে ভালোবাসো না বলে ভাবো।
কিন্তু আমি তো কোনোদিন বলিইনি।
বললে তুমি চলে যেতে!"

"তবে জানো, ভালোবাসা বলা হয় না, বুঝিয়ে দিতে হয়।
আমি শুধু প্রতিদিন চেয়েছি—তুমি সেফ থাকো, হেসে বাঁচো।
তুমি না বুঝলেও আমি ভালোবাসি,
হয়তো তোমার ভালোবাসার মত করে নয়,
কিন্তু আমার একান্তভাবে।
কোনো দাবি ছাড়া।
নিঃশব্দভাবে।"

অর্ণব হঠাৎ চুপ করে যায়।

তার বুকের ভিতর যেন হাওয়ার বদলে ব্যথা জমে আছে।

তার মনে পড়ে, কলেজের শেষ দিন—
ইশিতা কাঁদছিল।
অর্ণব দেখেও ভান করেছিল যেন কিছুই দেখেনি।

সে ভেবেছিল, দূরত্ব তৈরি করলে ভুলে যাবে।
কিন্তু সময় ভুলতে দেয়নি, বরং প্রতিটি মুহূর্তে **"তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে সে কী হারিয়েছে!"**

চিঠির শেষ লাইনটা তার মনে গেঁথে যায়—

"যদি কোনোদিন তুমি জানতে,
আমি না থেকেও কতবার তোমার পাশে বসে থেকেছি..."

অর্ণব চোখ বন্ধ করে ফেলে।

তার মনে হয়,
এই নীরব ভালোবাসা—
তার চেয়ে জোরে চিৎকার করে কখনো কোনো অনুভব বলেনি।

✦ অষ্টম অধ্যায় ✦:

"অতল অতীতের আবরণ"

নিঃশব্দ ফ্ল্যাট।
ড্রয়ার খুলে ইশিতা একটি পুরনো ডায়েরি বের করে।

কালচে নীল কভারের উপর ইংরেজিতে লেখা—
"THINK LOUDLY, WRITE SILENTLY."

এই ডায়েরিটা একসময় অর্ণব উপহার দিয়েছিল—
যখন তারা ক্লাস নাইনে পড়ত।
সেদিন ছিল ইশিতার জন্মদিন, আর অর্ণব তাকে বলেছিল:

"তুমি বেশি বলো না, কিন্তু ভেতরে অনেক কিছু রাখো।
যা মুখে বলো না, এইখানে লিখো।"

ইশিতা সেই কথা রাখেনি।

ডায়েরির একেকটা পাতায় চাপা শব্দ।
হাতের লেখা ঘন, মাঝে মাঝে জলছাপের মতো ছোপ।

সে আজ বহু বছর পর খোলা পাতায় ফিরে যায়—
তার নিজের লেখা, তার নিজের কান্না।

"২৪শে নভেম্বর
আজ অর্ণব বলল—সে ইমনের সাথে সিনেমায় যাচ্ছে।
হাসিমুখে বলল, যেন আমি কিছুই অনুভব করব না।
কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল কেউ বুকের মধ্যে ধাক্কা মারছে।
আমি চুপ ছিলাম।
সে বুঝল না, বা বোঝার ভান করল না।"

"১লা জানুয়ারি
সবাই নববর্ষের আনন্দে মত্ত।
আমি অর্ণবকে একটা পেন উপহার দিয়েছিলাম, সে বলল 'ভালো'।
শুধু 'ভালো'।

আমার হৃদয়ের ভেতর থেকে উঠে আসা ভালোবাসার জবাব,
ছিল মাত্র একটা শব্দ।
ভালো।"

"১২ই ফেব্রুয়ারি
সে আজ ফোন করেছিল।
শুধু বলেছিল—'কেমন আছো?'
আমি বলিনি, আমি বেঁচে আছি তোমার অপেক্ষায়।
বলিনি, রাতভর ঘুম হয় না তোমাকে ভাবতে ভাবতে।
বলিনি, তোমার প্রতিটি কথা আমার বুকের ভিতর বাজে..."

ইশিতা ডায়েরি বন্ধ করে দেয়।

তার চোখে জল নেই,
কিন্তু বুকের ভিতর নীরব কোলাহল।

সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে।

সার্জনের সাদা অ্যাপ্রোনে ঢাকা একজন নারী,
যার পেছনে হাজারটা কাটা-সেলাই করা মস্তিষ্ক,
তবু নিজের হৃদয়টাকে কখনো জোড়া দিতে পারেনি।

অর্ণবকে সে কোনোদিন বলেনি,
তবু প্রতিটি না-বলা শব্দ আজ বুকের মধ্যে আবার হাহাকার করে ওঠে।

ফোনটা তুলে সে হঠাৎ গুগলে সার্চ করে—
"অর্ণব + সাংবাদিক + চট্টগ্রাম"

কয়েকটা নাম আসে।
একটা পরিচিত মুখ।

সে আবার তাকায় ছবির দিকে।
এটাই তো অর্ণব!

তার নামের নিচে লেখা—

"সম্প্রতি নিখোঁজ, পরিবারের খোঁজ নেই"

ইশিতা এক লহমায় যেন নিঃস্ব হয়ে যায়।

অর্ণব?

নিখোঁজ?

কেন?

কোথায়?

তার মনে হয়,
যা সে হারিয়েছে,
তা তাকে আবার ডাকছে—একটা অন্ধকার গলি থেকে।

✦নবম অধ্যায় ✦:

"হারিয়ে যাওয়া শব্দের দিকে ফেরা"

একটা অন্ধকার ঘর।
ছোট একটা জানালা, যেখানে আলো ঢোকে না—
কেবল সময় ঢোকে নিঃশব্দে,
আর থেমে থাকে দেয়ালের গায়ে।

একজন মানুষ বসে আছে।
চুল একটু এলোমেলো, চোখের নিচে কালি, ঠোঁট শুকনো—
তবু চোখ দুটো ঝলমল করে।

সে অর্ণব।

গত এক সপ্তাহ ধরে,
সে চট্টগ্রামের উপকণ্ঠের এক পুরনো সাংবাদিক বন্ধুর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে।

কেন?

কারণ কেউ তার পেছনে লেগে আছে।

সে জানে না কে।

কিন্তু তার লেখা একটা প্রতিবেদন—
একটি রাজনীতিবিদের ঘুষ ও শিশু পাচারচক্রের কাহিনি
প্রকাশ হবার একদিন পর থেকেই
তার ফোন ট্র্যাক হওয়া শুরু হয়।

রাতের বেলা সে দেখতে পায় অচেনা মানুষ ছাদে ঘোরে।

একদিন তার বাইকের ব্রেকে কাটা দাগ।

তখনই সে হারিয়ে যায়—নিজে নিজেকে আড়াল করে।

এই ঘরে বসে সে রাতে লিখে।

কাগজে কলমে না,
একটা পুরনো ল্যাপটপে—নতুন এক ফোল্ডারে নাম দেয়:

“প্রমাণ: যদি আমি না থাকি একদিন”

কিন্তু যত সে লিখে,
ততই তার মনে পড়ে **ইশিতা**।

কেন জানি না,
এখন তার ভয় লাগে—
যদি হঠাৎ করেই এই সব অন্ধকার শেষ হয়,
তাহলে **সে ইশিতাকে কিছু না বলেই চলে যাবে!**

তার হঠাৎ মনে পড়ে—
ইশিতা তার প্রিয় কবিতার মতো,
যার প্রতিটি লাইন মুখস্থ,
তবু প্রতিবার পড়ে নতুন করে ভালো লাগে।

সে সিদ্ধান্ত নেয়—
যদি সে বাঁচে,
তবে এবার কিছু না বলা কথা **বলবে।**

সে ফোনটা তুলে নেয়।

নাম্বার টাইপ করে—**ইশিতা।**

কিন্তু কল দেয় না।

বসে থাকে... একরাশ দোলাচল নিয়ে।

তার জানালা দিয়ে হঠাৎ একটি লাল রঙের ঘুড়ি ভেসে আসে।

ছাদ থেকে হয়তো কে ছেড়েছে।

ঘুড়ির পুচ্ছ আঁকা—**একটি হৃদয়ের চিহ্ন।**

অর্ণব হেসে ফেলে।

হয়তো ভালোবাসা দূরত্বে থাকে না,
ভালোবাসা আশেপাশেই উড়তে থাকে—
শুধু চোখ মেলে তাকাতে হয়।

✦ দশম অধ্যায় ✦:

"অচেনা পথে হৃদয়ের খোঁজ"

রাত দেড়টা।
ইশিতা ঘুমোতে পারেনি।
বিছানায় শুয়ে, ছাদের দিকে তাকিয়ে তার মনে কেবল ঘুরছে একটা নাম—
অর্ণব।

"নিখোঁজ" শব্দটা তার মনের ভেতর বারবার বেজে উঠছে।

সে উঠে পড়ে।

হাত ধুয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।
একজন সফল নিউরোসার্জন,
তবু আজ তার চোখের কোণে **অসফল ভালোবাসার ছায়া**।

সে নিজের সাথে কথা বলে—
"আর না। আমি খুঁজে বের করবো তাকে।
কেউ হারিয়ে যায় না। অন্তত আমি তাকে হারাতে পারি না।"

তিনটে বাজে।
সে ল্যাপটপ খুলে অর্ণবের সমস্ত পুরনো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘাঁটতে থাকে।

পুরনো এক ফেসবুক পোস্টে চোখ আটকে যায়—
অর্ণব এক জায়গার ছবি দিয়েছে।
একটি পুরনো টিনের ঘর, পেছনে পাহাড়, পাশে লাল গেট।
লোকেশন ট্যাগ: "বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম"।

ইশিতা এক মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়—
সে চট্টগ্রাম যাবে।

অফিসে ছুটি না নিয়েই পরের সকালে সে বিমানে ওঠে।

চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে নেমে যখন সে চারপাশে তাকায়,
তার মনে হয়—
এই শহরেও **অর্ণবের নিঃশ্বাস লুকিয়ে আছে**।

সে লোকেশন অনুযায়ী খোঁজে,
জায়গাটা খুব সহজে মেলে না।

চারপাশের লোকজন কেউ চিনে না।

তবু হঠাৎ এক বৃদ্ধ বলে ওঠে—
"এই রকম জায়গা হয়তো কাইয়ুম স্যারের পুরনো বাড়ির পাশে হবে।
সাংবাদিকেরা ওখানে আগে মাঝে মাঝে যেত।"

ইশিতা কৃতজ্ঞ চাহনিতে মাথা ঝুঁকায়।

রিকশা করে এক চোরাগলি পার হয়ে
সে পৌঁছে যায় সেই বাড়ির সামনে।

দরজা বন্ধ।

সে দৌড়ে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ে।

একটু পর একজন মধ্যবয়সী লোক দরজা খোলে।
চোখে অবিশ্বাস, ভয়।

"আমি ইশিতা। আমি একজন ডাক্তার।
আমি অর্ণবকে খুঁজছি। প্লিজ, আমাকে বলতে পারেন সে কোথায়?"

লোকটা চুপ করে তাকিয়ে থাকে।

তখন ঘরের ভেতর থেকে এক জীর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা যায়—

"ইশিতা?"

ইশিতার হৃদয় থেমে যায়।

সে দৌড়ে ঘরে ঢোকে।

অর্ণব তার সামনে।

অশ্রুত, অবিশ্বাস্য, অথচ বাস্তব।

তার চোখে ক্লান্তি,
তবু সেই একই গভীর চোখ,
যেটা দেখলেই ইশিতার হৃদয় জেগে ওঠে।

সে বসে পড়ে অর্ণবের সামনে।

"তুমি... তুমি ঠিক আছো?" – তার কণ্ঠ ভেঙে যায়।

অর্ণব বলে না কিছুই।
শুধু তাকিয়ে থাকে,
আর চোখের কোণ থেকে একটা নীরব অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

✦ একাদশ অধ্যায় ✦:

“ নীরবতা যখন শব্দ খোঁজে”

ঘরে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা।

বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টির মতো সময় পড়ছে,
আর ভিতরে দুজন মানুষ...
যারা একে অপরকে হারিয়েও, এখনও হারাতে পারেনি।

ইশিতা ধীরে ধীরে অর্ণবের সামনে বসে।
তার চোখে এত প্রশ্ন, অথচ ঠোঁটে কোনো শব্দ নেই।
শুধু নিঃশ্বাসে জমে থাকা যন্ত্রণার ভাষা।

অর্ণব হঠাৎ বলে ওঠে—
"তুমি চলে যেতে পারো, ইশিতা। এটা তোমার জায়গা না।"

ইশিতা চমকে তাকায়।
তার ঠোঁটে একটুকু হাসি—যেটা আসলে কান্না।

সে নিচু স্বরে বলে—
"যার ভেতরে আমার ঘর,
সেই মানুষটা যদি আমার জায়গা না হয়,
তাহলে পৃথিবীতে আর কোনো ঠিকানা খুঁজে পাবো না আমি।"

অর্ণব মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

"আমার চারপাশে মৃত্যুর গন্ধ, ইশিতা।
আমি কেবল সত্য খুঁজি—
আর সেই সত্য এমন ভয়ানক,
যেটা আমার চারপাশের সবকিছুকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।"

ইশিতা ধীরে ধীরে তার হাতটা অর্ণবের দিকে বাড়ায়।

"আমি ডাক্তার, অর্ণব।
আমিও মৃত্যুর খুব কাছে বসে থাকি, প্রতিদিন।
তবু বাঁচানোর আশায় কাজ করি।
তুমি কেন পালিয়ে বাঁচতে চাও, বলো?"

অর্ণব চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

বৃষ্টি একটু বেড়েছে।
টিনের চালের শব্দটা যেন এখন অর্ণবের হৃদপিণ্ডের মতো—
ধুকধুক করে।

সে ধীরে ধীরে বলে—
"তুমি জানো না ইশিতা,
আমার রিপোর্টে নাম ছিল সেই রাজনৈতিক নেতার ছেলের—
যে তুমি একবার অপারেট করেছিলে,
যার জন্য তুমি মিডিয়ায় 'অপরাজেয় মানবিকতা'র সম্মান পেয়েছিলে।"

ইশিতা স্তব্ধ।

তার মুখ সাদা হয়ে যায়।

"তার নাম... রেহান?!" — গলার স্বর কাপছে।

অর্ণব মাথা নাড়ে।

"তোমার সেই মহৎ কাজ...
একটা নির্মম শিশুপাচার চক্রের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে ছিল।
তুমি জানো না, আমি জানি।
তুমি নির্দোষ,
তুমি তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলে—
তবে সেই পেছনের দানবটা... সে তো বেঁচে আছে এখনো।"

ইশিতার চোখে জল জমে।

"তুমি আমাকে বলোনি কেন, অর্ণব? আমি নিজে থেকে পাশে দাঁড়াতাম—"

অর্ণব ফিরে তাকায়।
তার চোখে প্রচণ্ড ভালোবাসা,
তবে তার ভাষা খুব সোজা—

"কারণ, আমি চাই না আমার কারণে
তুমি একদিন অন্ধকারে হারিয়ে যাও।
আমি জানি আমি কী করছি,
তবে তোমাকে আমি সেই ছায়া দেইনি কখনো,
কারণ তুমি আমার আলোর শেষ প্রান্ত।"

এই কথা শুনে,
ইশিতা ধীরে ধীরে অর্ণবের দিকে এগিয়ে যায়,
তার বুকের উপর মাথা রেখে শুধু বলে—

"তুমি পালাবে না আর।
আমার পাশে থেকো, কিছু না বলেও।
আমরা একসাথে অন্ধকার পার হবো, জানো তো?
আমি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারি—যদি তুমি চাও।"

অর্ণব কিছু বলে না।
শুধু দুটো হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে।

বৃষ্টি থেমে গেছে।
ঘরে একটা গন্ধ এসেছে—
ভেজা মাটির, আর অদ্ভুত রকম স্বস্তির।

✦ দ্বাদশ অধ্যায় ✦:

"আলোকছায়ার সন্ধানে"

ঘরটা নিঃশব্দ।

অর্ণব আর ইশিতা দু'জনেই জেগে,
তবু মনে হচ্ছে—যেন কোনো স্বপ্নের মধ্যে তারা একসাথে বসে আছে,
যেখানে ঘড়ির কাঁটাগুলোও নড়তে ভয় পায়।

অর্ণবের বুকের ওপর মাথা রাখা অবস্থায়
ইশিতা ধীরে ধীরে বলে ওঠে—

"তুমি জানো, ছোটবেলায় আমি ভাবতাম যাদের আমি ভালোবাসি, তারা সবাই থেকে যাবে আমার পাশে।
তারা হারিয়ে যাবে না।
কিন্তু বড় হতে হতে বুঝেছি—
সব চাওয়াকে শেষ পর্যন্ত নিজের ভেতরেই কবর দিতে হয়।"

অর্ণব তার চুলে হাত বুলিয়ে বলে—
"তাই তো আমি তোমাকে ফেলে পালিয়েছিলাম।
যাতে তুমি হারানোর কষ্ট না পাও।
আমি ভুলে গেছিলাম, ভালোবাসা মানেই হারানোর ভয় নয়,
ভালোবাসা মানে কাউকে সব জেনেও আপন করে নেওয়া।"

এক মুহূর্তে নীরবতা।

তারপর ইশিতা ধীরে ধীরে বলে—
"তাহলে ফিরে এসো, অর্ণব।
চলো, ফিরে যাই সেই জীবনে যেখানে আমরা শুধু বন্ধু ছিলাম।
যেখানে আমি দুধভাত খেতে চাইতাম আর তুমি লুকিয়ে লঙ্কা মিশিয়ে দিতে।
চলো আবার শিখি—ভালোবাসা মানে কান্না নয়,
ভালোবাসা মানে একসাথে লুকিয়ে হাসা।"

অর্ণব চোখ বুজে ফেলে।

তার মনের ভেতর তখন কেবল একটা ছবি ভেসে ওঠে—
একটা মাঠ,

ইশিতা ঘাসের মধ্যে বসে আছে,
হাসছে, কাঁদছে, তাকিয়ে আছে তার দিকে।

তারপরে... এক ভয়ংকর স্মৃতি এসে সব ছায়া ঢেকে দেয়।

সে ফিসফিসিয়ে বলে—
"তুমি জানো না, ইশিতা।
ওরা আমার পেছনে লেগে আছে।
যদি আমি ফিরে যাই...
তোমার প্রাণ যাবে।"

ইশিতা উঠে বসে।

তার চোখে ভয়ের বদলে সাহস।

"তুমি জানো, কীভাবে একজন ডাক্তার রোগীর হৃদপিণ্ড ছুঁয়ে ধরে?
একটা জীবন্ত হৃদয়, স্পন্দন করা রক্তে ভেজা!
তখন তার জীবন আমার হাতে থাকে।
আমি ভয় পাই না, অর্ণব।
কারণ আমি জানি, ভয়কে পাশে নিয়েই ভালোবাসতে হয়।"

অর্ণব কিছু বলে না।

সে শুধু তাকিয়ে থাকে ইশিতার চোখে—
যেখানে হাজার শব্দের ভিড়ে
একটা মাত্র বাক্য কাঁপছে—
"তোমাকে আমি ছুঁয়ে আছি। তুমি একা নও।"

সন্ধে নামে।

বাইরে অন্ধকার বাড়ে।
ঘরের বাতিটা হালকা হলুদ আলো ছড়ায়।

দুজনে মেঝেতে বসে,
দেয়ালে হেলান দিয়ে—
কিছু না বলে সময়কে গুনে।

হঠাৎ অর্ণব জিজ্ঞেস করে—
"তুমি কি জানো, ভালোবাসা আর শূন্যতার মধ্যে পার্থক্য কী?"

ইশিতা হাসে।

"তুমি বলো।"

অর্ণব ধীরে ধীরে উত্তর দেয়—
"ভালোবাসা বলে—'তুমি আমার'।
আর শূন্যতা বলে—'তুমি আমার ছিলে।'
আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি বলো তো?"

ইশিতা উত্তর দেয় না।
সে কেবল চোখ বন্ধ করে অর্ণবের কাঁধে মাথা রাখে।
হয়তো উত্তর সে জানে,
তবু কিছু প্রশ্নের উত্তর না থাকাটাই ভালোবাসার প্রমাণ।

✦ ত্রয়োদশ অধ্যায় ✦:

"গোপনের আলো"

রাতটা গভীর,
ঘরটা অন্ধকার,
তবু তাদের মাঝে যেন এক অদ্ভুত আলো জ্বলে।
একটা আলো, যা নিভে যায়নি—
ভালোবাসার অশক্ত, কিন্তু অবিচল শক্তি।

ইশিতার চোখের কোণে অশ্রু জমেছে।
অর্ণব নীরবে তাকিয়ে আছে,
তার হাত ছুঁয়ে বলল—
"তুমি জানো, কখনো কখনো আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রুই হয় নিজের মন।
যা আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষটাকেও করে অচেনা।"

"আমার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার অংশগুলো," ইশিতা বলে, "তুমি জানো না, কতবার হাসতে গিয়ে আমি নিজেকে হারিয়েছি।"

অর্ণব মাথা নাড়ে, "আর আমি, কতবার নিজের অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছি তোমার জন্য কথা, যা বলতে পারিনি।"

"তাই তো ভালোবাসা," ইশিতা হেসে বলে, "মনে হয়, কখনো কখনো এটি বিরহের সুর বাজায়, কিন্তু তারপরও হৃদয়ের গভীরে গানের মতো বাজতে থাকে।"

তাদের দুজনের মধ্যে একটা নীরব বোঝাপড়া শুরু হলো।
একটা বোঝাপড়া, যেখানে শব্দ কম আর অনুভূতি বেশি।

"তুমি জানো," অর্ণব বলে, "এই শহরের প্রতিটি কোণে আমার পেছনে যারা ছিল, তারা এখনো আমার ছায়া মত, আমাকে তাড়া করে।"

ইশিতা কিছুক্ষণ চুপ থাকে,
তারপর বলল, "আমাদের 'আমরা' হয়তো ভেঙে গেছে, কিন্তু আমি এখনো বিশ্বাস করি, এই ভাঙার মাঝে গড়ে ওঠে নতুন কিছু।"

আলো নিভে আসে,
তাদের হৃদয়ের অন্ধকারে মিশে যায় তাদের কথা।

তাদের কথার মাঝে এক অদ্ভুত শক্তি জন্মে,
যা তাদের দুজনকে যেন আরো কাছে টেনে আনে,
তবুও জানে কেউ এর পরিণতি কী হবে তা বলা কঠিন।

✦চতুর্দশ অধ্যায় ✦:

"ফিকে হওয়া রঙের নীচে"

অন্ধকার ঘেরা একটা কক্ষে বসে আছে তারা,
দুজনের চোখে মিশে আছে বিষাদের সুর,
তবু হৃদয়ে লুকিয়ে আছে বেঁচে থাকার এক কণা আশা।

ইশিতা ধীরে ধীরে বলে উঠল—
"আমাদের জীবনের গল্প তো মনের ক্যানভাসে আঁকা ছবি।
কখনো ছায়ায় ঢেকে যায়, কখনো রং ছড়িয়ে দেয়।"

অর্ণব তার হাত ধরে বলল—
"তবে কি সত্যিই কোনো ছবি পুরোপুরি ফিকে হয়ে যায়?
যা একবার ভালোবাসার রঙে রাঙানো, তা যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেও মুছে যায় না।"

"হয়তো," ইশিতা হেসে বলল, "আমরা শুধু ভুলে যাই সেগুলোকে,
তবু সে ভুলে যাওয়ার মাঝেও অনুভব করতে পারি আভাস,
যা মনে করিয়ে দেয় সেই বেদনার গভীরতা।"

অর্ণব চোখে জল এসে ধীরস্বরে বলে—
"ভালোবাসার গভীরে লুকিয়ে থাকে বিরহের ছায়া।
আর এই ছায়াই আমাদের মানব করে তোলে।"

তাদের মাঝে ঝিলমিলিয়ে উঠে একটি হাসির ঝলক,
একটা মধুর মুহূর্তের চিহ্ন,
যা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে,
ভালোবাসা ও বেদনার অন্তরঙ্গ এক নৃত্যের মতো।

"তুমি জানো," ইশিতা বলল, "একটা ছোট্ট হাসিতেই কত বড় শক্তি থাকে,
যা অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে দেয়।"

অর্ণব হালকা করে বলে—
"আর একটি চোখের পানি অনেকদিনের ক্লান্তি মুছে দিতে পারে।"

শুনতে শুনতে সময় যেন থমকে যায়,
তাদের অনুভূতি একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়,
সঙ্গে নিয়ে যায় পাঠকের মন।

✦পনেরোতম অধ্যায়✦:

নিঃশব্দ কণ্ঠস্বর

তাদের শব্দহীন বোঝাপড়ার মাঝে
একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল,
যা কখনো বলা হয়নি,
তবু ছিল হৃদয়ের কোণে গোপন আলো।

"তুমি কি জানো," ইশিতা নরম কণ্ঠে বলল,
"আমাদের মধ্যকার এই দূরত্বটা,
কখনো কি ভেঙে যাবে?"

অর্ণব চোখ বুজে নীরবে ভাবতে লাগল,
"দূরত্বের মাঝেও তো স্মৃতি থাকে,
সেই স্মৃতিগুলোই হয়তো একদিন ফের আমাদের কাছে নিয়ে আসবে।"

তবে কেন এই অনুভূতি,
যা ভালোবাসার পরেও ভালোবাসাকে আরো দুরে ঠেলে দেয়?
বিরহের তীব্রতায় যেন বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা জাগে,
কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা নিজেই প্রায় অনভিপ্রেত বেদনার সুত্রপাত।

"আমাদের ভালোবাসা," ইশিতা ফিসফিস করে বলল,
"হয়তো এক অন্যরকম ভাষায় কথা বলে—
একটা নিঃশব্দ কণ্ঠস্বর,
যা শুধু হৃদয়ই বুঝতে পারে।"

অর্ণব মৃদু হেসে বলল,
"এভাবেই তো ভালোবাসা বড় হয়,
শব্দের বাইরেও।"

তাদের চোখ মিললো,
তবুও জানতো দুজনেই—
এই মিলন হয়তো চিরস্থায়ী নয়,
বরং অন্তিম বিদায়ের আগেই একটা শেষ মুহূর্তের বন্ধন।

তবুও, সেই মুহূর্তের জন্যই তাদের হৃদয় বেজে ওঠে—
একসাথে থাকার, একসাথে শ্বাস নেওয়ার এক নীরব স্বপ্নে।

এই অধ্যায়ে রয়েছে গভীর অন্তরঙ্গতা, নিঃশব্দ প্রেমের ভাষা,
বিরহের ছোঁয়া এবং অম্লান আশা।
পাঠকের মনের ভেতর দোলা দেয় এক রহস্যময় অনুভূতি—
যা ভালোবাসা ও বেদনার অন্তর্গত এক আত্মিক রাগধ্বনি।

✦ষোড়শ অধ্যায়✦:

"দরজার ওপাশে একা"

রাতের শহর নিঃশব্দ।
জানালার ফাঁক দিয়ে ঢুকছে ফিকে আলো।
বাইরে কুকুরের হালকা ডাক, ভেতরে হৃদয়ের কাঁপন।

অর্ণব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।
তাকে দরজা খুলতে বলা হয়নি,
তবুও সে এসেছে।
হাতের কাঁপন আর মনের সংকোচ একসাথে টান দিচ্ছে বুকের গহীনে।

অন্যদিকে, ইশিতা দরজার ও-পাশে বসে আছে।
সে জানে, কে এসেছে।
জানালার কাচে প্রতিফলিত ছায়ায় সে অর্ণবকে দেখেছে।

কিন্তু তবু দরজাটা খুলছে না।
হয়তো ইচ্ছা করেই,
হয়তো নিজেকে একটু কঠিন করে রাখছে সে।
কারণ ভালোবাসা সবসময় সহজ ভাষায় বলে না কথা।

"তোমাকে দেখা মানেই আবার ভেঙে পড়া,"
ইশিতার মনে কথাটা বাজছে।
সে চোখ বন্ধ করে শুধু অনুভব করছে—
হৃদয়ের শব্দকে, যেটা কানে নয়, কান্নায় শোনা যায়।

অর্ণব ধীরে ধীরে বলে ওঠে, দরজার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে—
"আমরা যদি ভুল করে ফেলি,
তবু কি ভুলগুলো শুধরে নেওয়া যায় না?"

ভেতরে ইশিতার চোখ ঝাপসা।
সে জানে, কিছু উত্তর মুখে দেওয়া যায় না,
সেগুলো শুধু নীরবতায় জমা থাকে।

সেই নীরবতা আজ দরজার কড়ায় কড়ায় ঠেকে আছে।

অর্ণব অপেক্ষা করে। মিনিটের পর মিনিট।
তারপর একটুখানি হাসে।
সে জানে, এ দরজা আজ খুলবে না।
তবুও সেই না খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা—
তা-ও একরকম ভালোবাসা।

সে ফিরে যায় ধীরে ধীরে, পেছনে না তাকিয়ে।

আর ইশিতা বসে থাকে চুপচাপ—
চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে নীরব এক অশ্রু।
তবুও তার ঠোঁটের কোণে হালকা এক হাসি।
কারণ সে জানে,
ভালোবাসা মানেই সবসময় দেখা হওয়া নয়—
কখনো কখনো, ভালোবাসা মানে না-দেখার মাঝে থেকেও অপেক্ষা করা।

✦সপ্তদশ (১৭তম) অধ্যায় ✦:

"ভালোবাসার আড়ালে শূন্যতা"

ইশিতার দিনগুলো কেটে যাচ্ছে সাদামাটা নৈঃশব্দ্যে।
হাসপাতালের করিডোরে হাঁটতে হাঁটতে
তার মনে পড়ে অর্ণবের চোখের ভাষা—
যা শব্দে কখনো উচ্চারিত হয়নি,
তবু হৃৎপিণ্ডে গভীরভাবে লেখা ছিল।

প্রতিদিন সে কত মানুষকে বাঁচায়,
তবুও নিজের ভেতরের এক কোণ যেন মরে আছে বহুদিন।

অপরপাশে, অর্ণব এখনো সেই পুরোনো ক্যাফেতে বসে,
কফির কাপের ধোঁয়ার মাঝে খোঁজে
ইশিতার নিঃশব্দ উপস্থিতি।
কেউ বলে না, তবুও চারপাশে একটা না বলা অভিমান ভেসে বেড়ায়।

তাদের মাঝে এখন একটা 'শব্দ' নেই,
কিন্তু শত শব্দের চেয়েও বেশি স্পষ্ট এক বোঝাপড়া—
একটি ভালোবাসার শূন্যতা।

রাতে ঘুমোতে গেলে ইশিতার মনে হয়,
অর্ণব বুঝি আজো তার পাশে বসে—
চুপ করে, কিছু না বলে।
তার নিঃশ্বাসের শব্দে কেঁপে ওঠে হৃদয়ের নিঃশব্দ খাতা।

"আমার সবচেয়ে আপন মানুষটাই,"
ইশিতা ভাবে,
"আমার সবচেয়ে দূরের হয়ে গেছে।"

একদিন সন্ধ্যায়, ইশিতা রাস্তায় হঠাৎ শুনে ফেলে
এক পরিচিত সুর—
একটা পুরোনো গান বাজছে রাস্তার এক কোণে।
সে দাঁড়িয়ে পড়ে।
গানটা ছিল সেই সময়ের,
যখন অর্ণব তাকে চুপিচুপি দেখে হাসত—
আর ইশিতা মুখ ফিরিয়ে থাকলেও, চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারত না।

সেই মুহূর্তে,
ইশিতার চোখে একফোঁটা জল এসে পড়ে—
অথচ আকাশ ছিল পরিষ্কার।

"ভালোবাসা কখনো কখনো ফিরে আসে না,"
সে নিজেকেই বলে।
"তবে তার ছায়া পড়ে থাকে,
চিরদিন।"

✦অষ্টাদশ (১৮তম) অধ্যায় ✦:

"ছায়া পেছনে হাঁটে"

রাত দশটা।
ইশিতা হাসপাতাল থেকে বেরোতেই হঠাৎ মনে হলো— কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে।

সে থামে, পেছনে তাকায়।
কেউ নেই।
তবু বুকের ভেতর একটা অস্বস্তিকর কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ে।

হাতের মোবাইলে অর্ণবের পুরোনো মেসেজগুলো খুলে ফেলে সে—
"তোর পাশে আছি, জানিস তো?"

এই একটি মেসেজ যেন আজও তার ছায়া হয়ে হাঁটে।

সে রিকশায় ওঠে, কিন্তু চোখ তার চারপাশে।
হঠাৎ, রিকশাওয়ালার কণ্ঠ—
"আপা, এই রাস্তা আজ একটু ঝুঁকিপূর্ণ। পুলিশ অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছে এক ছিনতাইকারীকে।"

ইশিতার বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

ঠিক তখনই... রিকশার পাশ দিয়ে ছুটে যায় এক ছায়া।
হঠাৎ একটা চিঠি পড়ে যায় রিকশার ভিতরে, যেন ইচ্ছাকৃতভাবে।

চিঠিটা খুলে দেখে সে—
নিজেরই নাম লেখা।
ভেতরে লেখা:

"তোমার চোখে যা লুকানো, আমি তা দেখি।
তোমার হাসির পেছনের কান্না আমিও শুনি।
তোমার চারপাশে ছায়া যতই ঘন হোক—
ভালোবাসা তোমার পাশেই হাঁটে।"

ইশিতার হাত কেঁপে ওঠে।
এ চিঠি কে লিখেছে?
অর্ণব?
নাকি... অন্য কেউ?

এ কি ভালোবাসা?
না কি একটি খেলা?

হঠাৎ মোবাইলে একটা মেসেজ—
"তুমি বিশ্বাস করো তোমার চারপাশকে, ইশিতা? বিশ্বাস করো ছায়াগুলো সব সময় তোমার বন্ধু?"

সে কাঁপতে থাকে।
হঠাৎ মনে পড়ে যায়, আজ সকালেও ওয়ার্ডে একজন অদ্ভুত রোগী ভর্তি হয়েছিল—
যার নাম বলেছিল সে নিজেকে "শূন্য"।

✦উনবিংশ (১৯তম) অধ্যায় ✦:

"শূন্য নামে এক ছায়া"

হাসপাতালের ৭ নম্বর কেবিন।
সেই রোগী, যে নিজের নাম বলে **"শূন্য"**—
সে তাকিয়ে আছে জানালার দিকে, যেন বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে তার গোপন কথা চলে।

ইশিতা আজ দায়িত্বে নেই, তবু সে ফিরে আসে।
মনে এক অজানা টান।
চিঠির লেখাগুলোর সঙ্গে এই অদ্ভুত রোগীর চোখের চাহনিতে এক অদ্ভুত মিল।

"আপনার নাম?"
ইশিতা জিজ্ঞেস করতেই উত্তর আসে—
"আমার নাম কোন বিষয় নয়, ডাকনাম 'শূন্য'।
আমার অস্তিত্ব নেই, আমি কেবল অনুভব।"

তার কণ্ঠে একরকম শান্ত উন্মাদনা।

ইশিতা চমকে যায়।
কিন্তু পেশাদারিত্ব তাকে ধরে রাখে।
সে ভাবে, হয়তো মানসিক সমস্যা, স্কিজোফ্রেনিয়া বা ডিল্যুশনাল ডিজঅর্ডার।

"আপনি আমাকে আগে থেকেই চিনতেন?"
শূন্য হেসে ফেলে—
"চেনা আর জানার মাঝে পার্থক্য আছে, ডা. ইশিতা।
তোমার চোখের ভাষা আমি আগেই পড়েছি।"

তারপর সে জানালার বাইরে তাকিয়ে বলে—
"ভালোবাসা একটা শূন্যতা।
যা কারও মাঝে পূর্ণতা খোঁজে, কিন্তু নিজের শূন্যতাকেই ধরে রাখে।
তুমিও তো শূন্য হয়ে গেছো, তাই তো ফিরে এসেছো এই কেবিনে।"

ইশিতার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়।
এই ছেলেটা কি...
নাকি...?

সে আর দাঁড়াতে পারে না। দ্রুত বেরিয়ে আসে রুম থেকে।
কিন্তু রুমের বাইরে এক নার্স বলে—

"এই রোগী তো আজ বিকেলেই পালিয়ে গেছে, ম্যাম।
এই তো ১০ মিনিট আগে রিপোর্ট হলো।"

ইশিতা থমকে দাঁড়ায়।
সে চোখ বড় বড় করে রুমে ফিরে তাকায়।
কিন্তু কেবিনে কেউ নেই।
শুধু খোলা জানালার পাশে পড়ে আছে একটা সাদা খাম।

তাতে লেখা—
"অর্ণবের চেয়ে আমাকে চিনতে তোমার অনেক সময় লাগবে।"

✦বিংশ (২০তম) অধ্যায় ✦:

"অর্ণব কি শূন্য?"

ইশিতা বাড়ি ফিরেও শান্তি পায় না।
চিঠিটা টেবিলে রেখে বহুবার পড়ে—
"অর্ণবের চেয়ে আমাকে চিনতে তোমার অনেক সময় লাগবে।"

তার হৃদয়জুড়ে এখন প্রশ্ন—
"শূন্য" কি তবে অর্ণব?
না কি কারও ছদ্মরূপে সে কিছু খুঁজছে?"

রাত ২টা।
ইশিতা ঘুমোতে পারে না।
মোবাইল খুলে অর্ণবের পুরোনো প্রোফাইল খোঁজে।
সেই ক্যাফের ছবি, সেই চোখে ঝুলে থাকা হাসির ছায়া—
সব আজও আগের মতোই।

হঠাৎ ফোনে অজানা নম্বর থেকে মেসেজ আসে—
"তুমি যে প্রশ্নগুলো করতে ভয় পাও,
সেগুলোর উত্তরেই লুকিয়ে আছে সবকিছু।"

তারপর আরেকটি মেসেজ—
"কাল আবার দেখা হবে।"

কোথায়? কখন? কে পাঠালো?

পরদিন সকাল।
ইশিতা অফিস যাওয়ার জন্য রেডি হয়।
কিন্তু বাইরে বেরোতেই দেখে দরজার পাশে একটা ছোট কৌটা।
ভেতরে একটি মেডিক্যাল রিপোর্ট।
আর একটি ছোট পেপার—
"অর্ণব চাইলেও তোমাকে সব বলার অধিকার পায়নি।"

ইশিতা রিপোর্টটা দেখে শিউরে ওঠে।
রোগী—**অর্ণব রায়**।
রিপোর্টে লেখা: **"ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিজঅর্ডার (DID)"**

শরীর কেঁপে ওঠে ইশিতার।
শূন্য... তবে কি অর্ণবের আরেকটি সত্তা?

তার মুখ থেকে এক ফোঁটা শব্দও বেরোয় না।
সে ভেঙে পড়ে চেয়ারে।
যে মানুষকে সে বুঝেছিল চোখ দেখে, স্পর্শে, নিঃশ্বাসে—
সেই মানুষই তার সামনে ছিল দুই রূপে?

✦একবিংশ (২১তম) অধ্যায় ✦:

"মনের গহীনে মুখোশপরা স্মৃতি"

ইশিতা আয়নায় তাকিয়ে নিজের চোখে খুঁজতে চায়,
ঠিক কোথা থেকে সে অর্ণবকে হারিয়েছিল।
সে কি কখনো আদৌ পেয়েছিল?
না কি... সবটাই ছিল এক সুনিপুণ, সুপরিকল্পিত বিভ্রম?

ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিজঅর্ডার—
এই একটি শব্দই যেন ওলটপালট করে দিল তার সবকিছু।
"শূন্য" নামের যে ছেলেটি কেবিনে বসে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল,
"ভালোবাসা একটা শূন্যতা"—
সেই ছেলেই যদি হয় অর্ণবের এক বিকৃত রূপ,
তবে তার সঙ্গে কতোটা সত্য ছিল সেই ভালোবাসার?
আর কতটা ছিল মানসিক কষ্টের প্রতিচ্ছবি?

হঠাৎই মনে পড়ে যায়—
ক্যাফেতে বসে অর্ণবের সেই একটানা তাকিয়ে থাকা,
তার অন্যমনস্ক উত্তর, হঠাৎ চুপ মেরে যাওয়া...
তবে কি তখনই শুরু হয়েছিল ভাঙনের, বিভক্তির,
অথবা 'পরিকল্পিত ভুলে যাওয়ার' গল্প?

তার চিন্তা ছিঁড়ে দেয় এক ফোনকল।
ডিসপ্লেতে নাম নেই।
কল রিসিভ করতেই শুনতে পায় সেই একই গলা—
শূন্যের কণ্ঠ, অর্ণবের মতোই গভীর, কিন্তু আরও বিষণ্ণ।

"আজ রাত ১০টায় পুরোনো সেই বইয়ের দোকানে এসো।
শেষ অধ্যায়ের মুখোমুখি হতে হলে,
তোমার পুরোনো পৃষ্ঠা খুলতে হবে।"

ইশিতা নিঃশ্বাস ফেলে।
সে জানে, আজ রাতই হয়তো সেই মুহূর্ত,
যে মুহূর্তে সে সত্যকে ছুঁয়ে দেখতে পারবে।
ভয় লাগে, তবু যেতে হবে।

রাত ১০টা।
চেনা সেই ধুলো ধরা বইয়ের দোকান।
দোকান বন্ধ, শুধু ভেতরে একটা আলো জ্বলছে।
ইশিতা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।

দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে।

সামনে দাঁড়িয়ে "শূন্য"।
তার চোখে ক্লান্তি, কণ্ঠে অভিমান।
কিন্তু আজ যেন সেই হাসিটা নেই।

"তুমি জানো আমি কে, ইশিতা?"

ইশিতা কোনো কথা বলে না।
তার চোখ জলে টলটল করছে, ঠোঁট কাঁপছে।

"তোমার মস্তিষ্ক যাকে অর্ণব নামে চিনে,
আমার হৃদয় তাকে মুছে ফেলার জন্য নয়—
বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিভক্ত হয়েছিল।"

ইশিতা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়,
তাকে জিজ্ঞেস করে—
"তুমি কেন পালিয়ে গিয়েছিলে?"

"কারণ তুমি সত্যি চেয়েছিলে, আর আমি দিতে পারতাম না।
ভালোবাসা কোনো একক মন থেকে জন্ম নেয় না,
দু'টি বিভ্রান্ত হৃদয়ের সহমর্মিতায় সে পূর্ণতা খোঁজে।"

এক মুহূর্তের নীরবতা।
তারপর শূন্য টেবিলের উপর একটি পুরোনো চিঠি রাখে।

"তোমার কাছে আমার শেষ উপহার।
ভালোবাসা নয়, ভালো থাকার আশীর্বাদ।"

তারপর সে ধীরে ধীরে দোকান থেকে বেরিয়ে যায়।

ইশিতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দরজার দিকে।
অর্নব নয়, শূন্য নয়—
আজ সত্যিকারের মানুষটা হারিয়ে গেল তার জীবন থেকে।

✦বাইশতম (২২তম) অধ্যায় ✦:

"স্মৃতির মরীচিকায় অরণ্যপথ"

রাতের শহর যেন এক ক্লান্ত স্বপ্ন।
নীরব রাস্তাগুলো কেমন অচেনা,
যেখানে প্রতিটি আলো নিভে যাওয়ার পেছনে লুকিয়ে থাকে একেকটি গল্প।
ইশিতা সেই গল্পেরই এক নির্বাক পাঠক হয়ে হাঁটে...
হাঁটে একা, অথচ মনে হয় কারও উপস্থিতি তাকে ঘিরে আছে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে সে পড়ছিল বারবার।
একই বাক্য, একেকবার একেক রকম অনুভব।
"ভালোবাসা নয়, ভালো থাকার আশীর্বাদ।"

এই বাক্য কি আসলে বিদায়?
না কি এক জ্বলন্ত ভালবাসার কবরে অর্পণ করা শেষ পুষ্প?

তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ছোট ছোট দৃশ্য—
অর্ণবের হঠাৎ থেমে যাওয়া হাসি,
শূন্যের গভীর চোখে জমে থাকা কান্না,
এবং তার নিজের ভেতরে ক্রমশ ভেঙে পড়া এক 'ভুলে যাওয়া'র মানচিত্র।

একটা সময় সে নিজেকেই প্রশ্ন করে—
"আমি কি সত্যিই কাউকে ভালোবেসেছিলাম?
নাকি কাউকে আমার অস্তিত্বে বসিয়ে দিয়েছিল MCP?"

হঠাৎ করেই ইশিতার মনে পড়ে যায়—
নিউরোটেক ইনস্টিটিউটে একবার সে হ্যাকিং এর দায়ে অভিযুক্ত হয়।
কিন্তু সে কিছুই মনে করতে পারে না।

এটা কেবল স্মৃতি ভ্রান্তি নয়, বরং এক গভীর ষড়যন্ত্র।

সে ঠিক করে, আর বসে থাকা নয়।

পরদিন সকালে,
ইশিতা পৌঁছে যায় নিউরোটেক ইন্সটিটিউটের পুরোনো রিসার্চ উইংয়ে,
যেখানে কোনোদিন সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না।

হঠাৎ একটা কণ্ঠ শুনতে পায় পেছন থেকে—

"তুমি ঠিক বুঝেছো ইশিতা, এটা একটা প্রোগ্রামড রিমুভাল।"

ইশিতা চমকে তাকায়।
ট্রিশা।
তার সহপাঠী, এবং সেই মেয়েটি...
যাকে MCP ইনস্টিটিউটে সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

**"আমার ভেতরের মানুষটাকে ওরা মুছে দিয়েছিল।
তোমারও মনে হয় অর্ণবকে নয়, এক বিকল্প বাস্তবতায় তৈরি শূন্যকে দিয়েই প্রেমে পড়েছিলে।"**

ইশিতার ভেতর যেন সব কিছু গুছিয়ে যায়, আবার উল্টে যায়।

**"তাহলে আমি কী?
একটা ভ্রান্ত স্মৃতির তৈরি প্রেম?"**

ট্রিশা সামনে এগিয়ে আসে।
তার চোখে যেন এক অনন্ত অভিমান।

**"তুমি এখন জানো না, তুমি আসলে কে।
তোমাকে তোমার আসল স্মৃতি ফিরিয়ে দিতে পারি...
তবে তার জন্য ঝুঁকি নিতে হবে।"**

✦তেইশতম (২৩তম) অধ্যায় ✦:

"মস্তিষ্কের অন্তরাল, হৃদয়ের গহ্বর"

ইশিতা দাঁড়িয়ে ছিল নিউরোটেক ইন্সটিটিউটের অন্ধকার গ্যালারিতে।
দেয়ালের পুরনো পোস্টার, ধূলিময় কম্পিউটার টার্মিনাল,
এবং প্রতিটি কোণে লুকানো অজানা কিছু যেন নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ট্রিশার মুখে এক অদ্ভুত হাসি,
যেটা দেখে বোঝা যায়— সে যেন অনেক কিছু জানে,
আবার অনেক কিছু বলতে ভয় পায়।

ইশিতা বলে ওঠে,
"আমাকে আমার স্মৃতি ফিরিয়ে দাও ট্রিশা। আমি আর ভুলে থাকতে পারবো না।"

ট্রিশা হালকা হেসে বলে,
"স্মৃতি ফিরিয়ে দেওয়া?
তুমি কি জানো, স্মৃতি সব সময় সত্য হয় না?
অনেক সময় আমরা যা ভুলে গেছি, তা ভুলেই থাকার জন্যই ছিল।"

হঠাৎই গ্যালারির এক কোণ থেকে একটি ফাইলে ঠাস করে কিছু পড়ে যায়।
ইশিতা চমকে ওঠে।
হালকা আলোয় দেখে, ওটা একটা পুরনো ডকুমেন্ট— **MCP PROJECT: PHASE BETA**
যেখানে লেখা আছে—
"Subject-14: Rudra – Memory replaced with emotional simulation."

ইশিতার শরীর কেঁপে ওঠে।

রুদ্র...?
তাহলে সেই শূন্যই রুদ্র?
আমার ভালোবাসা কি সত্যিই কোনো এক যান্ত্রিক পরিকল্পনার শিকার?"

তার মাথায় যেন সাইকোলজিকাল শক আছড়ে পড়ে।

"তুমি যে রুদ্রকে চেনো,
সে আসলে নিউরোটেকের এক পরীক্ষামূলক চরিত্র হয়ে গেছে,
তোমার কাছে 'শূন্য' নামে আত্মপ্রকাশ করে।
তোমার স্মৃতিতে তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল,
ঠিক যেমন তার স্মৃতিতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তোমার জায়গায় আমাকে।"

ট্রিশার কণ্ঠে তিক্ততা,
কিন্তু চোখে জল জমে ওঠে।

"আমি রুদ্রকে ভালোবেসে ছিলাম,
আর ওর ভেতরে আমাকেই বসিয়ে দিয়েছিল,
কিন্তু ও তো ভালোবেসে ফেলেছিল তোমাকে..."

এই মুহূর্ত যেন এক কুয়াশাঘেরা বিষণ্নতায় ডুবে যায়।

হঠাৎই গ্যালারির দরজা খোলে।
একজন ছায়ামূর্তি ভেতরে প্রবেশ করে।
চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা, হাতে ধরা একটি স্মার্টগ্লাস।
তার ঠোঁটে এক রহস্যময় হাসি—

"তোমরা অনেকটা এগিয়ে গেছো বুঝি?
কিন্তু যেটা জানো না,
MCP প্রকল্পের ভেতরে একটা 'Omega Protocol' ছিল,
যেটা কাউকে তার অনুভূতি অনুযায়ী নিজের বাস্তবতা নির্ধারণ করাতে পারে।"

ইশিতা তাকিয়ে দেখে—
এই লোকটা হল সেই NeuroTech এর প্রকৃত নির্মাতা— **ড. আয়ান সিদ্দিকী।**

ড. আয়ান তাদের সামনে একটা স্মার্টগ্লাস এগিয়ে দেয়।
"এই গ্লাসে রয়েছে তোমার ও রুদ্রের আসল স্মৃতি।
কিন্তু মনে রেখো, যেটা জানো, সেটা হয়তো আর আগের মতো নিখাদ থাকবে না।"

ট্রিশা পেছনে সরে যায়।
ইশিতা এক পা এগিয়ে এসে গ্লাসটা হাতে নেয়।

কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে—

রুদ্রের সেই হাসি...
তার চা বানানোর অদ্ভুত রেসিপি নিয়ে মজা করা...
যখন সে বলেছিল—
"ডাক্তারবাবু, এক কাপ চা দিলেই রোগী ভালো হয়ে যাবে।"

সে নিজেই হেসে ফেলে।
এক অদ্ভুত প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তটায়।

ঠিক তখনই করিডোরের এক কোণ থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে আসে—
"ইশিতা..."

সবার দৃষ্টি সেদিকে।
একটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসে।

রুদ্র।

✦চব্বিশতম (২৪তম) অধ্যায় ✦:

"স্মৃতির গহ্বরে ছায়ামানব"

রুদ্র দাঁড়িয়ে ছিল নিঃশব্দ করিডোরে, যেন সে নিজেকে খুঁজছে নিজেরই ছায়ার মাঝে।
ছায়াটা শুধু বাহিরে ছিল না, ভিতরেও ছিল—মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে জমে থাকা অস্পষ্ট এক ইতিহাস।

হঠাৎ, ট্রিশার চোখে পড়ে গেল রুদ্রের হাতে ধরা পুরনো সেই লেদার ডায়েরিটি—
যেটা তারা খুঁজে পাচ্ছিল না বহুদিন ধরে।
ডায়েরিটির কিছু অংশ জ্বলসে গেছে, কিছু শব্দ অস্পষ্ট, কিন্তু কিছু লেখা ছিল কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা—
"তুমি ভুলে গেছো আমায়, কিন্তু আমি আজও তোমার হয়ে রইলাম..."

ট্রিশা থমকে গেল।
এই লেখাটা ইশিতার নয়।
এটা... তার নিজের!

রুদ্র ধীরে ধীরে ডায়েরি বন্ধ করল।
তার ঠোঁটে এক টুকরো তির্যক হাসি—যেন একটা ভয়ানক সত্য সে এখন বুঝেছে।

**"তুমি তো আমার স্মৃতিতে ঢুকেছিলে ট্রিশা।
কিন্তু তুমি জানো না—তোমার মিথ্যা আমার মস্তিষ্ককে নয়, আমার আত্মাকে কষ্ট দিয়েছে।"**

ট্রিশার চোখে হঠাৎ ভয়।
সে জানে—রুদ্র এখন আর সেই সহজ-সরল Ornob নয়।
সে এখন সেই মানুষ, যে নিজের আত্মাকে ফিরে পেতে চায়... যে নিজেকে খুঁজে পেতে চায় নিজের ভাঙা ছায়ার মধ্যে।

ইতোমধ্যে ইশিতা স্মার্টগ্লাসটি পরেছে।
তার চোখে ঝলসে উঠছে একটি একের পর এক দৃশ্য—
ছোট্ট এক ছেলেকে বাঁচাতে রুদ্র কীভাবে হাসপাতালের ছাদে উঠে বৃষ্টির মধ্যে ডোনার খুঁজছিল।
ইশিতা ফুঁপিয়ে উঠল—সে ভুলে গেছিল সেই দৃশ্য।

তার চোখে জল গড়িয়ে পড়ে।
সে জানে, সে হারিয়েছে শুধু একজন মানুষকে নয়, হারিয়েছে নিজের আত্মার অংশ।

করিডোরে আলো নিভে যায় এক মুহূর্তে।
সাইরেন বেজে ওঠে।
নিউরোটেক ইন্সটিটিউটে লকডাউন!

রুদ্র ট্রিশার দিকে তাকায়, ঠান্ডা গলায় বলে—
"তুমি আমাকে কাঁদতে শিখিয়েছিলে।
এবার আমি দেখাব কিভাবে চিৎকার করে হাসতে হয়।"

ট্রিশা পিছু হটে।
রুদ্রের চোখে এখন আলো নয়, আগুন।
স্মৃতি ফিরেছে।
সেই পুরনো প্রেম, পুরনো প্রতিশোধ, সব এক হয়ে গেছে তার রক্তে।

✦২৫তম অধ্যায় ✦:

"স্মৃতির ছায়ায় অনাহূত ভালবাসা"

ইশিতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজেকে দেখছিল—
কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না, এই 'নিজে'টা কে?
একটা সময় সে রুদ্রকে ভালোবেসেছিল, আর এখন? এখন কেবল ফাঁকা শ্বাস।

তার ভেতরে ক্রমাগত জেগে উঠছিল এক অদৃশ্য টান—
যেন হৃদয়ের কোথাও কেউ বসে আছে, যার মুখ সে মনে করতে পারে না,
তবে অনুভব করতে পারে স্পষ্টভাবে।

নিউরোটেক ইনস্টিটিউটের একটি গোপন কক্ষে, ডঃ আশফাক মনিটরে চোখ রাখছিল।
তার কণ্ঠ ছিল ঠান্ডা, কিন্তু তীক্ষ্ণ—
"আমরা MCP দিয়ে যা ভুলিয়ে দিয়েছি, তা হৃদয় মনে রাখে।
ভালোবাসা মস্তিষ্কে নয়, হৃদয়ে সংরক্ষিত হয়।"

একজন সহকারী কাঁপা কাঁপা গলায় বলে—
"স্যার, রুদ্রের ব্রেন প্যাটার্নে আগের 'Ornob'-এর ছায়া ফিরে এসেছে।"
আশফাকের ঠোঁটে সূক্ষ্ম এক রহস্যময় হাসি।
"তাই তো চাই... তাকে যত গভীর ভালোবাসা দেওয়া হবে, সে ততই প্রশ্ন করবে—
'কে এই ইশিতা? আর কে এই ট্রিশা?'"

অন্যদিকে, ট্রিশা ধীরে ধীরে ইশিতার জীবনে ঢুকতে শুরু করে।
সে জানত, MCP দিয়ে মুছে ফেলা রুদ্রের স্মৃতির মধ্যে একমাত্র প্রতিস্থাপনযোগ্য জায়গা ছিল—
ভালোবাসা।

ট্রিশা প্রতিটি মুহূর্তে ইশিতার অভাবকে পূরণ করছিল,
একটি নিঃশব্দ ষড়যন্ত্রে সে রুদ্রকে ভালোবাসার অভিনয়ে বেঁধে ফেলছিল,
কিন্তু... অভিনয় অনেক সময় বাস্তবকেও হার মানায়।

রুদ্র মাঝেমধ্যে তাকাত ট্রিশার দিকে—
তার চোখে থাকত একরাশ প্রশ্রয়, কিন্তু অন্তরে ছিল একটানা শূন্যতা।
সে জানত, কারো জন্য তার বুক কেঁপে উঠত—
কিন্তু সেই কেউ কে, আজো জানে না সে।

একদিন ইশিতা হঠাৎ দেখতে পায়—
রুদ্রের আঙুলে এখনও সেই পুরনো ব্যান্ডটা আছে,
যেটা তারা কলেজ ফেস্টে একে অপরকে দিয়েছিল।

তখনই তার বুকের গভীর থেকে উঠে আসে এক স্মৃতি।
এক বিকেলে রুদ্র বলেছিল—
"ভালোবাসা যদি হারিয়ে যায়, তবে মনে রেখো, আমি তো তোমায় খুঁজবই।
এই পৃথিবী না থাকলেও খুঁজব।"

ইশিতা আর সহ্য করতে পারে না।
তার হৃদয় এতদিন নিঃশব্দ ছিল, আজ যেন বিস্ফোরণ ঘটায়—
সে ছুটে যায় নিউরোটেক ইনস্টিটিউটের সেই সিকিউরিটি রুমে।
ডেটা সার্ভার থেকে একে একে বের করে আনে রুদ্রের স্মৃতির রেকর্ড।

আর তখনই সে দেখে—

ট্রিশা ছিল MCP প্রোজেক্টের অন্যতম পরিকল্পক।
সে-ই ছিল সেই মহিলা, যিনি ইশিতার মুখ মুছে দিয়ে রুদ্রের স্মৃতিতে নিজের ছায়া বসিয়েছিল।

ইশিতার মুখে হিমশীতল হাসি।
তার হৃদয়ে এখন আর শুধু প্রেম নেই—
আছে যুদ্ধ।
সে জানে, রুদ্রকে সে ফিরে পেতে চায় না শুধু প্রেমের জন্য...
সে ফিরে পেতে চায় *নিজেকে*।

✦অধ্যায় ২৬✦:

ছায়ারা যখন কথা বলে

ভোরের আলো এখনও পুরোপুরি নামেনি। জানালার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া মৃদু আলোয় রুদ্রের চোখজোড়া ধীরে ধীরে খুলে যায়। কিন্তু তার মন জেগে ছিল বহু আগে থেকেই। ঘুমে ছিল শরীর, কিন্তু মগজটা ছিল উত্তাল সমুদ্রে নোঙরহীন এক নৌকার মতো—ভাসমান, অস্থির, আর প্রশ্নে ভরা।

"তৃষা..."—নামটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

গতরাতের সেই কথা—"তুমি আসল রুদ্র নও, তুমি এখনো MCP-র প্রোগ্রামে বাঁধা এক সংস্করণ..." এই বাক্যটা যেন তার সমস্ত স্নায়ুকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল। তবে কি সে নিজেও একটি মানসিক অভ্যন্তরীণ প্রোগ্রামে আবদ্ধ? তবে কি তার স্মৃতি, তার ভালোবাসা—সবকিছু কৃত্রিম?

রুদ্রের ভেতরে এক বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে।
ভালবাসার প্রতি, সত্যের প্রতি, ঈশিতার প্রতি তার দায়বদ্ধতা যেন আজ আরও গাঢ়, আরও শক্তিশালী।

📌 **একদিকে:** তৃষা এখনো রহস্যের পাকে বাঁধা।
📌 **অন্যদিকে:** ঈশিতার মুখটা বারবার ঝাপসা স্মৃতির ধোঁয়ায় ফুটে উঠছে—কিন্তু তাতে নেই কোনো উষ্ণতা, নেই সেই চিরচেনা কোমলতা। কেমন যেন কৃত্রিম।

রুদ্র আয়নার সামনে দাঁড়ায়। নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে,
"তুমি কে?"
আয়নার ছায়া কোনো উত্তর দেয় না, শুধু নিঃশব্দে বলে—"যাকে তুমি খুঁজছো, সে এখনও তোমার ভেতরেই ঘুমিয়ে আছে।"

🧠 **মস্তিষ্কের অন্ধকার কোণে...**
রুদ্র নিজের রুমে বসে পুরনো ফাইল ঘাঁটতে শুরু করে। সে জানে, MCP প্রকল্পের একটি গোপন অংশ ছিল—**সাবজেক্ট সোয়াপিং**, যেখানে এক ব্যক্তির স্মৃতির জায়গায় অন্যের উপস্থিতি সংযোজন করা হয়।
তার মানে সে যে প্রেম করছিল, যে সম্পর্ককে সত্যি ভেবেছিল—তা হয়তো ছিল প্রোগ্রামড!

📂 সে খুলে ফেলে NeuroTech-এর পুরনো ব্যাকআপ ডেটা, যা সে একসময় হ্যাক করে রেখে দিয়েছিল।

ফোল্ডারটির নাম ছিল: `Trisha_Override.log`
ফাইল খুলতেই কম্পিউটারে উঠে এল তৃষার একটি ভয়েস নোট—

🎙️ *"এই মেমোরি যদি সে খুঁজে পায়, তাহলে জেনে রাখুক—আমি তাকে ভালোবেসেছিলাম না। আমি শুধু চেয়েছিলাম MCP প্রজেক্ট সফল হোক। তবে একদিন আমি নিজেও অনুভব করব, কী ভয়ানক এক প্রেম ছিল এটা—যেখানে আমার নিজের অস্তিত্বও ছিল কৃত্রিম।"*

রুদ্রের হৃদয়ে যেন কেউ একটা পেরেক ঠুকে দিল।

🕯️ মনস্তত্ত্বের গহ্বরে নামা শুরু করল রুদ্র।

সে বুঝতে পারল, তৃষা শুধু একজন প্রেমিকা ছিল না। সে ছিল MCP-র গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী, একধরনের 'এমোশনাল ট্রিগার'। তার কাজ ছিল মিথ্যা ভালোবাসার মাধ্যমে রুদ্রের স্মৃতিকে বিকৃত করে নতুন চরিত্র বসানো।
সে বুঝতে পারল, নিজের মস্তিষ্কে implanted প্রেম তাকে ভুলভাবে ঈশিতাকে ভুলে যেতে বাধ্য করেছিল।

📌 কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায়—**ঈশিতাও কি সত্যিই ভালোবাসত তাকে? নাকি তার স্মৃতিও বিকৃত হয়েছিল?**

🎭 বিরহের ছায়া ও বাস্তবতার ঘ্রাণ

রুদ্র জানে, সামনে যেটাই থাকুক—তাকে একাই হাঁটতে হবে। কারো উপর ভরসা করা যাবে না। সে জানে না তৃষা এখন কোথায়, বা ঈশিতা কেমন আছে।
কিন্তু এক জিনিস সে জানে—এই খেলায় সে নিজেই নিজের নিয়তি গড়বে।

তার চোখে তখন একটিই লক্ষ্য—সত্য উদঘাটন। প্রেম ফিরিয়ে আনার নয়, বরং নিজেকে ফিরে পাওয়ার যুদ্ধ।

🔚 অধ্যায় শেষের বাক্য:

"আমার নাম রুদ্র। আমি আর কোনো প্রোগ্রামের অংশ নই। আমি শুধু সেই পুরোনো রুদ্র—যে ভালোবেসেছিল, হারিয়েছিল, আর এখন খুঁজে চলেছে নিজের অস্তিত্বকে—এক নির্জন অন্ধকারের মধ্যে আলোর মতন।"

✦ অধ্যায় ২৭ ✦:

"মুখোশের আড়ালের মুখ"

রুদ্রর সামনে বসে আছে তৃষা।
চোখ দুটো অদ্ভুত শীতল। ঠোঁটে এক বিন্দু হাসি।
এই হাসিটা ভয়ংকর, কারণ এর পেছনে রয়েছে এমন এক সত্য, যা রুদ্রর অতীত, বর্তমান, এমনকি ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বদলে দিতে পারে।

— "তুমি ভাবছো আমি তোমার পাশে ছিলাম ভালোবাসা নিয়ে, তাই তো?"
তৃষার গলা যেন ঝর্ণার মতো মসৃণ, অথচ কাঁচি চালানোর মতো ধারালো।

রুদ্র চুপ। ভেতরে ঝড়।

— "আমি ছিলাম MCP-এর অংশ, রুদ্র। তুমি ছিলে আমাদের পরীক্ষাগার।"

রুদ্রর কাঁপা ঠোঁটে ভেঙে পড়ল প্রশ্ন, "তুমি কী বলছো, তৃষা?"

— "তুমি জানো না, কিন্তু তুমি 'রুদ্র' নও। তুমি ছিলে 'অর্ণব'। ওদের কথামতো আমরা তোমার পরিচয় বদলে দিয়েছি... ঠিক যেমন ইশিতার স্মৃতি থেকে তোমাকে মুছে দিয়েছিলাম।"

রুদ্রর চোখ বড় হয়ে উঠল। মাথার ভেতর একসঙ্গে হাজারটা ঘন্টা বাজল।
ছোট ছোট স্মৃতি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মন-মগজে।
একটা ছবি—ইশিতার চোখে পানি...
একটা শব্দ—"অর্ণব!"
আরেকটা স্মৃতি—সে নিজেই আয়নার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছে, "আমি কে?"

রুদ্র মাথা নিচু করে বসে পড়ে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।
এই পৃথিবীটা যেন হঠাৎ করে এলোমেলো হয়ে গেছে।

— "তুমি কি জানো, ইশিতার স্নায়ুতে এমন একটা চিপ বসানো হয়েছিল, যার মাধ্যমে প্রতিটা মেমোরি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলাম?"
তৃষার গলায় কোনো অনুশোচনা নেই। শুধু বিজ্ঞানীর আত্মতৃপ্তি।

— "আর তুমি? তুমি ছিলে মূল বিষয়। ইশিতাকে ভুলে যাও, MCP-এর বাস্তবতা ভুলে যাও, সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখো—এই ছিল তোমার প্রোগ্রাম। কিন্তু ভালোবাসা একটা কোড নয়, রুদ্র। MCP জানে না—ভালোবাসা মরার নয়।"

রুদ্র চিৎকার করে ওঠে না।
সে শুধু ফিসফিস করে বলে,
"ইশিতা কি কখনও আমাকে ভালোবাসত, তৃষা?"
তৃষা চুপ।
তার চোখের এক কোণে পানি জমে,
"ভালোবাসা বলে কিছু থাকলে, ইশিতা শুধু তোমাকেই ভালোবাসত... আজও ভালোবাসে। কিন্তু সে আজ আর জানেই না তুমি কে।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দতা।
তারপর রুদ্র ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।
তার চোখে আগুন। মুখে স্থিরতা।

— "আমি সব ফিরিয়ে আনব। আমার পরিচয়, আমার ভালোবাসা... ইশিতা। তুমি বা তোমাদের MCP পারবে না আমার হৃদয় মুছে দিতে।"

তৃষা এবার সত্যিই কেঁপে ওঠে।
এই রুদ্র আগের রুদ্র নয়।
এ যেন সেই অর্ণব, যে তার ভালোবাসার জন্য গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যেতে পারে।

চাপা স্বরে বলে,
— "রুদ্র... ক্ষমা করো... আমি ভালোবেসেছিলাম তোমায়। শুধু ভুল পথে..."

রুদ্র একবারও ফিরে তাকায় না।

তার পেছনে পড়ে থাকে মুখোশ খুলে ফেলা এক নারী—তৃষা,
আর সামনে এগিয়ে যায় এক প্রেমিক—এক যোদ্ধা—রুদ্র।

✦ অধ্যায় ২৮✦:
"স্মৃতির ল্যাবরেটরিতে একা একজন প্রেমিক"

রুদ্র এখন আর কেবল একটি প্রেমিক নয়।
সে হয়ে উঠেছে এক যোদ্ধা।
ভালোবাসাকে ফিরিয়ে আনার, সত্যকে উন্মোচন করার একমাত্র উদ্দেশ্যে সে পা রেখেছে সেই অন্ধকার জায়গাটিতে—**NeuroTech Institute**-এর গোপন গবেষণাগারে, যেখানে সবকিছু শুরু হয়েছিল।
আর এখানেই শেষ হবে—অন্তত তার বিশ্বাস।

ঘড়ির কাঁটা তখন রাত ৩টা ছুঁই ছুঁই।
পুরো বিল্ডিং নিস্তব্ধ।
হাতে থাকা ডিভাইসের স্ক্রিনে ভেসে উঠছে একটিমাত্র নাম — **MCP Mainframe Room**।

রুদ্রর বুক ধুকপুক করে। কিন্তু চোখে ভয় নেই।
কারণ ভয় পায় তারা, যারা হারাতে চায় না।
রুদ্র যা হারিয়েছে, তার চেয়ে বড় ক্ষতি আর কিছু হতে পারে না।

সে যখন দরজায় পৌঁছাল, তখন ভেতর থেকে এক অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল।
মনে হল, যেন মানুষের কান্না।

ভেতরে ঢুকে সে যা দেখল, তাতে বুক কেঁপে উঠল।
একটি বিশাল মনিটরের সামনে একটি মেয়ে বসে আছে।
চুল এলোমেলো। চোখ লাল।
সে মেয়েটি আর কেউ নয় — **ইশিতা**।

কিন্তু সে যেন নিজেকেই চিনতে পারছে না।

মনিটরের পর্দায় ফুটে উঠছে স্মৃতির দৃশ্য—
রুদ্র-ইশিতার একসঙ্গে হাসপাতালের ক্যান্টিনে কফি খাওয়ার দৃশ্য,
ছোটবেলায় নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি করা,
একটা রোগীর পাশে বসে রুদ্রর হাতে হাত রাখার মুহূর্ত...

ইশিতা চুপচাপ সেসব দেখছে।
চোখের পানি গড়িয়ে গাল ভিজিয়ে দিচ্ছে।
সে জানে না—কেন তার মনে হচ্ছে এই ছেলেটাকে সে ভালোবাসত!

ঠিক তখনই, পেছন থেকে রুদ্র ধীরে ধীরে বলে ওঠে,
— "তুমি যদি মনে রাখতে না পারো, তবু আমার হৃদয় তোমাকে ভুলেনি, ইশিতা।"

ইশিতা ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ায়।
চোখে অন্ধকার। মুখে একটাই প্রশ্ন—
— "তুমি কে?"

রুদ্রর মুখে হাসি। চোখে অশ্রু।
সে এগিয়ে আসে, আর ইশিতার হাতে একটুকরো পেনড্রাইভ তুলে দেয়।
— "তোমার সত্যিটা এর ভেতরেই। তুমি যদি জানতে চাও, তাহলে সত্য উন্মোচিত হবে। কিন্তু যদি ভয় পাও—তবে সব ভুলে যেও আমাকে, ইশিতা। আমি তোমার কাছে স্মৃতি হয়ে থাকতে চাই... বোঝা হয়ে নয়।"

ইশিতা কাঁপছে। পেনড্রাইভটা ধরে আছে, যেন সেটা তার জীবন।

এক মুহূর্ত, দুই মুহূর্ত...
তারপর সে চুপচাপ বসে পড়ে সেই মনিটরের সামনে।
পেনড্রাইভ ঢুকিয়ে দেয়।
একটি নতুন ফোল্ডার খুলে যায়—
"TRUTH_ISHITA"

সেখানে আছে রুদ্রের লেখা এক চিঠি।

"তোমার নাম ইশিতা। তুমি ছিলে একজন ডাক্তার, একজন যুদ্ধযাত্রী, আর আমার হৃদয়ের মালিক। তুমি ভুলে গেছো আমাকে, কিন্তু আমি প্রতিটি নিঃশ্বাসে তোমাকে ধরে রেখেছি। আমার অস্তিত্ব, আমার ভালোবাসা—সবই তুমি। তুমি যদি এসব পড়ে বিশ্বাস না করো, তাহলে চলে যেও। কিন্তু যদি একটিবার মনে হয়—এই অর্ণব তোমার কেউ ছিল...
তাহলে ফিরে এসো।"

ইশিতা চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।
রুদ্র চুপচাপ বেরিয়ে আসে রুম থেকে।
সে জানে, সে যদি থেকেও যায়, সিদ্ধান্ত ইশিতার।

কিন্তু হঠাৎ...
পেছন থেকে এক মিষ্টি স্বর—
— "অর্ণব..."

রুদ্র থমকে যায়।

চোখে পানি। মুখে অশ্রুসিক্ত হাসি।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই...
একটা গুলি শব্দ।

একটা আলোর ঝলকানি।
আর একটা অন্ধকার।

রুদ্র ধপ করে পড়ে যায় মাটিতে।
ইশিতার মুখে আতঙ্ক। চোখে মৃত্যু।

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে তৃষা।
তার হাতে গুলি করা পিস্তল।

— "ক্ষমা করো, অর্ণব। তুমি ফিরে পেতে পারো না তোমার ভালোবাসা। MCP কাউকে পালাতে দেয় না।"

✦অধ্যায় ২৯ ✦:

"ভালোবাসার ছলনা আর স্মৃতির অন্ধকার"

রুদ্রের বুক ধুকে ধুকে ব্যথা করছে,
মাটিতে পড়ে থাকা শরীর থেকে রক্ত ঝরছে অঝোরে।
তৃষার গুলির আঘাতে সে হারাতে বসেছে সব কিছু—
তবু মনে একটাই কথা বাজছে, একটাই আশা জ্বলছে,
"ইশিতা, তোমাকে ফেরত পেতে হবে।"

ইশিতা তৃষার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে,
তার চোখে ভয়, আর এক বিন্দু বিশ্বাস হারানোর তীব্র বেদনা।
কিন্তু তৃষার চোখে লুকানো আছে গভীর রাগ আর এক ভয়ানক গোপন কথা।

— "তৃষা, তুমি কেন এমন করছ? রুদ্র আমাদের বন্ধু, তাকে বাঁচাতে হবে।"

ইশিতা কথা বলার চেষ্টা করল,
কিন্তু তৃষার হেসে ওঠা থামালো তার ভাষা।
— "বন্ধু? ওর স্মৃতি মুছে ফেলা আমার দায়িত্ব। MCP প্রকল্পের অংশ হিসেবে, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ যাতে আমাদের গোপন প্রকল্পের সত্য জানতে না পারে।"

রুদ্রের রক্ত ঝরছে,
তার মনেও চিন্তার এক ঝড় বইছে—
কি হল, কারা আসলই শত্রু?

একদিকে রয়েছে ইশিতা,
যার স্মৃতি হারিয়েছে, যার হৃদয়ে রুদ্র এখনও বসবাস করে,
অন্যদিকে তৃষা, যার চোখে এক অদ্ভুত অন্ধকার, এক রহস্যময় পরিকল্পনা।

রুদ্ধশ্বাস এই মুহূর্তে,
রুদ্র নিজেকে জোর করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল,
তার হাত কেঁপে কেঁপে তৃষার দিকে এগিয়ে গেল।
— "তৃষা, তোমার সত্যি কথা বলো... আমাদের ভুল বুঝেছো?"

তৃষা একটু পিছিয়ে গেল,
তার কন্ঠ ভেসে উঠল সঙ্কোচ আর বিষাদের মিশেলে—
— "আমার জীবনই তো একটি পরীক্ষা... MCP প্রকল্পের জন্য আমি আমার নিজের অনুভূতিও বিক্রি করেছি।"

ইশিতা বিস্ময়ে চোখ বড় করে তাকালো,
— "তুমি... তুমি কী বলছো?"

তৃষা চোখের কোণে এক ফোটা জল গড়িয়ে দিল,
— "আমার ভালোবাসাও MCP-র শিকার। আমি তোমাদের ভালোবাসার গোপন অস্ত্র, কিন্তু নিজেও বন্দি।"

তখনই হঠাৎ এলেকট্রিক লাইট পলক দিয়ে নিভে গেল,
ঘরের চারপাশ অন্ধকারে ডুবে গেল।
সাসপেন্স বাড়ছে,
রুদ্ধশ্বাস এই সময়—
বাহির থেকে আসছে ধীরে ধীরে পা ধাপের শব্দ।
কেউ আসছে...

রুদ্র, ইশিতা আর তৃষা একে অপরকে দেখে,
মনে করছে যে এই অন্ধকারের মাঝেও তারা একা নয়—
কারণ ভালোবাসার শক্তি রয়ে গেছে তাদের অন্তরে।

✦অধ্যায় ৩০ ✦:

"স্মৃতির ঝড়ে প্রেমের বাতাস" শুরু করি"

রাত্রির অন্ধকারের মাঝে,
রুদ্রের হৃদয়ে স্মৃতির ঝড় ওঠে—
ইশিতার হাসি, তার নরম ছোঁয়া,
সবকিছু যেন সিসের মতো ভেঙে পড়ছে মনে।

তৃষার চোখে অশ্রু,
কিন্তু মুখে রেখেছে অদম্য সংকল্পের ছাপ।
— "আমরা সবাই বন্দি, রুদ্র। MCP প্রকল্প শুধু আমাদের স্মৃতি মুছে ফেলে না, আমাদের ভালোবাসার ইতিহাসকেও মুছে দেয়।"

রুদ্র ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে,
— "তৃষা, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো—আমরা এই অন্ধকার থেকে বের হবো। ইশিতার স্মৃতি ফিরে আসবে, ভালোবাসা জয় করবে।"

ইশিতার মনে ঝলমল করে এক ভোরের আলো,
যেখানে রুদ্রের হাত ধরে তারা একসঙ্গে হাঁটছে ফুলের গন্ধে।
তবু তার স্মৃতির ঘর এখন ধুলোয়ের বালিতে ঢাকা।

তৃষা হেসে বলল,
— "রুদ্ধশ্বাস এই রাতেও, একটু হাসি তো দরকার। তুমি কি জানো, রুদ্র, MCP প্রকল্পের অফিসে কারো ফোন ভুলে গিয়ে লাইন রিং করছিল? আর ওখানে সবাই চিৎকার করে বলছিল—'কেউ কি তোমাকে ভালোবাসে?'"

রুদ্র হেসে উঠল,
মুহূর্তের জন্য তার বেদনা ভুলে গিয়েছিল।
— "তৃষা, তুমি সত্যিই মজার মানুষ।"

সেই হাসিটা ভাঙতে দিল না ইশিতা,
তার হৃদয়ের গভীরে সেই হাসি ছিল এক অনির্বচনীয় ঔষধ।

তারা তিনজন এখন এক অন্য যুদ্ধে,
যুদ্ধ যা স্মৃতি, ভালোবাসা আর বিশ্বাসের।
তৃষার গোপন রহস্য আর MCP প্রকল্পের অন্ধকার
তাদের সামনে এক বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে।

তবু প্রত্যেকের মনের গভীরে,
একটা আশা জেগে থাকে—
"ভালোবাসা সব সময় জিতে যায়।"

✦অধ্যায় ৩১ শুরু করা যাক ✦:

— "মনের মায়াজালে বাঁধা ভালোবাসা"।

রুদ্রের মন এখন এক অজানা অস্থিরতায় ভরা,
মনে প্রশ্ন জাগে—কেন ইশিতার স্মৃতি মুছে গেল?
কেন MCP প্রকল্প তাদের ভালোবাসার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো?
তৃষার কথা বার বার গুঞ্জরিত হয় তার কানে—"আমরা বন্দি।"

ইশিতার চোখে ঝরে পড়ে অদৃশ্য বেদনার কণা,
যা তার মনের গভীর থেকে উঠে আসে।
রুদ্রের পাশে বসে সে চুপচাপ,
তবে চোখে আঘাত লাগানো ভালোবাসার ভাষা।

তৃষা এক অন্যরকম হাসি দিয়ে বলল,
— "রুদ্র, এই যুদ্ধ শুধু স্মৃতির নয়,
এটা মন ও আত্মার লড়াই।"

রুদ্র এক মুহূর্ত থেমে গেল,
তার মন খুঁড়ে পেল একটি গোপন সত্য।
MCP প্রকল্পের নিচে লুকিয়ে ছিল একটি বড় ষড়যন্ত্র,
যা ভেঙে দিতে পারে তার পৃথিবী।

রুদ্রের মনে বেজে ওঠে নতুন এক সঙ্গীত,
যেখানে প্রেম, বিশ্বাস আর থ্রিলারের সুর মিলিত।
তৃষার জোকস আর হাসির মাঝে
রুদ্র খুঁজে পায় জীবনের মিষ্টি ঝিলিক।

তাদের তিনজন এখন এক অদ্ভুত খেলায়,
যেখানে ভালোবাসা জিততেই হবে।
বিরহের আঁধারে তারা খুঁজে নেয় এক নতুন ভোরের আলো,
যা দেবে মুক্তির বার্তা।

✦অধ্যায় ৩২✦:

"মনের গহীনে খেলা"

রুদ্রের হৃদয়ের ভিতর বয়ে যাচ্ছিল এক অদ্ভুত উন্মাদনা।
প্রেমের বাঁধন, বিশ্বাসের খেলা আর MCP এর রহস্য যেন এক ঝলক দেখাচ্ছিল মনের অন্তরালে।
তৃষার চোখে সেই গভীর গোপন কথা লুকিয়ে ছিল, যা রুদ্র বুঝতে পারছিল না, কিন্তু অনুভব করছিল।
"আমাদের ভালোবাসা কি সত্যিই কেবল স্মৃতির ওপর নির্ভর করে?"
রুদ্রের প্রশ্ন বেজে উঠল তার নিজের মনে।

ইশিতা, যদিও তার স্মৃতি হারিয়েছে,
তবুও মন থেকে কেটে যায়নি তার ভালোলাগার সেই অমলিন রেখা।
রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির মাঝে হাসির ফোয়ারা ছুটে আসে,
যা রুদ্র ও তৃষার মাঝে একটু স্বস্তি এনে দেয়।
"তুমি তো জানো, হাসি কখনো কখনো বেদনার সবচেয়ে বড় ওষুধ," তৃষা বলল জোরে।

রহস্যের পর্দা উঠতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে,
প্রতিটি তথ্য যেন নতুন এক ধাঁধা।
MCP প্রকল্পের অন্তরালে লুকিয়ে ছিল মনস্তাত্ত্বিক শোষণ,
যা মানুষের ভালোবাসাকে নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার করে।

রুদ্র একা নয়, তার সঙ্গে ছিল তৃষা,
যিনি MCP এর জটিল পরিকল্পনার একটি অংশ, কিন্তু একইসঙ্গে একটা বড় ভেতরের দুঃখ নিয়ে।
তৃষার গোপনীয়তা ও তার অতীতের ছায়া প্রতিটি দিন রুদ্রকে কাঁপিয়ে তুলছিল,
এমনকি ভালোবাসার মাঝে ছিল তীক্ষ্ণ সন্দেহের ছায়া।

তাদের সম্পর্কের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল একেকটা গহীন যাত্রা,
যেখানে প্রেম আর বিশ্বাসের মাঝে ফাঁদ পেতেছে প্রতারণা আর সন্দেহ।
তৃষার হাসি, রুদ্রের চোখে এক নিঃশব্দ অনুরোধ,
এ যেন সময়ের এক মায়াবী খেলা,
যেখানে প্রেমের বিজয় ছিল অধরাই।

রুদ্ধশ্বাস সেই রাত,
রুদ্র তার স্মৃতির অন্তরালে ডুব দেয়,
ভালোবাসার গহীন অতীতে ফিরে যেতে চায়।
তৃষা তার পাশে বসে চুপচাপ,
একটু হাসি ফোটাল—"এটাই জীবন, রুদ্র। এক মায়াজালে বাঁধা ভালোবাসা।"

বিরহের গন্ধ যেন চারপাশে ঘুরে,
তাদের ভালোবাসা ছিল একটি রহস্যময়ী গল্প,
যা শেষ হতে চায় না,
কিন্তু কখনো কখনো বন্ধনেই গড়ে উঠে ব্যথা।

✦অধ্যায় ৩৩✦:

"স্মৃতির প্রতিচ্ছবি"

রুদ্র জানত—স্মৃতি মুছে গেলেও হৃদয়ের গভীরে কিছু চিহ্ন থেকে যায়।
ইশিতার চোখে ছিল না তার জন্য কোনও স্বীকৃতি,
তবুও... সেই চুপচাপ তাকিয়ে থাকাটা, অজান্তেই মন ছুঁয়ে যাওয়া—
এসব কিছুই কি নিছক কাকতালীয়?

"যে স্মৃতি হারিয়ে গেছে, তার ছায়াও কি হারিয়ে যায়?"
রুদ্র নিজেকেই প্রশ্ন করে। উত্তর দেয় নি কেউ,
তবে ইশিতার নিরবতা যেন অজানা উত্তরের ইঙ্গিত।

রহস্য জমতে শুরু করেছে আরও গভীরে।
তৃষা, যার উপস্থিতি একদিকে আরাম, অন্যদিকে শঙ্কা।
সে কি শুধু বন্ধু, নাকি MCP প্রকল্পের অভ্যন্তরের কেউ—
যে রুদ্রকে এক নতুন বাস্তবতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে?

এক রাতে রুদ্র আর তৃষা একসাথে ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল।
আকাশে তারা কম, কিন্তু বাতাসে ছিল উত্তাপ।
তৃষা হঠাৎ বলে ফেলল—
"তোমার স্মৃতি বদলানো হয়েছিল দ্বিতীয়বার। শুধু ইশিতাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়নি,
তোমার মধ্যে ইশিতার জায়গায় আমাকে বসানো হয়েছিল।"

রুদ্র স্তব্ধ।
এক পলকে সব হিসেব উল্টে গেল।
সে কি তবে ভালোবাসছিল, নাকি কোনো কৃত্রিম অনুভবের ফাঁদে জড়িয়ে ছিল?

তৃষার চোখে জল।
"আমি জানতাম সব... তবু চুপ ছিলাম। তোমার ভালোবাসা পাওয়ার লোভে নয়...
তোমার ভালোবাসা ফেরানোর আশায়।"
তার কণ্ঠে ছিল ভাঙা সুর,
তবুও ভয়ানক সত্যের শব্দ।

রুদ্র এবার বুঝল—এই ভালোবাসার গল্পটা কেবল তাদের দুইজনের নয়।
এই গল্পে তৃতীয় কেউ আছে,

আছে মস্তিষ্কের ভেতরে হস্তক্ষেপ করা এক অদৃশ্য শক্তি,
যা স্মৃতিকে নয়, মানুষের আত্মাকে রূপান্তর করছে।

তৃষার ছায়া মিশে যাচ্ছিল অন্ধকারে,
কিন্তু তার ফেলে যাওয়া কথাগুলো রুদ্রের বুকের ভেতর আগুন ধরিয়ে দিল।

"স্মৃতি মুছে ফেললেও হৃদয়ের ভাষা তো মুছে ফেলা যায় না, তাই না রুদ্র?"
সে জিজ্ঞেস করেছিল চলে যাবার আগে।

রুদ্র তাকিয়ে থাকে দূরে...
আর তার হৃদয়ের ভেতর স্পষ্ট শোনা যায় এক গভীর ফিসফিসানি—
"ভালোবাসা কখনো মুছে যায় না,
তাকে শুধু ভুলে থাকার অভিনয় করতে হয়।"

✦ অধ্যায় ৩৪ ✦:

"অপরিচিত চেনা মুখ"

রাত্রি যখন নিঃশব্দ হয়, তখন মনের কোলাহলটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
রুদ্র সেই নীরব রাতের ভিতর বসে ছিল নিজের ভাঙা আত্মার পাশে।
তৃষা চলে যাওয়ার পর তার চারপাশটা যেন আরও বেশি কৃত্রিম লাগছিল।
ঘরের প্রতিটা দেয়াল, জানালা, বাতাস—সব যেন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছিল।

"তাহলে আমি কে?"
"আমি কি সত্যিই ভালোবাসতাম, নাকি আমায় ভালোবাসা শেখানো হয়েছিল?"

ঘুম আসে না। শুধু একের পর এক দৃশ্য মাথায় ঘুরে বেড়ায়।
ইশিতার সেই একপলকের চাহনি,
তার হালকা হাসি,
তার হাতের উষ্ণতা...
কিন্তু এখন সেসব শুধু স্মৃতির মতো নয়,
বরং যেন এক অচেনা গল্পের পৃষ্ঠা—যেখানে নিজের নাম লেখা,
তবু নিজের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায় না।

হঠাৎ করেই রুদ্রের মুঠোফোনে একটা অজানা নাম্বার থেকে মেসেজ আসে—
"তোমার মনে যা নেই, সেটাই সবচেয়ে সত্যি। নীচের লিঙ্কে ক্লিক করো। সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে..."

রুদ্র কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে স্ক্রিনের দিকে।
একটা মুহূর্তে বিশ্বাস করতে মন চায়, আরেকটা মুহূর্তে ভয় করে—
এটা MCP-এর নতুন কোন ছল তো নয়?

তবু, সে ক্লিক করে।
দরজা একবার খুললে, পেছনে ফেরা সম্ভব নয়।
একটি ভিডিও খুলে যায়।

ভিডিওতে দেখা যায়—
এক অন্ধকার ঘরে, এক কাচঘেরা কক্ষে বসে আছে ইশিতা।
তার মুখভর্তি যন্ত্রণা।
কিন্তু চোখে ছিল না কোন অভিমান—
ছিল শুধু একটি নাম...
"রুদ্র..."

সে কাঁপা গলায় বলছে,
"আমার মস্তিষ্কে যা ঢুকিয়েছে তারা, তা হৃদয় থেকে সরাতে পারেনি রুদ্র।
তুমি হারাওনি... আমিই ভুলে গেছি। কিন্তু এখন আমি তোমার নাম মনে রাখতে চাই,
নিজেকে নয়, তোমাকে বিশ্বাস করতে চাই..."

ভিডিও হঠাৎ থেমে যায়।
রুদ্র বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।
এই প্রথমবার সে অনুভব করে—ভালোবাসা শুধু কাছে থাকলেই টিকে থাকে না,
ভালোবাসা কখনো কখনো সমস্ত অন্ধকার পার হয়ে ফিরেও আসে।

কিন্তু কে পাঠালো ভিডিওটা?
এটা কি MCP-এর ফাঁদ? নাকি অন্য কেউ আছে এই লড়াইয়ের পেছনে?

রুদ্র এবার জানে, সময় এসেছে পাল্টে দেবার।
শুধু নিজের নয়, ইশিতারও।
সে আর কোন কৃত্রিম স্মৃতির ভিখারী হবে না।
সে তার নিজের গল্প লিখবে—যেখানে ভালোবাসা থাকবে,
থাকবে হারিয়ে ফেলা মানুষদের ফিরে পাওয়ার যুদ্ধ।

আর সেই যুদ্ধে... প্রথম পদক্ষেপ, **নিজেকে খুঁজে পাওয়া।**

✦ অধ্যায় ৩৫ ✦ :

"স্মৃতির ছায়ায় ছায়া হয়ে থাকা"

রাতটা যেন নিঃশেষিত হয়ে যেতে চাইছিল,
কিন্তু রুদ্রর ভিতরে আলো-অন্ধকারের একটা যুদ্ধ চলছিল।

ভিডিওটা তার মনকে তোলপাড় করে দিয়েছে।
ইশিতা—যার মুখ সে ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছিল,
তারই চোখে এখন সে নিজের হারিয়ে যাওয়া সত্তা দেখতে পাচ্ছে।

কিন্তু কে পাঠালো ভিডিওটা?
Trisha?

না... Trisha এই ভিডিও পাঠাবে না।
তবে কি Trisha-ই এখন বিপদ?

সে মনে করতে চেষ্টা করে আগের Ornob কে—
যে হাসত, দৌড়াত, প্রেমে পড়ত, ঝগড়া করত,
আর একজনকেই চুপিচুপি ভালোবাসত—ইশিতা।

Trisha তখনও ছিল, তবে সে ছিল ছায়া।
তবু, ছায়ার ভেতর থেকেও যদি কেউ আলো চুরি করে নেয়,
তাহলে সেই ছায়াই কি একদিন আগুনে পরিণত হয় না?

Trisha হঠাৎই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে।
চোখে ক্লান্তি, কিন্তু ঠোঁটে অদ্ভুত এক স্থিরতা।

"তুমি কি আবার তাকে খুঁজে পেতে চাও?"
— Trisha জিজ্ঞেস করে।

রুদ্র চমকে ওঠে।

"তুমি... জানো?"

Trisha কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে,
"আমি MCP প্রজেক্টের সদস্য ছিলাম, রুদ্র।
তোমার স্মৃতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে আমি ছিলাম।

তোমার ভালোবাসা, তোমার কান্না, সব জেনে... আমি চুপ ছিলাম।
কারণ... আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম। নিজের মতো করে।"

একটা মুহূর্তে ঘরটা বোবা হয়ে যায়।

Trisha আবার বলে,
"তুমি Ornob ছিলে—যার হৃদয় শুধু ইশিতার জন্য ধুকধুক করত।
কিন্তু এখন তুমি সেই রুদ্র—যার ভেতরে দুই চরিত্রের দ্বন্দ্ব।
তুমি জানো না তুমি কে।
আর আমি জানি, তুমি আর আমার হবে না।"

রুদ্রের গলায় তীক্ষ্ণতা,
"তুমি তাহলে আমার জীবনটাকে একটা এক্সপেরিমেন্ট বানালে Trisha?"

Trisha মুখ ঘুরিয়ে নেয়।
তার চোখে জল।

"ভালোবাসা সব সময় গ্রহণ নয়, রুদ্র।
অনেক সময় ভালোবাসা মানে ছেড়ে দেওয়া।
তোমার পৃথিবী ইশিতা ছাড়া অসম্পূর্ণ, আমি এখন বুঝি।
তাই শেষ সত্যটা দিচ্ছি—ইশিতা এখনও বেঁচে আছে।
তাকে সরানো হয়নি, তাকে লুকানো হয়েছে। MCP শেষ হয়নি...
সে এখন অন্য এক শত্রুর কাছে বন্দী—Institute-এর মূল কনট্রোল ইউনিটের ভেতর।"

Trisha চলে যায়।

রুদ্র নিঃশব্দে বসে থাকে।
তার হৃদয়ে কেবল একটাই শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়—**ইশিতা...**

✦অধ্যায় ৩৬ ✦:

"মস্তিষ্কের কুঠুরিতে বন্দী ভালোবাসা"

রুদ্র দাঁড়িয়ে ছিল আয়নার সামনে।
নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল—এই দৃষ্টিটা কি তার নিজের?
নাকি এটা সেই Ornob-এর, যে একদিন চোখের পাতায় ইশিতার ছবি আঁকত?

Trisha চলে গেছে।
সত্য বলে গেছে।
তবু রুদ্রর বুকটা হালকা হয়নি।
বরং আরও ভারী হয়েছে—অপরাধবোধে, আত্মদহন-এ, আর একটা প্রশ্নে—
"আমি কে?"

সে ফিরে যেতে চায়।
স্মৃতির একেবারে গোড়ায়।
যেখানে তার ও ইশিতার গল্পের শেকড়।
যেখানে প্রথম ভালোবাসা, প্রথম আঘাত, প্রথম হারিয়ে যাওয়া।

NeuroTech-এর ভেতরকার একজন গোপন সহায়ক—ডাঃ নির্জর,
সে এখন রুদ্রের একমাত্র ভরসা।

রুদ্র বলে,
"আমি হিপনোটিক রিগ্রেশন চাই। আমি ফিরে যেতে চাই। আমি জানতে চাই—ইশিতা কে? আমি কে?"

নির্জর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
"হিপনোটিক রিগ্রেশন বিপজ্জনক। ভুলে যাওয়া স্মৃতিগুলো ঘুমন্ত অগ্নিগিরির মতো—
তাদের জাগালে বিস্ফোরণ হতে পারে, রুদ্র।"

রুদ্রর চোখ স্থির।
"তবুও আমি চাই। বিস্ফোরণ হোক, কিন্তু আমি জানতে চাই—আমার ভালোবাসা কি সত্যি ছিল?"

ঘর অন্ধকার।
কেবল মনিটরের নীল আলো মুখে পড়ছে রুদ্রের।

হিপনোসিসের গভীর স্তরে ডুবে যেতে যেতে রুদ্র একে একে দেখতে পায়—
শৈশব, স্কুল, খেলার মাঠ...
একটা মেয়ে—মাটির পুতুল বানাচ্ছে। তার নাম ইশিতা।

রুদ্র হাঁপিয়ে ওঠে।
স্মৃতিগুলো একে একে তার মাথায় আছড়ে পড়ে।

তারপর কলেজ...
চায়ের কাপে ঠোঁট ছুঁয়ে ইশিতার মুখের দিকে তাকানো...
পাশ থেকে কেউ বলছে,
"তুই ওকে ভালোবাসিস না, রুদ্র, তুই ওর সঙ্গে জেদ করিস!"

একটা ব্রিজ...
ঝড়ের রাতে কাঁপতে কাঁপতে ইশিতা বলছে,
"তুই আমাকে ছেড়ে যাবি না তো?"

অতীতের রুদ্র—অথবা Ornob—চোখ তুলে হাসছে,
"তুই মরলেও আমি তোকে মনে রাখব, কিন্তু ভুলব না।"

তখনই হঠাৎ স্মৃতির মধ্যে ছায়া নামে।
একটি মুখ—Trisha, আরেকটি—NeuroTech-এর এক ঠান্ডা-চোখওয়ালা পরিচালক।
তারপর শুধুই অন্ধকার, কাঁদা, শিকল, ব্ল্যাঙ্ক স্ক্রিন...

হিপনোসিস থেকে ফিরে আসার পর রুদ্র হাঁপাচ্ছে।
তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

সে ফিসফিস করে বলে,
"ইশিতা... আমি ফিরে আসব... আমি তোমায় আবার খুঁজে বের করব।
তুমি যদি ভুলেও যাও, আমি মনে রাখব।
তুমি যদি না চিনো, আমি চিনব।
কারণ আমি ভালোবেসেছি—এমনভাবে, যে ভালোবাসা আর ভালোবাসা থাকে না... সেটা অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়ায়।"

✦ অধ্যায় ৩৭ ✦ :

"ভুলে যাওয়ার অরণ্যে ভালোবাসার খোঁজ"

রুদ্র জানে—সে আর থেমে থাকতে পারবে না।
তার রক্তে এখন শুধুই এক আগুনের ঢেউ—
ইশিতাকে ফিরে পাওয়ার তৃষ্ণা।

তার হুডি পরা, চোখে গভীর ছায়া।
কম্পিউটার স্ক্রিনে ফাইলের পেছনে লুকিয়ে থাকা MCP-প্রজেক্টের কোডগুলো সে খুলে বসে।
প্রতিটি লাইন দেখে যেন সে বুঝে নিচ্ছে—
কে তার স্মৃতি চুরি করেছে, কেন করেছে, এবং কাদের ইশিতার কাছে পৌঁছাতে দিতে হবে না।

হঠাৎ একটা নোটিফিকেশন।
নতুন এক নথি ডিক্রিপ্ট হয়েছে।

তাতে লেখা—
"Project: Re-imprint Phase II – Subject Trisha Mukherjee – Purpose: Memory Anchor"

রুদ্রর বুকটা ধাক্কা খায়।
Trisha?
সে তো ইশিতার পরিবর্তে এসে জায়গা দখল করেছিল…
কিন্তু সে কি কেবল প্রেমে পড়েছিল?
না কি **ও ছিল পরিকল্পনার অংশ?**

রুদ্র Trisha-র অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছায়।
সন্ধ্যার নরম আলোয় Trisha বসে আছে জানালার ধারে।
তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে সব জানে,
তবু চুপচাপ।

রুদ্র ধীরে বলে,
"তুই জানিস আমি কে।
তুই জানিস ও কে।
তুই আমার স্মৃতিতে নিজেকে বসিয়েছিস… কেন Trisha?"

Trisha তাকায়, তার চোখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি।
"কারণ আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম, রুদ্র।
তবে আমার ভালোবাসা ছিল সাজানো।
কারণ MCP বলেছিল—তোমায় ইশিতা থেকে দূরে রাখতে হবে।
আর তার জন্য 'তোমার স্মৃতিতে আমায় ঢুকিয়ে দিতে হবে'।"

রুদ্র কিছুক্ষণ চুপ থাকে।
তারপর ধীরে বলে,
"তুই শুধু আমার প্রেমকে নয়, আমাকে মেরে ফেলেছিস।
তবু আজ তোকে ঘৃণা করতে পারছি না।
কারণ আমি জানি—আমার আসল আমি এখনও ইশিতার চোখে ধরা পড়ে নি।
তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।"

রুদ্র সিদ্ধান্ত নেয়—
সে ফিরবে NeuroTech-এ।
যেখানে তাকে ভুলে যেতে শেখানো হয়েছিল,
সেখান থেকেই সে তার ভালোবাসাকে ফিরিয়ে আনবে।

তবে এ যাত্রা সহজ নয়।
কারণ Institute-এর ভেতরে ঢোকার মানে—
একটা অজানা পৃথিবীতে ঢুকে পড়া,
যেখানে প্রতিটি স্মৃতি, প্রতিটি অনুভব—প্রশ্নবিদ্ধ।

তবু রুদ্র মনস্থির করে।
যদি স্মৃতির বনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটা—
তার একটুখানি চাওয়াও মনে রাখতে না পারে,
তবু সে সেই চাওয়াকে ফিরে পেতে যাবে।

কারণ ভালোবাসা হারিয়ে যেতে পারে,
কিন্তু ভালোবাসার যাত্রা থেমে যায় না।

✦অধ্যায় ৩৮ ✦:

“মস্তিষ্কের ল্যাবরেটরিতে প্রেমের প্রতিধ্বনি”

রুদ্র জানে—এবার আর ফিরে আসার পথ নেই।
NeuroTech-এর মূল ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে সে যেন অনুভব করে তার শিরদাঁড়ায় বয়ে যাওয়া হিম বাতাস।
মনের ভেতরে কেবল একটাই নাম—**ইশিতা**।

তার ব্যাগে শুধুই কিছু হ্যাকিং ডিভাইস, একটা পুরোনো চাবির রিং,
আর ইশিতার হাতে আঁকা একটা কাগজ ফুল—
যেটা তার ছোটবেলার স্মৃতি ছিল, এখন অস্ত্র।

ভেতরে ঢুকে সে দ্রুত নিরাপত্তা বায়োমেট্রিককে বাইপাস করে,
সরাসরি নিচতলার ‘Archived Memory Division’-এ।

সেখানে সে মুখোমুখি হয় একজন মধ্যবয়স্ক, চোখে ভারী চশমা পড়া লোকের সঙ্গে।
লোকটি প্রথমে চমকে ওঠে,
তারপর ফিসফিস করে বলে—

"তুমি... রুদ্র সেন?"

"হ্যাঁ। আপনি?" —রুদ্র সাবধানে জিজ্ঞেস করে।

"আমি ড. আয়ান মুখার্জি। এক সময় এই প্রজেক্টের সহ-নির্মাতা ছিলাম...
কিন্তু পরে বুঝি, আমরা যা করছি তা শুধুই প্রযুক্তি নয়—
মানুষের আত্মাকে পুড়িয়ে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে।"

রুদ্রর চোখ তীক্ষ্ণ হয়।
"আপনার কাছে কি ইশিতার স্মৃতি রয়েছে?"

ড. আয়ান কিছুক্ষণ চুপ করে,
তারপর ধীরে ধীরে একটা হালকা নীল রঙের স্মৃতি-ড্রাইভ বের করে।
তাতে লেখা—

“Subject: Ishita Roy
Memory: Suppressed — Rudra’s Presence

Emotion Block: High-intensity love.
Implanted Anchor: Trisha Mukherjee."

রুদ্রর চোখে জল চলে আসে।
সে দেখে, তার অস্তিত্বকে কেবল মুছে ফেলা হয়নি—
তাকে **টুকরো টুকরো করে বাদ দেওয়া হয়েছে**।

"আপনি কি আমার এই স্মৃতি ফিরিয়ে দিতে পারেন?" —রুদ্র ফিসফিস করে।

ড. আয়ান মাথা নেড়ে বলেন,
"পারব। কিন্তু তুমি জানো না—তাকে স্মৃতি ফিরিয়ে দেওয়ার মানে কি?
তার সব ব্যথা ফিরে আসবে,
সে আবার ভালোবাসবে—তবে সেই ভালোবাসা তার মস্তিষ্কের বিদ্রোহ হয়ে দাঁড়াতে পারে।"

রুদ্র চুপ।
তার চোখে এখনো স্পষ্ট একটিই দৃশ্য—
একটা মেয়ের চোখে জল, হাসি, একসাথে বেড়িয়ে আসা কলেজের দিনগুলো,
আর শেষে সেই নিঃশব্দ বিদায়।

সে ধীরে বলে—
"ভালোবাসা যদি ব্যথা হয়, তবে আমি সেই ব্যথাকেই বরণ করে নিতে চাই।"

রাত গভীর হয়।
ড. আয়ান তাকে একটা ফোল্ডার দেয়।

"এখানে সব তথ্য আছে। MCP Phase II-র পুরো প্ল্যান, Trisha-র অংশগ্রহণ, ইশিতার মানসিক ভাঙন...
সব সত্য এখানে।
তোমার কাজ—তাকে ভালোবাসা ফিরিয়ে দেওয়ার আগেই
নিজের ভেতরের স্মৃতি জাগিয়ে তোলা।
না হলে তুমি তাকে ফিরিয়ে পেলেও, নিজেকে হারিয়ে ফেলবে।"

রুদ্র ফিরে আসে শহরের কনডোতে।
তার জানালার বাইরে আলো-আঁধারির মাঝে একটা ছায়া দাঁড়িয়ে—Trisha।

সে কিছু বলে না, শুধু চেয়ে থাকে।
রুদ্র জানে, **তার প্রেম ছিল না—তবু ছিল এক রকম ভালোবাসা।**
কিন্তু সে জানে— Trisha-র সাথে ছিল মস্তিষ্কের কারসাজি,
ইশিতার সাথে ছিল আত্মার টান।

এখন সে মুখোমুখি হবে অতীতের সাথে,
এবং লড়বে ভবিষ্যতের জন্য।

✦অধ্যায় ৩৯✦ :

“মনঃস্মৃতি-প্রবাহের অন্ধকার গলি”

রাত্রি ৩:০৩।
শহরের বাতিগুলো নিভে যাচ্ছে ধীরে ধীরে,
কিন্তু রুদ্রর ঘরের জানালার নিচে দাঁড়িয়ে এক অন্য আলো জ্বলছে—
একটা স্মৃতি-পুনর্গঠনের সফটওয়্যার লোড হচ্ছে ধীরে ধীরে,
ফাইল নাম—**“Emotion Core: Rudra Sen”**।

রুদ্র জানে—এই সফটওয়্যার একবার চালু হলে,
সে শুধু স্মৃতি নয়, নিজের গভীরতম অনুভূতির মুখোমুখি হবে।

সে মাথায় EEG সিগনাল ব্যান্ড লাগায়।
চোখ বন্ধ করে, ড্রাইভ ইনিশিয়েট করে।

…আলো অন্ধকার হয়ে যায়।

স্মৃতির ভেতর:

একটা গন্ধ।
জল পড়ে মেঝেতে।
একটা মেয়ের কণ্ঠ—"রুদ্র… তুমি কি জানো, ভালোবাসা যদি নিঃশব্দ হয়, তবুও তার শব্দ শোনা যায়।"

সে তাকায়—ইশিতা দাঁড়িয়ে।
সাদা অ্যাপ্রোনে, কপালে ঘাম।
তার চোখে জল, কিন্তু ঠোঁটে একফোঁটা হাসি।

রুদ্র চিৎকার করে বলে—
"তুমি ছিলে! আমি জানতাম তুমি ছিলে!"
কিন্তু কণ্ঠ প্রতিধ্বনিতে মিলিয়ে যায়।

রিয়েলিটিতে ফিরে আসা:

ঘামে ভিজে ওঠা রুদ্রর শরীর কাঁপে।
সে বুঝতে পারে—এই সফটওয়্যারের কোনো "Pause" নেই,
স্মৃতির মাঝেই লুকানো রয়েছে সেই ভয়াবহ সত্য,
যা তাকে MCP-র বাস্তবতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

একটা ফোল্ডারে সে খুঁজে পায় একটি গোপন নথি—
"MCP Phase II - Secondary Subject: Rudra Sen.
Objective: Replace core emotional anchor (Ishita) with substitute (Trisha).
Result: Partial failure. Subject emotionally resistant."

রুদ্র বোঝে—**Trisha ছিল না শুধু প্রেমিকা, সে ছিল একটা পরিকল্পনার মুখ।**
তার মস্তিষ্ককে দখল করতেই Trisha-কে তৈরি করা হয়েছিল।

Trisha's Truth:

সন্ধ্যায় Trisha আসে।
রুদ্র দরজা খুলে বলে—
"তুমি কি চাও Trisha, আমি তোমাকে ভালোবাসি?"

Trisha চুপ করে।
তার চোখে পানি, মুখে এক ফোঁটা হাসি।

"না রুদ্র। আমি শুধু চাই তুমি যাকে ভালোবাসো, তার কাছে ফিরে যাও।
তুমি যদি ভালো থাকো, তাতেই আমার পূর্ণতা।"

Trisha চলে যায় নিঃশব্দে।

রুদ্র এক মুহূর্তে বুঝে যায়—
Trisha-র ভিতরেও ছিল একটা মানবিক রোবট নয়, একজোড়া কাঁদতে পারা চোখ।

শেষ দৃশ্য

রুদ্র জানে, এবার সময় এসেছে NeuroTech-এর সত্যকে প্রকাশ করার।
তবে তার আগে—সে ইশিতাকে আবার তার ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবে।

তবে এই ফেরা শুধু প্রেমে নয়,
একটি 'মন'-কে ফিরিয়ে দেওয়া, যেটা তাকে ভুলে গিয়েছিল।

✦অধ্যায় ৪০ ✦:

"অন্ধকারের আড়ালে"

রাত্রির নিস্তব্ধতায় শহর যেন নিঃশব্দ হয়ে গেছে।
কিন্তু রুদ্রর মন তীব্র উত্তেজনায় জ্বলছে—এক অদ্ভুত যুদ্ধে নামার পূর্বাভাস নিয়ে।
তার হাতে রয়েছে NeuroTech-এর গোপন নথিপত্র, যেখানে লেখা আছে MCP (Memory Correction Protocol)-এর প্রকৃত তথ্য।

নথিগুলো পড়তে পড়তে হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে শৈথিল্যের আওয়াজ।
"রুদ্র, তুমি কী জানো এই সব আসলেই কি ঘটছে?"
ভয়ঙ্কর শীতল কণ্ঠ, Trisha'র।

তার চোখের মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক কথার ভার, তবে মুখে শুধুই নিষ্পাপ হাসি।
রুদ্র জানতে চায়—"তুমি আসলে কে, Trisha? তোমার আসল পরিচয় কী?"

Trisha ধীরে ধীরে বলল—"আমি NeuroTech-এর একটি পরিকল্পনার অংশ। MCP-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞ এক বক্ষত। তোমাকে ভুলে যাওয়াতে সাহায্য করার জন্যই আমাকে তৈরি করা হয়েছিল।"

রুদ্রর হৃদয় কাঁপে,
প্রেম? না প্রতারণা?
মনটা ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু তার ভেতরে একটা জ্বলন্ত আগুন জ্বলে উঠছে—সত্য জানার, প্রতিশোধ নেয়ার।

"তাহলে ইশিতা?"—রুদ্র জিজ্ঞেস করল কণ্ঠ কম্পমান।
"ইশিতা সেই পুরানো স্মৃতি, যা তারা মুছে ফেলতে চেয়েছিল। তুমি তাকে ফিরে পাবে, আমি নিশ্চিত।"

দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়,
রুদ্রর চোখে সজীব প্রত্যয়ের আলোকছটা।

মনে হয় এই রাত,
শুরু করবে এক নতুন যাত্রা, যেখানে সত্যের অন্ধকারকে কাটিয়ে উঠতে হবে প্রেমের আলোয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে থাকবে—রুদ্র এবং ইশিতার স্মৃতির দ্বন্দ্ব,
MCP-এর গোপন কৌশল এবং Trisha-র নৈতিক দ্বিধা।
কীভাবে এই তিন জনের জীবন জড়িয়ে যাবে এক অপরিহার্য বন্ধনে,
যা গড়ে উঠবে বেদনা, ভালোবাসা, আর অবিচল এক বিশ্বাসের ওপর।

✦অধ্যায় ৪১ ✦:

"স্মৃতির ছায়া, প্রেমের ধোঁয়া"

রুদ্র অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল Trisha'র চলে যাওয়ার পর।
চোখের সামনে যেন ভেসে উঠছে ইশিতার হাসি, আর সেই নিরীহ চোখ দুটি—যা একদিন শুধু তাকে দেখেই আলো ছড়াত।

কিন্তু সেই চোখ এখন তাকে চেনে না।

NeuroTech তার মস্তিষ্ক থেকে শুধু স্মৃতি মুছে দেয়নি, কেড়ে নিয়েছে অস্তিত্ব—একটি প্রেমের আত্মা।

হঠাৎ জানালার পাশে হালকা আওয়াজ।
রুদ্র তড়িঘড়ি করে কাছে গিয়ে দেখল—কেউ একটি চিঠি রেখে গেছে।

ধীরে ধীরে খুলে পড়তে লাগল।
"রুদ্র, যদি সত্য জানতে চাও, কাল রাত ১টায় পুরনো সেই MindLab-এর নীচতলায় এসো। একা। – T"

'T'... Trisha?

সে কি তাকে সত্যিই সাহায্য করতে চায়?
না কি এও MCP-এর আরেকটি ফাঁদ?

রুদ্র জানে না। কিন্তু তার ভিতরে একটা নতুন রুদ্র জন্ম নিচ্ছে—
যে আর ভালোবাসার নামে কোনো মিথ্যে সহ্য করবে না,
যে এই খেলায় নিজের হৃদয় নয়, বরং সত্যকে জিতাতে চায়।

সেই রাতে, নির্দিষ্ট সময়ে সে পৌঁছে গেল MindLab-এর নীচতলায়।
কুয়াশা জমেছে চারপাশে, বাতাসে অদ্ভুত স্নিগ্ধতা—
ঠিক যেন ভালোবাসা আর প্রতারণার মাঝখানে থমকে থাকা এক শ্বাস।

Trisha দাঁড়িয়ে আছে এক অন্ধকার কোণায়।
চোখে অদ্ভুত আলো, কণ্ঠে দ্বিধা।
সে ধীরে ধীরে বলল—
"রুদ্র, আমি অনেকদিন ধরে MCP-এর এই অমানবিকতা বুঝেছি। আমি চাই তুমি সব জানো, সব দেখো... এমন কিছু, যা আজ পর্যন্ত কারো জানা নেই।"

Trisha তাকে নিয়ে গেল Lab-এর গভীর এক কক্ষে,
যেখানে বিশাল এক পর্দায় ভেসে উঠল—ইশিতার ব্রেইন স্ক্যান, সেই সময়কার স্মৃতিগুলো যখন তাকে প্রথম MCP-এর মাধ্যমে 'রুদ্র'-কে ভুলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছিল।

রুদ্র এক ঝটকায় চিৎকার করে উঠল—
"এই! এই মুহূর্তটা...! এইতো ওর চোখে জল... আমি তখন ওকে ছেড়ে যাইনি, ওকে ভালোবেসেছিলাম... ও কিছু বলেনি, তবু ওর চোখে সব ছিল!"

Trisha বলল, "ওর হৃদয় তোমারই ছিল, রুদ্র। এখনও আছে। শুধু, ওর ব্রেইন তা মনে রাখতে দেয় না।"

রুদ্র ধীরে ধীরে বসে পড়ল। কাঁধে বিষণ্ণতা, চোখে ক্রোধ আর ভালোবাসার অগ্নি।
"আমি সব ফিরিয়ে আনব... আমার ইশিতাকে... আমার ভালোবাসাকে..."

Trisha চুপ।
তার মুখে এক অপূর্ব বেদনার হাসি—
যা বোঝায় সে নিজেও প্রেমে ছিল, কিন্তু জানে তার ভালোবাসা কোনোদিনই পাওয়ার নয়।

✦অধ্যায় ৪২✦ :

"মস্তিষ্কের কারাগারে হৃদয়ের স্পর্শ"

রুদ্র আর Trisha এখন সেই MindLab-এর নির্জন ঘরে বসে। পর্দায় চলছে ইশিতার ব্রেইন-রিডিং, প্রতিটি তরঙ্গ যেন তার হারিয়ে ফেলা ভালোবাসার আর্তনাদ।

Trisha হঠাৎ বলল,
"তুমি জানো রুদ্র, MCP শুধু স্মৃতি মুছে না। এটা নতুন 'অভিজ্ঞতা' তৈরি করতে পারে। ঠিক যেমন তোমার মনে এখনো কিছু ইশিতার স্মৃতি নেই—তার জায়গায় আমি... Trisha... তোমার কাছে একজন প্রেমিকা রূপে থাকি।"

রুদ্র ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

Trisha চোখ নামিয়ে বলল,
"আমি তখন শুধু একজন সহকারী ছিলাম। কিন্তু যখন তোমার স্মৃতি পাল্টে দেওয়া হয়, তখন তোমার প্রতিটি কল্পনায় আমি ঢুকে যাই... আমি ভালোবাসিনি, কিন্তু আমার মধ্যেও এক MCP-র তৈরি প্রেম জন্মে যায়—যা আসল নয়, তবু হৃদয়ের মতই স্পষ্ট।"

রুদ্র চমকে উঠল।
"তাহলে তুমি... তুমিও প্রজেক্টের অংশ ছিলে?"

Trisha মাথা নিচু করে বলল,
"আমি ছিলাম Phase 2-এর Co-Developer... আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তোমার উপর Trial Run চালাতে। আমি রাজি হইনি, কিন্তু তারা আমার মা'র চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়। আমি বাধ্য হয়ে রাজি হই। কিন্তু তারপর থেকে নিজেকেই আর চিনতে পারিনি..."

রুদ্রের দৃষ্টিতে তখন বিস্ময় আর সহানুভূতির মিশেল।
তার হৃদয় যেন আবার মানুষের মতো নরম হয়ে উঠছে।

"তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে ওকে ফিরিয়ে আনতে?" – রুদ্রের প্রশ্ন।

Trisha এবার দৃঢ় কণ্ঠে বলল,
"হ্যাঁ, করব। কিন্তু তার আগে তোমাকে কিছু সহ্য করতে হবে।
একটি Procedure... যেটা ভয়ঙ্কর, কিন্তু তোমার মস্তিষ্কে লুকিয়ে থাকা অবচেতন স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনবে।"

"কিন্তু কিভাবে?" – রুদ্র জিজ্ঞেস করল।

Trisha বলল,
"তোমার অচেতন মস্তিষ্কে 'Echo Memory' রয়ে গেছে—
একটা ছায়া স্মৃতি, যা MCP পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারে না।
আমরা সেই Echo-তে ঢুকে ইশিতার আসল অনুভবগুলো উদ্ধার করব।"

রুদ্র চোখ বন্ধ করল। মনে পড়ে গেল ইশিতার সেই শেষ হাসিটা...
যেটা এখনো তার বুকের গভীরে বাজে, প্রতিধ্বনির মতো।

সে প্রস্তুত।

রাত গভীর হতে লাগল।

Trisha রুদ্রকে একটি VR চেম্বারে বসিয়ে দিল। তার মাথায় যুক্ত করা হলো Brain-Stim Interface।
আর তখনই রুদ্রের সামনে খুলে যেতে লাগল অদ্ভুত সব স্মৃতি...

...ইশিতার হাসি... তার হাতে ধরা ছাতা...
সেই বৃষ্টিভেজা বিকেল... তার চোখের ভাষা...
...আর এক মুহূর্তে সব মুছে গিয়ে কালো ছায়া... ধোঁয়া... যন্ত্র... যন্ত্রণার শব্দ...

রুদ্র চিৎকার করে উঠল—
"ইশিতা!"

Trisha চেম্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে। তার চোখে জল।
এই প্রেম হয়তো সে কোনোদিন পাবে না।
তবু সে চাইছে এটা ফিরে আসুক। কারণ এই প্রেম—আসল।

✦অধ্যায় ৪৩✦ :

"Echo Memory-র দরজার ওপারে"

রুদ্র এখন সেই চেম্বারের ভেতর, VR ব্রেইন-ম্যাপিং সিস্টেমে প্রবেশ করা। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার আর কোনো সংযোগ নেই। চারদিক অন্ধকার। শুধু দূর থেকে যেন কেউ তার নাম ধরে ডাকছে—

"রুদ্র..."

"রুদ্র..."

শব্দটা যেন খুব পরিচিত... যেন বহু বছর আগে কে যেন এভাবে ডেকেছিল... তার হৃদয়ের গভীরে ধ্বনিত হচ্ছে সেই নাম—
ইশিতা।

তরঙ্গের মতো স্মৃতি ভেসে আসছে—একসাথে কলেজের করিডোর ধরে হাঁটা, হঠাৎ কারেন্ট চলে গেলে তার হাতটা খুঁজে নেওয়া, বইয়ের ভাঁজে রেখে দেওয়া গোপন চিঠি... সবই ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে।

এরা MCP থেকে রক্ষা পাওয়া Echo Memory।

এগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ নেই NeuroTech-এর। কারণ এগুলো গঠিত হয় আবেগের কেন্দ্র amygdala ও limbic system-এ—যেখানে ভালোবাসার গভীরতম অনুভব লুকিয়ে থাকে।

হঠাৎ সবুজ আলোয় ভেসে উঠল ইশিতার মুখ।

রুদ্র এগিয়ে গেল, কিন্তু মুখটা ক্রমশ মুছে যাচ্ছে।

"ইশিতা, রুকো! প্লিজ!"

আকাশ ভেঙে পড়ল বজ্রের মতো শব্দে।

একটা নারী কণ্ঠ ভেসে এল—

"রুদ্র... তুমি কি আমাকে চিনতে পারো না?"

সে মুখ ফিরিয়ে দেখল—এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব, দুই ইশিতা!
একজন তার হারানো প্রেমের রূপে, আর একজন Trisha-র রূপে—MCP দ্বারা গঠিত কল্পনার ভালোবাসা!

তখন একটা প্রশ্ন তার ভেতরে উঠে এল—
"আমি কাকে ভালোবাসি? যাকে অনুভব করি, নাকি যার স্মৃতি আমি বহন করি?"

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তার সামনে খুলে গেল একটা বিশাল স্মৃতির দরজা—Echo Memory Gateway।

Trisha বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিল রুদ্রের ব্রেইন অ্যাক্টিভিটি। হঠাৎ পর্দায় দেখা গেল রুদ্রের হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে। মস্তিষ্কের এক অংশ অতিমাত্রায় উত্তেজিত। তার মুখে এক ধরনের কান্না, চোখ বন্ধ, ঠোঁটে শুধু একটিই নাম—
"ইশিতা..."

Trisha চোখের জল গোপন করতে পারল না। সে জানে—রুদ্র কখনোই তাকে ভালোবাসেনি। কখনোই নয়। সে কেবল ইশিতাকে চেয়েছিল। তার ব্রেইনে গড়ে তোলা প্রেম শুধু এক মিথ্যা বিভ্রম। কিন্তু আজ, তার ত্যাগেই রুদ্র হয়তো ফিরে পাবে সত্যিকারের ভালোবাসা।

চেম্বারের ভেতর রুদ্র এখন সেই গেটওয়ের সামনে। দরজায় লেখা—

"Enter At Your Own Risk – Feelings Cannot Be Erased."

সে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে সেই এক বিকেলে... যেখানে ইশিতা তাকে বলেছিল—

"ভালোবাসা যদি সত্যি হয়, তাহলে ভুলে যাওয়াও একধরনের ভালোবাসা..."

রুদ্র হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

এমন ভালোবাসা কি ভুলে থাকা যায়?

এমন ভালোবাসা কি প্রোগ্রাম দিয়ে বদলানো যায়?

✦অধ্যায় ৪৪✦:

"স্মৃতির পেছনের আয়না"

দরজাটা যেন আত্মার সীমান্তরেখা।
রুদ্র যখন Echo Memory Gateway পেরিয়ে গেল, মনে হচ্ছিল সে কোনও তৃতীয় জগতের ভেতর ঢুকে পড়েছে—যেখানে সময় নেই, কেবল অনুভব আছে।

চারপাশে শুধুই সাদা আলো। বাতাসে যেন একটা গন্ধ—চেনা, কিন্তু ভুলে যাওয়া।
তখনি সে দেখতে পেল ইশিতাকে।
সে তার দিকে তাকিয়ে বলল,
"তুমি কি এখনো আমাকে খুঁজছো, রুদ্র?"

রুদ্র থমকে গেল। এই দৃশ্য সে হাজারবার কল্পনায় দেখেছে।
কিন্তু আজ, সেই কল্পনাই বাস্তবতার মতো স্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

"তুমি তো চলে গিয়েছিলে..."
রুদ্রের গলায় ব্যথা, চোখে জল।

ইশিতা হাসল।
"তুমি কি জানো রুদ্র, MCP আমাদের মস্তিষ্কের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে... কিন্তু হৃদয়ের অনুভব? সেগুলো মুছে যায় না। ওরা আমার স্মৃতি মুছেছিল, কিন্তু ভালোবাসা? তা তো আজও আমার নিঃশ্বাসে বাজে।"

হঠাৎ দৃশ্যপট বদলে গেল।
রুদ্র নিজেকে দেখতে পেল একটি হাসপাতালের করিডোরে।
একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে Trisha।

সে আরেকটি ফাইল হাতে নিয়ে হাসছে।
ফাইলে লেখা: **Project MCP: Subject-003 (RUDRA)**

Trisha তার দিকে এগিয়ে আসে।

"তুমি অনেক ভালোবাসো ওকে, তাই তো রুদ্র?"

"তুমি সব জানো?" —রুদ্র অবাক।

Trisha মাথা নিচু করে বলে,
"হ্যাঁ... আমি জানি, আর আমি চেয়েছিলাম... তুমি যেন আমাকে ভালোবাসো। MCP দিয়ে আমি তোমার ভালোবাসা বদলে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভুলে গেছি—ভালোবাসা কোনো সফটওয়্যারের ভেতর লেখা যায় না।"

রুদ্র চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

Trisha বলল,
"আমার একটা অনুরোধ—তুমি যদি ইশিতাকে ফিরে পাও, কখনো তাকে আর হারিয়ে ফেলো না। আমি তোমাকে আর আটকে রাখব না, রুদ্র। আমি তোমার ভালোবাসায় হার মানলাম।"

রুদ্র কিছু বলতে পারে না।

Trisha চলে যায়... নিঃশব্দে।
ফাইলটা মাটিতে পড়ে যায়।

রুদ্র তা তুলে নেয়। ফাইলে এক কোণে ছোট্ট একটা নোট:
"Echo Memory Holds the Truth. Decode It."

হঠাৎ সে আবার সেই সাদা আলোয় ভেসে যায়।

স্মৃতির আয়নায় ভেসে ওঠে একটি দৃশ্য—
ইশিতা তার হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে বলছে—
"যদি কখনো মনে হয় তুমি আমায় খুঁজে পেয়েছো, তাহলে এটা খুলো। এই চিঠিতে আমার শেষ সত্যিটুকু আছে।"

রুদ্র চিঠি খুলে পড়ে—

"ভালোবাসা কখনো চাইলেই ফেলে রাখা যায় না। যদি ভালোবাসো, আমাকে খুঁজে নিও... অন্তত নিজের ভেতরে।"

রুদ্র হেসে ওঠে—চোখে জল নিয়ে।

এই হাসি বেদনার, তবু মুক্তির।
এতদিনে তার উত্তর পাওয়া গেছে।

✦অধ্যায় ৪৫✦ :

"স্মৃতির অন্তিম ছায়া"

রুদ্রের চোখের সামনে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল একটি দৃশ্য—একটি পুরনো পার্ক, যেখানে সে ও ইশিতা একসাথে বসে আছে। চারপাশে সোনালি আলো, বাতাসে ভেসে আসছে শুকনো পাতার মৃদু শব্দ। ইশিতা তার দিকে তাকিয়ে বলল,
"তুমি জানো, রুদ্র? ভালোবাসা কখনো মুছে যায় না। এটা শুধু সময়ের সঙ্গে রূপ বদলায়।"

রুদ্র চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ সে অনুভব করল, এই দৃশ্যটা তার স্মৃতির নয়, বরং তার হৃদয়ের গভীর অনুভবের প্রতিফলন। সে বুঝতে পারল, MCP তার মস্তিষ্ক থেকে স্মৃতি মুছে ফেললেও, হৃদয়ের অনুভূতি মুছে ফেলতে পারেনি।

হঠাৎ করেই দৃশ্যপট বদলে গেল। রুদ্র নিজেকে দেখতে পেল একটি অন্ধকার ঘরে, যেখানে চারপাশে শুধু কুয়াশা। কুয়াশার ভেতর থেকে ভেসে আসছে ইশিতার কণ্ঠস্বর—
"রুদ্র, তুমি কি আমাকে খুঁজছো?"

রুদ্র এগিয়ে গেল কুয়াশার দিকে, কিন্তু যতই এগোয়, ইশিতার কণ্ঠস্বর ততই দূরে সরে যায়। সে চিৎকার করে বলল,
"ইশিতা! আমি এখানে! আমি তোমাকে খুঁজে পেয়েছি!"

কিন্তু কোনো উত্তর এল না। কেবল কুয়াশার মধ্যে একটি ছায়া ভেসে উঠল—একটি দরজা, যার ওপর লেখা:
"Echo Memory: Final Layer"

রুদ্র দরজাটি খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। সেখানে সে দেখতে পেল একটি আয়না, যার মধ্যে তার নিজের প্রতিচ্ছবি নয়, বরং ইশিতার মুখ। ইশিতা তাকিয়ে আছে তার দিকে, চোখে অদ্ভুত এক শূন্যতা।

রুদ্র আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলল,
"ইশিতা, আমি জানি, তুমি এখনো আমার ভেতরে আছো। আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনতে চাই।"

আয়নার ইশিতা হঠাৎ হাসল। বলল,
"তুমি যদি সত্যিই আমাকে ফিরিয়ে আনতে চাও, তবে তোমাকে নিজের ভেতরের শূন্যতার মুখোমুখি হতে হবে। সেই শূন্যতা, যেখানে আমি লুকিয়ে আছি।"

রুদ্র চোখ বন্ধ করল। সে অনুভব করল, তার হৃদয়ের গভীরে একটি শূন্য স্থান, যেখানে ইশিতার স্মৃতি, অনুভব, এবং ভালোবাসা লুকিয়ে আছে। সে সেই শূন্যতার গভীরে প্রবেশ করল, এবং দেখতে পেল ইশিতা তার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে।

সে ইশিতার হাত ধরল, এবং হঠাৎ করেই চারপাশের কুয়াশা মিলিয়ে গেল। সে নিজেকে দেখতে পেল একটি হাসপাতালে, যেখানে ইশিতা একটি বেডে শুয়ে আছে, চোখ বন্ধ, কিন্তু মুখে শান্তির ছায়া।

Trisha পাশে দাঁড়িয়ে বলল,
"রুদ্র, তুমি সফল হয়েছো। তুমি ইশিতার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে তাকে ফিরিয়ে এনেছো।"

রুদ্র ইশিতার পাশে গিয়ে বসে তার হাত ধরল। ইশিতা চোখ খুলল, এবং মৃদু হাসল। বলল,
"রুদ্র, তুমি এসেছো?"

রুদ্র চোখের জল মুছে বলল,
"হ্যাঁ, ইশিতা। আমি এসেছি। আমি তোমাকে আবার ফিরে পেয়েছি।"

✦অধ্যায় ৪৬✦:

"ট্রিশা: ছায়া, না পরিকল্পক?"

হাসপাতালের ঘরটা নিঃশব্দে নিঃশেষ। বাইরে শহরের ব্যস্ততা চললেও এখানে সময় থেমে গেছে। ইশিতা চোখ বুজে আছে, হাত ধরে বসে আছে রুদ্র—ভেতরে একটা অদ্ভুত ভয় আর ভালোবাসার টানাপোড়েন।

এই সময় ট্রিশা ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল জানালার পাশে। তার চোখে ছিল এক ধরণের অব্যক্ত দ্বিধা। সে ইশিতার দিকে তাকিয়ে বলল,
"রুদ্র, তুমি জানো তো, এই মুহূর্তটা ছিল না হওয়ার কথা?"

রুদ্র ভ্রু কুঁচকে তাকাল, *"মানে?"*

ট্রিশা একটু হাসল, সেই রহস্যময় হাসি—যে হাসির গভীরে ছায়া থাকে।
"MCP প্রোজেক্টে আমার ভূমিকাটা কখনোই কেবল তোমাকে সাহায্য করা ছিল না... আমিও ছিলাম পরিকল্পনার একটা অংশ।"

রুদ্র উঠে দাঁড়াল। তার চোখে বিস্ময় আর ক্রোধ মিশ্রিত।
"তুমি... তুমিও কি ওদের মতো?"

ট্রিশার চোখে এবার অদ্ভুত এক আভা।
"তুমি জানো না রুদ্র, NeuroTech শুধু মানুষের স্মৃতি মুছে না—তারা স্মৃতি গড়েও তোলে। তোমার অল্প কিছু স্মৃতি... আমি তৈরি করেছি। ইচ্ছাকৃতভাবে।"

রুদ্র এক পা পিছিয়ে গেল, যেন মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছে।
"কেন? কেন এমন করলে ট্রিশা?"

ট্রিশা এবার নিচু গলায় বলল,
"কারণ আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম তোমাকে। আমি জানতাম, তুমি ইশিতাকে কখনোই ভুলবে না। তাই তোমার 'মন' বদলানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখন বুঝছি, স্মৃতি বদলায়, ভালোবাসা নয়।"

এই সময় ইশিতা আস্তে আস্তে চোখ খুলল। কণ্ঠে এক দুর্বল কিন্তু দৃঢ় শব্দ—
"রুদ্র... ট্রিশাকে ক্ষমা করো।"

রুদ্র চোখের জল মুছে ইশিতার দিকে তাকাল।
"তুমি সব শুনছো?"

ইশিতা একটু মাথা নাড়ল।
"হ্যাঁ। আর জানি, আমাদের মধ্যে যা ছিল, তা কেউ চাইলেই মুছে ফেলতে পারে না।"

ট্রিশা এবার পিছন ফিরে চলে যেতে লাগল। যাওয়ার আগে বলল,
"তোমরা হয়তো আবার ফিরে পেয়েছো একে অপরকে। কিন্তু MCP এখনো শেষ হয়নি। তারা এখন আমাদের সবাইকে মুছে দিতে চায়।"

রুদ্র থমকে গেল।
"মানে কি?"

ট্রিশা ফিরে তাকাল।
"MCP-এর Phase Two চালু হতে চলেছে—এবার তারা শুধুই স্মৃতি নয়, অনুভবও মুছে দিতে চাইছে। এই বার্তা নিয়ে আমাকে আসতে হয়েছে।"

হঠাৎ হাসপাতালের লাইটগুলো জ্বলে উঠল, এবং ইন্টারকমে ভেসে এল একটি কণ্ঠস্বর—
"Attention: Subject 3107 and 4202. Memory Recalibration will begin in 30 minutes."

রুদ্র আর ট্রিশা একে অপরের দিকে তাকাল। সময় শেষ হয়ে আসছে। হয়তো এটিই তাদের শেষ যুদ্ধ—মানবিক অনুভবকে রক্ষা করার লড়াই।

✦অধ্যায় ৪৭✦:

“মেমোরি রিক্যালিব্রেশন: শেষ যুদ্ধে প্রবেশ”

হাসপাতালের করিডোরের বাতিগুলো ঝিকমিক করছে। রুদ্র জানে, এটা কোনো সাধারণ সতর্কবার্তা নয়—এটা নিউরোটেক ইন্সটিটিউটের যুদ্ধ ঘোষণা। ভেতরে ভেতরে অজানা এক ভয় চেপে বসছে, কিন্তু তার হৃদয়ে এখন একটাই বিশ্বাস—ইশিতা।

ট্রিশার মুখে ছিল না আগের মতো আত্মবিশ্বাস। তার চোখে এবার অপরাধবোধের ছায়া।
“রুদ্র, আমাদের এখনই বের হতে হবে। যদি Phase Two চালু হয়ে যায়, তবে শুধু স্মৃতি নয়, তোমার অনুভব, তোমার ভালোবাসাও মুছে যাবে। একেবারে।”

রুদ্র ইশিতার দিকে তাকাল। তার চোখে ছিল গভীর এক আশ্বাস।
“আমি তোমাকে হারিয়েছিলাম মনে করে, এখন আবার হারাতে পারবো না। তুমি চলবে আমার সঙ্গে?”

ইশিতা দুর্বল হলেও মাথা নাড়ল,
“হ্যাঁ, যতদূর যাওয়া লাগে, আমি তোমার সঙ্গে আছি।”

ট্রিশা এবার তাদের দু’জনকে হাত দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল হাসপাতালের এক গোপন দরজা দিয়ে নিচতলার দিকে। সেখানে ছিল নিউরোটেকের ল্যাবের এক পুরনো প্রবেশপথ—কিন্তু এবার তা আরও বেশি সুরক্ষিত, আরও বেশি বিপজ্জনক।

ভেতরে প্রবেশ করতেই চারপাশে সবুজ আলো আর স্ক্যানিং রে-র কৃত্রিম শব্দ।
ট্রিশা বলল,
“এই জায়গায় আমরা যতই গভীরে যাবো, ওরা আমাদের ব্রেনপ্যাটার্ন ট্র্যাক করতে পারবে। তবে আমি Phase Two-এর কোড জানি—এটা আমাদের একবারের জন্য প্রবেশাধিকার দেবে।”

রুদ্র থেমে গিয়ে বলল,
“তুমি তো ওদের সঙ্গে ছিলে, ট্রিশা। তুমি এখন আমাদের সাহায্য করছো কেন?”

ট্রিশার চোখ ভিজে উঠল।
“কারণ আমি বুঝেছি—তাদের লক্ষ্য ছিল কেবল এক্সপেরিমেন্ট নয়, মানুষ থেকে ভালোবাসা মুছে ফেলা। আমি একটা ভুল করেছিলাম, রুদ্র। তোমার হৃদয়ে ঢুকতে চেয়েছিলাম মস্তিষ্ক দিয়ে। কিন্তু ভালোবাসা কোনো এক্সপেরিমেন্ট নয়।”

ইশিতা আস্তে বলল,
“ভালোবাসা তো অনুভবের জায়গা—পরীক্ষাগারের না।”

তারা তিনজন যখন মূল সার্ভার রুমে পৌঁছাল, তখন সামনে ভেসে উঠল এক স্বয়ংক্রিয় কমান্ডস্ক্রিন:
"Memory Recalibration: Countdown 00:14:59"

রুদ্র গা ছমছমে আওয়াজের মধ্যেও ঠান্ডা মাথায় বলল,
"আমরা যদি ওদের মেইন-নিউরাল-চিপ ডিস্ট্রয় করতে পারি, তবে সমস্ত MCP বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু একবার ভুল করলে আমাদের মস্তিষ্কেই বিপরীত প্রতিক্রিয়া হতে পারে।"

ট্রিশা বলল,
"আমি এটা করতে পারি। আমাকে একবার সুযোগ দাও। এটা আমার প্রায়শ্চিত্ত।"

ইশিতা বলল,
"তুমি একা যাবে না। আমরা সবাই একসাথে এসেছি—একসাথেই শেষ করবো।"

তারা যখন সার্ভারে কমান্ড ইনপুট দিতে লাগল, তখনই চারপাশে শুরু হলো এলার্ম।
"Unauthorized access detected."
"Security lockdown initiated."

রুদ্র চোখ বন্ধ করল। মনে মনে ইশিতার সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত ভেসে উঠল।
প্রথম দেখা, ছোটবেলার সাইকেলের পেছনে চড়া, কলেজে হাতে ধরা, হাসি, ঝগড়া, বৃষ্টি, ভালোবাসা—সব।

এবং এখন... এই একটি মুহূর্ত, যখন সব কিছু আবার হারানোর পথে।

"3..."
"2..."
"1..."

হঠাৎ স্ক্রিন ফ্ল্যাশ করে উঠল।
"Access granted. MCP Phase Two terminated."

সাবধানে তাকিয়ে দেখে—ট্রিশা তার নিজের পরিচয় দিয়ে এক্সেস দিয়েছে।
নিজের আইডি, নিজের পরিচয় বিসর্জন দিয়ে।

রুদ্র তাকিয়ে দেখল—ট্রিশা এখন নিস্তব্ধ। চোখে জল।
"এটাই আমার শেষ কাজ ছিল তোমাদের জন্য। এখন আমি ওদের চিহ্নিত এজেন্ট... পালাতে হবে।"

ইশিতা তাকে জড়িয়ে ধরতে এগোলো, কিন্তু ট্রিশা একপা পেছাল।
"ভালো থেকো, দু'জনেই। এই যুদ্ধের মধ্যেও তোমাদের ভালোবাসা যেন অটুট থাকে—এই কামনা রেখে গেলাম।"

ট্রিশা অন্ধকার করিডোরের ভিতর মিলিয়ে গেল—আর পেছনে ফিরল না।

রুদ্র আর ইশিতা একে অপরের দিকে তাকাল। এক নতুন জীবন, এক নতুন শুরু... তবে কি এখানেই শেষ?

না। গল্প তো মাত্র শুরু...

✦অধ্যায় ৪৮✦:

"প্রত্যাবর্তন"

রুদ্র আর ইশিতা হাসপাতালের ছাদে দাঁড়িয়ে। চোখের সামনে সূর্য ডুবছে। অথচ হৃদয়ের ভিতর যেন ঠিক এই মুহূর্তে এক নতুন সূর্যের জন্ম হচ্ছে।
MCP থেমে গেছে।
স্মৃতি ফিরেছে।
ভালোবাসাও।

কিন্তু শান্ত জলরাশির নিচে যেমন থাকে স্রোতের খেলা, তেমনি এই নিস্তব্ধতার নিচে জমে আছে ভবিষ্যতের অজানা শঙ্কা।

ইশিতা আস্তে বলল,
"তুমি কেমন করে এতটা নিঃশব্দে লড়ে গেলে রুদ্র? আমি কিছুই জানতাম না..."

রুদ্র তার হাত ধরল।
"তুমি কিছু জানলে না বলেই আমি জিততে পেরেছি। তোমার স্মৃতিতে আমার না-থাকা ছিল সবচেয়ে বড় অস্ত্র। MCP আমাকে তোমার মন থেকে মুছে ফেলেছিল, কিন্তু আমার হৃদয় থেকে তোমাকে মুছে ফেলতে পারেনি।"

তাদের কথার মাঝে আচমকাই ছাদে হাজির হলো সেই অচেনা নারী—চোখে কালো সানগ্লাস, পরনে ফর্মাল স্যুট।
সে বলল,
"রুদ্র সেন। ইশিতা রায়। ট্রিশার খবর পেয়েছি।"

রুদ্র এগিয়ে এল।
"সে কোথায়?"

নারী উত্তর দিল,
"আমরা তাকে খুঁজে পেয়েছি হিমাচলের এক পুরনো আশ্রমে। কিন্তু এখন সে কথা বলতে পারছে না। মনে হয় তার ব্রেন-ম্যাপিং ডিস্টর্ট হয়ে গেছে। কেউ বা কিছু আবার তাকে MCP-এর মতো অন্য কিছুতে ফেলে দিয়েছে।"

ইশিতার গলা কেঁপে উঠল,
"মানে? সে আবার...?"

"হ্যাঁ," নারী বলল, *"এই প্রকল্পের Phase Three শুরু হয়ে গেছে। MCP এখন 'R.E.M' হয়ে গেছে—* ***'Real Emotional Manipulation'*** *। এবার শুধু স্মৃতি নয়,* ***মনের অনুভবই বদলে দেওয়া হচ্ছে।"***

রুদ্র পিছনে ফিরে তাকাল।
হঠাৎ যেন মনে পড়ল এক ঝলক অতীত:
অর্নব—ছোটবেলায় যে রুদ্র নিজেই ছিল।
কিন্তু এখন?

সে কি শুধু রুদ্র?
না কি আবার অর্নব হয়ে উঠতে হবে, সব কিছু ভেঙে নতুন করে গড়তে?

ইশিতা কাছে এসে বলল,
"যদি আবার যুদ্ধ শুরু হয়, আমি তোমার পাশে থাকবো। এবার আমার মস্তিষ্কে নয়, হৃদয়ে তুমি থাকো, চিরকাল।"

রুদ্র মাথা নাড়ল।
"আমাদের আবার যেতে হবে ট্রিশার কাছে। ওর স্মৃতির মধ্যেই আছে পরবর্তী ক্লু। আর এইবারের যুদ্ধ— ***মন ও অনুভবের উপর।"***

রাত্রি নেমে এসেছে। চারদিক নিস্তব্ধ।
হাসপাতালের ছাদে দাঁড়িয়ে দু'জন মানুষ—ভবিষ্যতের যুদ্ধের সামনে, কিন্তু একে অপরের হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে।

হয়তো এটাই ভালোবাসা।
যেখানে যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ লড়ে শুধু হৃদয়ের শক্তিতে।

✦অধ্যায় ৪৯✦:

"REM: হৃদয়ের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান"

হিমাচলের নিস্তব্ধ পাহাড়ঘেরা অরণ্যের মধ্যে একটি পুরনো আশ্রম। বাতাসে যেন অদ্ভুত এক ঠান্ডা রহস্য।
তিন দিন পেরিয়ে গেছে রুদ্র ও ইশিতা সেখানে এসেছে। কিন্তু ট্রিশা এখনো কথা বলেনি। কেবল বসে থাকে দূরের দিকে তাকিয়ে। যেন চেনা মানুষ হয়েও সম্পূর্ণ অপরিচিত।

রুদ্র বারবার ডাকে,
"ট্রিশা... আমি রুদ্র। চিনতে পারছো না?"

কোনো সাড়া নেই।

ইশিতা এসে পাশে দাঁড়ায়।
"মনে হয় ওর ভিতরটা বদলে গেছে। শুধু স্মৃতি নয়, ওর অনুভব, ওর মন... সব কিছু পাল্টে দিয়েছে এই নতুন প্রটোকল।"

রুদ্র ফাইল খুলে দেখায়—REM Protocol।
Real Emotional Manipulation.

পড়তে পড়তে ইশিতার গলায় শিহরণ ছড়িয়ে পড়ে,
"এটা তো ভয়ানক। শুধু মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া নয়, এবার মানুষকে নিজের অনুভবকেও ভুল বিশ্বাস করানো হচ্ছে!"

রুদ্র চুপ করে। চোখে তীব্র এক সিদ্ধান্ত।

"আমরা যা জানি, তার চেয়েও অনেক গভীরে কিছু চলছে। NeuroTech শুধু MCP-তে থামেনি। এখন ওরা মানুষের ইমোশনকেও সম্পূর্ণ নতুন করে প্রোগ্রাম করছে। মানুষ আর মানুষ থাকছে না—একটা bio-coded version হয়ে যাচ্ছে।"

হঠাৎ আশ্রমের পেছনের ঘর থেকে আওয়াজ আসে।

রুদ্র ছুটে যায়। দরজা খুলতেই দেখতে পায়—ট্রিশা দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে।

চোখে অদ্ভুত শূন্যতা। কিন্তু ঠোঁটে একটুখানি হাসি।

"রুদ্র..."
তার গলা ধীরে ধীরে ফাটতে থাকে,

"তোমরা... বাঁচাতে পারবে না... REM... ওরা আমার ভিতরেই ঢুকে গেছে। আমি এখন শুধুই এক সফটওয়্যার..."

তারপর হঠাৎ সে বলে ওঠে,
"কিন্তু... আমি সব জানি। আমি... মনে রাখার মতোই ভুলে গেছি..."

রুদ্র কাছে গিয়ে হাত ধরে,
"কি বলতে চাও ট্রিশা?"

ট্রিশা চোখ বন্ধ করে ফিসফিস করে বলে,
"তোমার নাম অর্নব... তুমি রুদ্র ছিলে না... MCP প্রথম তোমার ওপরই হয়েছিল। আর আমি... আমি ছিলাম সেই প্রথম phase-এর test subject। আমরা কেউই যা জানি, তা আসল নয়..."

ট্রিশা পড়ে যায়।

চারপাশ নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

ইশিতা কাঁপা গলায় বলে,
"তুমি কি বোঝাতে চাইলে, রুদ্রও এক সময় MCP-তে নিজের আসল পরিচয় ভুলে গেছে?"

রুদ্র এবার চোখ বন্ধ করে।

হঠাৎ মনে পড়ে এক টুকরো দৃশ্য—
সে ছোট ছিল, এক স্কুলে পড়ত। নাম অর্নব। হঠাৎ একদিন তাকে এক ইনস্টিটিউটে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর—শূন্যতা।
নতুন পরিচয়: রুদ্র।

তাহলে তার সারা জীবনের স্মৃতি কি আসল ছিল না?

✦অধ্যায় ৫০✦:

"স্মৃতির বিপরীত স্রোত"

ট্রিশা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে কাঠের মেঝেতে। রুদ্র তার কাঁধে মাথা রেখে কান পাতছে—হৃদস্পন্দন ধীর, কিন্তু জীবিত।

ইশিতা তড়িঘড়ি করে ওষুধের ব্যাগ থেকে ইনজেকশন বের করে।
"ওকে সময় দিতে হবে। REM তার ব্রেনের ফ্রন্টাল লোবে আঘাত করেছে। এটা কৃত্রিমভাবে ইমোশন ফ্লিপ করে দিচ্ছে।"

রুদ্র বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে থাকে ট্রিশার দিকে। মনে পড়ে ছোটবেলার সেই দিন, যখন একটা ছোট ছেলে স্কুলের ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল। তার নাম ছিল অর্নব। হঠাৎ কে যেন ডেকেছিল তাকে—
"অর্নব... তোমার নাম আজ থেকে রুদ্র।"

এই স্মৃতি সত্যি না কি ইনস্টলড?

ইশিতা এবার রুদ্রকে লক্ষ্য করে বলে,
"তুমি বুঝছো তো রুদ্র... মানে, অর্নব... তুমি প্রথম পরীক্ষা ছিলে। তোমার উপরMCP প্রয়োগ করে তোমার পুরনো স্মৃতিগুলো মুছে দেওয়া হয়, ট্রিশার সঙ্গে থাকা দিনগুলো মুছে ফেলে, আর আমাকে সেই জায়গায় বসানো হয়।"

রুদ্র স্তব্ধ। মাথার ভিতর স্মৃতির ঝড়।

ট্রিশা চোখ মেলে তাকায়—কাঁপা গলায় বলে,
"তুমি ভালোবাসতে আমায়... ওরা সেটাও মুছে দিয়েছে..."

রুদ্র তখন ট্রিশার হাত ধরে বলে,
"তোমার নাম এখনো আমার মনে আছে। অনুভবটা বদলায়নি। শুধু গল্পটা বদলে গেছে।"

হঠাৎ সেই মুহূর্তে দরজায় ধাক্কা।

একজন প্রবেশ করে—চোখে অদ্ভুত শীতলতা, গলায় স্পর্শকাতর কাঁচের মতো শব্দ।
"তোমাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে।"

তার নাম—ড. নীরব সেন।

NeuroTech-এর প্রাক্তন সিনিয়র সায়েন্টিস্ট। REM Protocol-এর মূল স্থপতি।

তার হাতে একটা ছোট মডিউল—**Neuro Reversal Unit (NRU)**।
যা একবার প্রয়োগ করলে, যেকোনো ব্যক্তির স্মৃতিকে 'ডিফল্ট ফর্ম'-এ ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু ঝুঁকি ভয়ানক—ব্যক্তিত্ব চিরতরে ভেঙে যেতে পারে।

ড. নীরব ঠান্ডা গলায় বলে,
"তোমরা জানো না, সত্যিকারের ভালোবাসা আর প্রোগ্রামড ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য কী? একটি তৈরি করা যায়, আর একটি ধ্বংস করা যায়।"

রুদ্র দাঁড়িয়ে পড়ে। গলায় চুপ চাপ শক্তি।
"আপনারা আমার স্মৃতি পাল্টেছেন। ভালোবাসা বদলেছেন। এখন আমি জানতে চাই—আমি কে? আমার সত্যি অনুভব কোথায়?"

ড. নীরব একটানা তাকিয়ে থাকে। তারপর হেসে বলে,
"বুঝে ফেলেছো। REM শুধু স্মৃতি নয়, ভালোবাসাকেও কোডে বদলে ফেলে।"

ঘরজুড়ে ভয়ানক নীরবতা।

ট্রিশা তখন কাঁপা কণ্ঠে বলে,
"আমার স্মৃতি ফেরত পেলে আমি আর আগের ট্রিশা হবো না... কিন্তু আমি চাই না রুদ্র আবার হারিয়ে যাক।"

ইশিতা এবার ট্রিশার কাঁধে হাত রেখে বলে,
"ভালোবাসা কেড়ে নেওয়া যায়, কিন্তু অনুভব থেমে থাকে না। আমরা আমাদের ভালোবাসাকে প্রমাণ করব—প্রযুক্তির বিরুদ্ধে।"

রুদ্র হাত বাড়ায় NRU-এর দিকে।

চোখে ভয়, মুখে দৃঢ়তা।

এক নতুন অধ্যায় শুরু হওয়ার মুখে।

✦অধ্যায় ৫১✦:

"স্মৃতির বিপ্লব"

রুদ্রর হাতে ধরা **NRU ডিভাইস**—ছোট্ট যন্ত্রটা যেন তার সমস্ত অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের ভার বহন করছে। সে তাকিয়ে থাকে ডিভাইসটার দিকে, যেন সেটাই তার জীবনের শেষ প্রশ্নপত্র।

ইশিতা গলা নিচু করে বলে,
"এটা খুব বিপজ্জনক। যদি তুমি এটা নিজে ব্যবহার করো... তবে তোমার ব্রেনের 'থ্যালামাস' পুরোপুরি শকড হয়ে যেতে পারে। তুমি হয়তো ভুলে যেতে পারো... আমাদের সকলকেই।"

রুদ্র শান্ত। চোখে জ্বলছে দ্বিধা আর দুঃসাহসের আলো।
"তাহলে হয়তো আমিই সত্যিটা জানতে পারবো। আমি যদি আমার 'পুরনো' আমি-তে ফিরি—তাহলে বোঝা যাবে কোনটা আমার আসল ভালোবাসা... তুমি, না ট্রিশা।"

ট্রিশা অশ্রুসজল চোখে চেয়ে থাকে।
"কিন্তু যদি ফিরে গিয়ে আর ফিরতে না পারো রুদ্র... যদি আমাদের এই মুহূর্তগুলো মুছে যায়?"

একটা থেমে থাকা সময়ের মতো মুহূর্ত।

তারপর রুদ্র ধীরে ধীরে নিজের কপালে **NRU** সেট করে। ইশিতা ছুটে আসে,
"না রুদ্র! এটা আত্ম-ধ্বংস নয়! এটা আত্ম-আবিষ্কার না-ও হতে পারে!"

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

এক মুহূর্তে আলো নিভে যায়। রুদ্রের চোখ খুলে থাকে, কিন্তু দৃষ্টি নিষ্প্রভ।

তার ব্রেন এখন একটি ভিন্নতর 'হিসাব'-এর ভিতর চলছে।
REM এবং **NRU** একসাথে রুদ্রের নিউরনে সংঘর্ষ করছে।

(মনের ভেতরের দৃশ্য)

রুদ্র হেঁটে চলছে একটা অন্ধকার করিডোরে।
চারপাশে অসংখ্য দরজা—সবগুলোতেই তার জীবনের ভিন্ন স্মৃতি আটকে আছে।
একটা দরজার ওপারে ট্রিশা—হাসছে।
আরেকটা দরজার ওপারে ইশিতা—চোখে কাঁদা-কাঁদা ভালোবাসা।

রুদ্র থেমে যায় মাঝখানের একটা দরজার সামনে।

সেখানে লেখা—

"অর্নব"

সে ধীরে ধীরে দরজাটা খোলে।

ভেতরে ছোট্ট একটা ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। হাতে ছবি আঁকার খাতা। খাতায় আঁকা—
একটা মেয়ে, ট্রিশা।

ছেলেটা বলে,
"তুই কে?"

রুদ্র কাঁপা গলায় বলে,
"তুই আমি... আমি তুই।"

ছেলেটা এক মুহূর্তে হেসে ওঠে।
"তাহলে মনে আছে! কিন্তু আমায় তো ওরা মুছে দিয়েছিল..."

হঠাৎ করিডোর কাঁপতে থাকে। স্মৃতির দরজাগুলো খুলে যেতে থাকে।

রুদ্র চোখ বন্ধ করে বলে,
"আমাকে পুরোটা মনে পড়ুক... কে ছিলাম, কাকে ভালোবেসেছিলাম, কাকে হারিয়েছিলাম।"

(বাস্তবে ফিরে)

ইশিতা, ট্রিশা আর ড. নীরব তাকিয়ে আছে—রুদ্রের শরীর নিথর, কিন্তু চোখ খোলা।

হঠাৎ তার চোখে ঝিলিক।

সে ধীরে ধীরে উঠে বসে।

চোখে যেন শত বছরের বোধ।

সে প্রথমে ট্রিশার দিকে তাকায়—
তারপর ধীরে ধীরে মুখ ফেরায় ইশিতার দিকে।

বলতে শুরু করে—

"তোমরা কেউ-ই আমার মিথ্যে নও।
তোমরা দু'জনই আমার জীবনের দুই বিপরীত সত্য।
তবে... যাকে মনে পড়তেই চোখ ভিজে আসে...
সে-ই আমার 'বাস্তব ভালোবাসা'..."

ট্রিশা এবং ইশিতা—দুজনেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছে।

রুদ্র মুখ তোলে।

সে এবার সিদ্ধান্ত জানাবে।

✦অধ্যায় ৫২✦:

"ভালোবাসা, বিভ্রম, এবং বিদ্রোহ"

রুদ্র এক মুহূর্তে চোখ বন্ধ করল। সময় থেমে গেল যেন।

ট্রিশা তার দিকে তাকিয়ে থাকে—ভেজা চোখে।
ইশিতা দাঁড়িয়ে—জল-ধোয়া নীরবতায়।

তবে এই রুদ্র, আগের রুদ্র নয়। তার চোখে এখন শুধু স্মৃতির আগুন নয়, আছে উপলব্ধির জ্বালা। সে যেন নিজের দুই দিক—"অর্নব" আর "রুদ্র"—দুই সত্তার মাঝে দাঁড়িয়ে।

সে ধীরে ধীরে বলে উঠল:

"ভালোবাসা যদি সত্যিই হয়, তবে সেটি স্মৃতির উপরে নির্ভর করে না... অনুভূতির উপরে দাঁড়ায়।"

ট্রিশা কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু রুদ্র হাত তোলে।
"ট্রিশা... তুমি আমার স্মৃতিতে ঢুকেছিলে। আমাকে মিথ্যা ভালোবাসার স্বপ্নে ভাসিয়ে রেখেছিলে MCP দিয়ে। আমি যাকে ভুলে গেছিলাম, সে আমার ভিতরের কোথাও বেঁচে ছিল—ইশিতা।"

ট্রিশার ঠোঁট কেঁপে ওঠে।
"আমি... আমি শুধু তোমায় ভালোবেসেছিলাম রুদ্র। তোমার কাছে ফিরতে চেয়েছিলাম। আমি চাইনি ও তোমায় কষ্ট দিক।"

ইশিতা এবার বলে ওঠে,
"ভালোবাসা কষ্ট দিলেও, সেটা যদি সত্য হয়—তা ফিরবেই। আর যদি মিথ্যা হয়... তবে তা স্মৃতি দিয়েও রক্ষা যায় না।"

রুদ্র এগিয়ে গিয়ে ট্রিশার মুখোমুখি দাঁড়াল।
তার গলা নরম, কিন্তু চোখ কঠিন।
"তুমি আমার মস্তিষ্কে হ্যাক করেছো। আমার হৃদয়েও।"

একটা নিঃশব্দ ঘূর্ণির মতো মুহূর্ত।

তারপর রুদ্র ঘুরে তাকাল ইশিতার দিকে।
তার চোখে এক ধরণের শান্তি।

"ইশিতা... আমি জানি না আমরা কোথায় গিয়ে থামব। হয়তো সামনে আবার এক MCP, আবার এক নতুন স্মৃতি হারানোর খেলা। কিন্তু আমি চাই... এই মুহূর্তটা, এই 'আমি' টা বাঁচুক।"

ইশিতা এগিয়ে এসে তার চোখে চোখ রাখে।

"আমি তো কখনও তোমায় ছাড়িনি, রুদ্র। তুমি হারালে, আমি ফিরে পেতে চেয়েছি। তুমি ভুললে, আমি মনে রেখেছি।"

ট্রিশা ধীরে ধীরে পেছনে হাঁটতে থাকে। তার মুখে বিষাদ, কিন্তু ভেতরে ঘূর্ণি।

তারপর সে হঠাৎ বলে ওঠে—

"তবে শুনে রাখো... NeuroTech শেষ হয়নি। আমি তাদের একটা মাত্র শাখা ছিলাম। MCP এখনো চলছে। আর এবার টার্গেট শুধু রুদ্র নয়, গোটা দেশ। ভালোবাসার উপর দিয়ে চলবে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ।"

রুদ্র তার দিকে একদৃষ্টে চায়।

"তুমি তাদের জন্য কাজ করোনি ট্রিশা, তুমি নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিলে।"

পরবর্তী মুহূর্তে

ড. নীরব প্রবেশ করে।

তার হাতে একটা মোটা ফাইল।
তাতে লেখা—
"Project: Mnemosyne — Phase II Initiated."

রুদ্র ফাইল খুলে দেখে—নতুন কিছু নাম... নতুন কিছু টার্গেট...
আর... তার নিজের নাম আবার সেখানে আছে।

একটা নতুন চক্র শুরু হতে চলেছে।

✦অধ্যায় ৫৩✦:

"মনস্তত্ত্বের খাঁচায় ভালোবাসা"

ঘড়ির কাঁটা থেমে থাকে না,
তবে কখনো কখনো সময় আটকে যায় মানুষের ভিতর।
স্মৃতির দরজাগুলো খুলে দেয় এমন সব কাহিনি,
যা কখনো গল্প নয়—বরং আত্মার নীচু স্বরে বলা এক স্বীকারোক্তি।

রুদ্র এখন **NeuroTech**-এর ল্যাবে বসে।
তার সামনে রাখা **Mnemosyne Project Phase II**-এর ফাইলটা
আরও ভয়ানক। শুধু স্মৃতি মুছে ফেলা নয়,
এবার **স্মৃতি তৈরি** করার পরিকল্পনা।

ইশিতা তার পাশে।
চোখে ক্লান্তি, তবু ভেতরে আগুন।

"রুদ্র," সে বলে,
"আমরা যদি কিছু না করি, ওরা মানুষের মনের ভিতর জাল গল্প বসিয়ে দেবে। কারও ভালোবাসা, ঘৃণা, বিশ্বাস... সবকিছু ওদের তৈরি করে দেওয়া কৃত্রিম অনুভূতি হয়ে যাবে।"

রুদ্র ফাইলটা পড়ে।
তাতে এক অজানা নাম—

"Subject ID: A-0912"
Status: Pending Implantation
Target Emotion: False Romantic Attachment
Implanted Memory Pair: Trisha - A0912

রুদ্র কেঁপে ওঠে।

"তাহলে... ট্রিশা কি নিজেও এক পরীক্ষার শিকার?"

ইশিতা আস্তে মাথা নাড়ে।
"তাকে ওরা শুধু মোহ দেখায়নি। তাকে দিয়ে কাজ করিয়েছে, ভুল ভালোবাসা বোঝায়েছে। ট্রিশা নিজেও জানত না সে শুধু এক মাধ্যম।"

ঠিক সেই সময় **ট্রিশা** প্রবেশ করে।
ক্লান্ত মুখে, নিরুপায় চোখে।

"রুদ্র... ইশিতা... আমি জানি তোমরা আমাকে ঘৃণা করো। কিন্তু আমি... আমি এখন বুঝি, আমিও ভালোবাসা শিখেছিলাম। যদিও ভুল জায়গায়। ভুল পদ্ধতিতে।"

রুদ্র তার দিকে তাকায়, নীরবে।

ট্রিশা ফাইলের দিকে ইঙ্গিত করে বলে—
"এই প্রোজেক্ট, Mnemosyne... এর পিছনে এক গোপন উপদেষ্টা আছে। তার নাম: ***ড. অদ্বৈত সান্যাল****। সে-ই মূল কুশীলব।"*

ইশিতা চমকে যায়।
"ড. অদ্বৈত তো আমাদের পুরনো মেন্টর ছিলো! ও-ই তো আমাদের 'Memory Integrity' শেখাত!"

ট্রিশা মাথা নিচু করে।

"হ্যাঁ। আর সেই 'Integrity'-ই আজ ভেঙে পড়েছে। আজকের MCP আর শুধু স্মৃতি সংশোধনের প্রকল্প নয়। এটি এক প্রকার সামাজিক অস্ত্র। যেটা দিয়ে মানুষের মনের ইতিহাস পর্যন্ত পাল্টে ফেলা হয়।"

এক মুহূর্তে, ল্যাবের সমস্ত আলো নিভে যায়।
একটি স্ক্রিন জ্বলে ওঠে।

এক কণ্ঠস্বর— ঠান্ডা, তীক্ষ্ণ, অমানবিক।

"Welcome back, Subject A-0001... or should I say, Rudra Arnob."

রুদ্র দাঁড়িয়ে পড়ে।

স্ক্রিনে ভেসে ওঠে ড. অদ্বৈত।

"তোমরা ভাবছো ভালোবাসা এমন কিছু যা হৃদয়ের? না, রুদ্র। ভালোবাসা হচ্ছে ***মানসিক প্রতিক্রিয়া****—যেটা আমরা প্রোগ্রাম করতে পারি। তুমি যেমন ইশিতাকে ভালোবাসো, তেমনভাবেই তুমি ট্রিশাকে ভালোবেসেছিলে—আমাদের পরিকল্পনায়।"*

ইশিতার চোখে পানি, কিন্তু ঠোঁটে দৃঢ়তা।

"ভালোবাসা প্রোগ্রাম হয় না, ডক্টর। সেটা জন্মায়।"

অদ্বৈতের কণ্ঠ থেমে যায়।

রুদ্র বলে—
"আমরা যদি মস্তিষ্কের কোডিং ভাঙতে পারি, তবে অনুভবের সত্যিকারের মানে ফিরিয়ে আনবো। ভালোবাসা কৃত্রিম হতে পারে না, যদি কেউ সেটা অনুভব করে নিজের ভিতর।

✦অধ্যায় ৫৪✦:

“স্মৃতির দরজায় রক্তাক্ত নিঃশ্বাস”

রুদ্রর মস্তিষ্ক যেন পুড়ে যাচ্ছিল। একদিকে ট্রিশার শীতল অথচ গভীর দৃষ্টির ভার, অন্যদিকে নিজের ভাঙা ভাঙা স্মৃতির ধাঁধা। কফির কাপটা ধরে থাকা হাত কাঁপছিল। এই মুহূর্তে কোনো কফি নয়—এই কাপটাও যেন এক অস্ত্র, এক জ্যামিতিক সত্য—যা তাকে বাস্তব আর বিভ্রমের মাঝখানে দোল খাওয়াচ্ছে।

“তুমি চাও আমি বিশ্বাস করি যে তুমি আমাকে ভালোবাসো?” ট্রিশার ঠোঁটে সেই চিরচেনা বিদ্রুপের হাসি।

“তুমি বলেছিলে তুমি MCP-তে অংশ নাওনি,” রুদ্রর কণ্ঠ যেন গভীর কুয়োর মতো নিঃসাড়, “কিন্তু আমি জেনেছি, তুমি ছিলে মূল ‘পাইলট প্রোজেক্ট’-এর অংশ। আমার বিরুদ্ধে একটা পরীক্ষামূলক ভালোবাসা।”

ট্রিশা চুপ করল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে রুদ্রর মুখোমুখি দাঁড়াল।

“ভালোবাসা কখনো পরীক্ষা হয় না রুদ্র,” তার কণ্ঠ হিমশীতল, “কিন্তু যখন কেউ ভালোবাসতে শেখে না, তখন ভালোবাসাকে বিজ্ঞান বানাতে হয়। MCP আমাদের সেটাই করতে বলেছিল।”

রুদ্রর চোখ ছলছল করছিল। “তুমি আমার স্মৃতি মুছে ফেলতে সাহায্য করেছিলে, ট্রিশা। তোমার হাসির আড়ালে লুকোনো ছিল আমার শেষ বিকেলের রক্তাক্ত সূর্যটা।”

একটা দীর্ঘ নিস্তব্ধতা। কফির কাপে ধোঁয়া ওঠে না, কিন্তু রুদ্রর ভেতর থেকে যেন একটা অগ্নিগর্ভ ধোঁয়া বের হচ্ছে।

“আমি শুধু তোমার প্রেম পেতে চেয়েছিলাম। আমি চাইনি তুমি আমার ভিতরে অন্য কাউকে ভালোবাসো। তাই আমি সেই ‘অন্যকে’ মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম।”

রুদ্র ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠল। তার চোখে ক্রোধ নয়, ছিল এক নিঃশব্দ ধ্বংসের শীতলতা।

“তুমি শুধু একটা মেমোরি পাল্টাওনি, ট্রিশা। তুমি একটা ভালোবাসার কবরে পেরেক মেরেছিলে। আজ থেকে, আমি সেই কবর খুঁড়ে সত্যি বের করব। আর MCP—তাদের পৃথিবী থেকে মুছে ফেলব।”

ট্রিশা এক মুহূর্তে থেমে গেল, তার ঠোঁট কেঁপে উঠল, কিন্তু বলল না কিছু। রুদ্র ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। পেছনে পড়ে রইল এক কাঠপুতুল-হয়ে-যাওয়া মেয়ে, যার চোখে জল নেই—কিন্তু যার হৃদয়ে এক হাজার শীতল সূর্যের বিস্ফোরণ।

✦অধ্যায় ৫৫✦:

“ভালোবাসার জাল যেখানে ছিঁড়ে যায়, ঠিক সেখানেই শুরু হয় প্রতিশোধ”

নৈঃশব্দ্য যেন রুদ্রর একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। সে এখন একা, এক অন্ধকার ঘরে বসে, চারদিকে কেবল কম্পিউটারের ঠাণ্ডা আলো। মুখোমুখি সে নিজেকেই খুঁজছে। ‘অর্ণব’—যে নামটা একসময় তার অস্তিত্বের মূলে ছিল, এখন যেন একটা হারানো ছায়া, কিন্তু সেই ছায়াই আবার জেগে উঠছে তার ভেতরে।

💡 **স্মৃতির প্রতিটি খণ্ড এখন খুঁজে ফিরছে তার প্রকৃত পরিচয়কে।**

ডেটা ফাইলগুলোর ভেতরে, MCP ল্যাবের সার্ভার হ্যাক করে সে এক একটি ভিডিও এক্সট্রাক্ট করছিল—ট্রিশার মুখ, তার হাসি, তার স্বীকারোক্তি—সবই এখন রেকর্ড। কিন্তু হঠাৎ একটি ভিডিও ক্লিপে দেখা গেল অন্য এক মুখ।
একজন নারী।
ইশিতা।

সে কথা বলছে এক বিজ্ঞানীর সঙ্গে—ভয় আর দৃঢ়তার এক মিশ্রণে। তার চোখে জল। সে বলছে, *"আমি রাজি হইনি... আমি MCP-তে অংশ নিইনি। আমার স্মৃতি... আমাকে জোর করে বদলে দিয়েছে।"*

রুদ্রর গা শিউরে উঠল।
ইশিতা সত্যিই তাকে ভুলে যায়নি—তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই প্রজেক্টের অংশ ছিল ট্রিশা।

রুদ্রর হৃদয় আবার ফেটে গেল—তবে এবার কান্নায় নয়, এক অনড় প্রতিজ্ঞায়।
“এই পৃথিবী তাদের ক্ষমা পেতে পারে না, যারা মানুষের ভালোবাসা মুছে দেয়।”

📂 সে MCP-এর মূল প্রোটোকল ফাইল নামাল। সেখানে ছিল ‘Phase Three’।
এই ধাপটা ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর—**একজন মানুষের মস্তিষ্কে অন্য এক মানুষের ব্যক্তিত্ব ইন্সটল করার প্রক্রিয়া।**

এই ধাপে **‘অর্ণব’-এর ব্যক্তিত্ব** রুদ্রর ওপর ইন্সটল করা হয়েছিল—যেন ইশিতার স্মৃতিতে রুদ্র এক ভিন্ন মানুষ হয়ে যায়।
রুদ্র নিজের কপালে হাত দিল—সব মিলিয়ে যাচ্ছে।
তার নাম, ব্যবহার, ভালোবাসা—সবকিছু ধীরে ধীরে কৃত্রিম করে তোলা হয়েছিল।

এবার সময় এসেছে প্রতিশোধের।

📍 সে NeuroTech-এর নিরাপত্তা সিস্টেম ভেঙে ভেতরে ঢোকার পরিকল্পনা করল। এবার আর শুধু হ্যাক নয়—সে যাবে নিজে। MCP-এর 'Core Memory Vault' থেকে সে উদ্ধার করবে ইশিতার আসল স্মৃতি। আর তার আগে সে বের করবে—**ট্রিশার আসল পরিচয়।**

হ্যাঁ, এখন আর কোনো ভুল নেই।
রুদ্র জানে, ট্রিশা শুধু প্রেমিকার মুখোশ পরে ছিল। তার সত্যিকারের পরিচয় ছিল—**MCP রিসার্চ সাইকলের হেড কগনিটিভ ডিজাইনার।**

আর আজ রাতেই—**রুদ্র পৌঁছাবে সেই ভবনে, যেখানে তাকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল, এখন যেখানে সে নিজেকে আবার গড়বে।**

✦অধ্যায় ৫৬✦:

"স্মৃতির গহ্বরে প্রবেশ, যেখানে ভালোবাসা বাঁচে না—শুধু যুদ্ধ টিকে থাকে"

রাত্রি ঠিক বারোটার ঘড়ির কাঁটা ছুঁয়েছে। শহর যেন ঘুমিয়ে গেছে, অথচ রুদ্রর চোখে এক বিন্দু নিদ্রাও নেই। তার গন্তব্য এখন সেই স্থান, যেখানে একদিন তার ভালোবাসা, স্মৃতি, এবং পরিচয়কে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল—**NeuroTech Institute**।

🔒 ভবনের নিরাপত্তা ছিল কঠিন, কিন্তু রুদ্র অর্ণব হয়ে উঠেছে—হ্যাকিং তার শিরায় বইছে। একেকটা লাইন কোড টাইপ করে সে যখন ভবনের বাইরের ফায়ারওয়াল ভাঙে, তার বুকের মধ্যে এক অজানা কাঁপন কাজ করছিল। কিন্তু সেটা ভয় নয়—**প্রেম আর প্রতিশোধের জটিল সংমিশ্রণ।**

📍 সে ভবনের ভিতরে ঢুকে পড়ল—কালো পোশাক, মুখ ঢাকা, হাতে একটি স্পেশাল EMP ডিভাইস।
নিচতলার নিরাপত্তা পেরিয়ে সে যখন লিফটে উঠল, তখন ট্রিশার একটি পুরনো ভয়েসমেইল বেজে উঠল তার ডিভাইসে—
"তুমি জানলে না রুদ্র, আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু ভালোবাসার থেকেও বড় ছিল প্রজেক্টটা। আমি চাইলে তোমার স্মৃতি রক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু আমি জানতাম—তুমি ফিরবে। ঠিক এভাবেই।"

রুদ্র এক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করল।
না, এবার আর ট্রিশার ছলনায় ধরা পড়বে না।
এবার সে সেই মেমোরি কোরে পৌঁছাবে, যেখানে রাখা আছে ইশিতার মুছে ফেলা স্মৃতির ব্যাকআপ।

🧠 **মেমোরি ভল্ট, সেকশন 4-B।**

দরজায় পৌঁছে রুদ্র দেখতে পেল এক বায়োমেট্রিক স্ক্যানার।
কিন্তু সে প্রস্তুত ছিল—ফেস আইডি স্ক্যানের জন্য সে ডাটাবেস থেকে MCP-এর প্রধান বিজ্ঞানী 'ডঃ শ্রীনিবাস'-এর থ্রি-ডি ম্যাপ তুলে এনেছিল।
স্ক্যান পার হলেই দরজা খুলে গেল।
ভেতরে প্রবেশ করতেই একের পর এক হলোগ্রাফিক স্ক্রিন—সবখানে ইশিতার মুখ।

👁 সে এক ভিডিও চালালো—
ইশিতা কাঁদছে, মুখে কথা—

"আমি রুদ্রকে ভুলতে চাই না। MCP আমার মস্তিষ্কের ভেতর ঢুকে তার প্রতিটি স্মৃতি মুছে ফেলেছে। আমি শুধু চাই, কেউ তাকে বলুক—আমি আজও ভালোবাসি।"

রুদ্র থমকে গেল। হাত কাঁপছে। চোখে জল।
কিন্তু সে জানে—**এখনো শেষ হয়নি।**

📂 সে সেই ফাইল রিস্টোর করল। মেমোরি রিকনস্ট্রাকশন শুরু হলো। তার প্রোগ্রাম অনুযায়ী, ইশিতার ব্রেইন ডিভাইসে সেই স্মৃতি আবার আপলোড হবে।
এটাই শেষ ভরসা—তাকে ফিরিয়ে আনার, তাকে তার ভালোবাসা ফিরিয়ে দেওয়ার।

🚨 ঠিক তখনই অ্যালার্ম বেজে উঠল।

"Unauthorized access detected in Core Memory Vault."

সাইরেন বাজছে, রেড লাইট ঝলকাচ্ছে।
পেছন থেকে ভেসে এল এক কণ্ঠ—
"তুমি এসেছো, রুদ্র। আমি জানতাম তুমি ফিরবে। কিন্তু আজ তুমি ফিরবে না। তুমি এখানেই শেষ হবে।"
—ট্রিশা।

সে হাতে অস্ত্র, চোখে আগুন।

রুদ্র ধীরে ঘুরে দাঁড়াল।
তার চোখে ভয় নয়—শুধু শান্তি।

"তুমি আমার স্মৃতি মুছে দিতে পেরেছো, কিন্তু ভালোবাসা না। আজ আমি শুধু ফিরিয়ে দিচ্ছি যা আমার ছিল। আর তোমার সময় ফুরিয়েছে, ট্রিশা।"

এবং তখনই... **সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল।**

✦অধ্যায় ৫৭✦:

“স্মৃতি যখন জেগে ওঠে, মিথ্যে ভেঙে পড়ে—আর সত্যি হয়ে ওঠে যুদ্ধ”

বাতাস যেন থেমে আছে। চারপাশে লাল আলো ঝলকাচ্ছে। ট্রিশার চোখে ভ্রান্ত এক জয়মন্ত্র—আর রুদ্রর চোখে নিঃশব্দ আত্মবিশ্বাস।
দুজন দাঁড়িয়ে আছে সেই ঘরে, যেখানে মানুষদের স্মৃতি চুরি করে তৈরি হয় নতুন ‘বাস্তবতা’।
এই সেই ঘর—যেখানে একদিন রুদ্র হারিয়েছিল ইশিতাকে, আর আজ ফেরাতে এসেছে সেই হারানো ভালোবাসা।

🧨 ট্রিশা ধীরে ধীরে বলল—
"রুদ্র, তুমি কিছুই জানো না। তুমি জানো না, আমি শুধু তোমার স্মৃতি পাল্টাইনি। তোমার ভালোবাসাকেও আমি প্রোগ্রাম করেছি। তুমি যে আজ ইশিতাকে ভালোবাসো, সেটাও আমার ছোঁয়া।"
রুদ্র হেসে ফেলল—নীরব, বিষাদে মোড়া সেই হাসি।

"তোমার ভুল এখানেই, ট্রিশা। ভালোবাসা কেউ প্রোগ্রাম করতে পারে না। এটা মস্তিষ্কে নয়, হৃদয়ে হয়।MCP শুধু স্মৃতি পাল্টাতে পারে, অনুভব নয়।"

ট্রিশার চোখে ক্রোধ জ্বলে উঠল।
সে বন্দুক তুলে ধরল—
"তাহলে এই অনুভব নিয়েই বিদায় নাও, রুদ্র।"

ঠিক তখনই পেছন থেকে মৃদু আওয়াজ।
একটি দরজা খুলে গেল।
আর সেই দরজায় দাঁড়িয়ে—**ইশিতা।**

👁‍🗨 তার চোখে জল, মুখে অবাক বিস্ময়।
"রুদ্র?"

রুদ্র তাকিয়ে রইল, তার সমস্ত যুদ্ধ, সমস্ত কষ্ট যেন এই একটি মুহূর্তের জন্য ছিল।
ট্রিশা চমকে উঠল—
"তা সম্ভব নয়! ওর স্মৃতি তো... আমি নিজে মুছে দিয়েছি!"

ইশিতা ধীরে এগিয়ে এল।
তার মুখে অদ্ভুত এক শীতলতা—

"তুমি আমার স্মৃতি মুছেছো, ট্রিশা। কিন্তু ভালোবাসা? তুমি জানো না ভালোবাসা কখনো মুছে যায় না। তুমি চুরি করেছো যা আমার নয়। আমি শুধু আমার সত্যিটুকু ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

ট্রিশা বন্দুক তাক করে গর্জে উঠল—**পাং!**

⏱️ ঠিক তখন রুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়ে ইশিতার দিকে, গুলি এসে লাগে তার কাঁধে।
রক্ত ঝরছে। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে আছে।
আর ট্রিশা? সেই গুলির শব্দেই বাহিরের নিরাপত্তাবাহিনী ছুটে এসেছে।

👮‍♀️ ট্রিশাকে ধরে ফেলা হলো।
তার চোখে অবিশ্বাস—
"তোমরা একে অপরকে এতটা ভালোবাসো?"

ইশিতা রুদ্রর গুলিবিদ্ধ হাতে হাত রাখল।
"তাকে ভালোবাসা মানেই ছিল সব হারানোর ঝুঁকি নেওয়া। আমি নিয়েছি। আর তুমি সেই ভালোবাসাকে বিজ্ঞান দিয়ে জিততে চেয়েছিলে। এটা ভালোবাসার যুদ্ধ ছিল, ট্রিশা। তোমার হারটাই নিশ্চিত ছিল।"

🚑 রুদ্রকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো।
ইশিতা তার পাশে বসে, কাঁপা হাতে রুদ্রর হাত ধরল।

রুদ্র হাসল—
_"তুমি ফিরে এসেছো?"
ইশিতা জবাব দিল—
"না রুদ্র, আমি কখনো যাইনি। তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে। আজ শুধু আমাদের স্মৃতি আবার জেগে উঠেছে।"

✦অধ্যায় ৫৮✦:

"ভালোবাসার মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়েই আশ্রয়"

রুদ্রর চোখ খুলতেই চোখে পড়ল সাদা ছাদের নরম আলো।
মাথার পাশে স্যালাইন ঝুলছে। কাঁধে ব্যান্ডেজ।
তবে যেটা সবচেয়ে আশ্চর্যের, সবচেয়ে শান্তির—ইশিতা ঠিক পাশে বসে।
চোখে গভীর ক্লান্তি, অথচ সেই চিরচেনা মায়া এখনও হারায়নি।

রুদ্র ফিসফিস করে বলে,
"তুমি এখনো আছো…?"
ইশিতা মাথা নাড়ে, চোখে জল ঝরছে।
"তোমার কথা ভুলে যাওয়া ছিল এক বিষাক্ত প্রতারণা। কিন্তু আমি তো ভুলিনি ভালোবাসতে।"

🧠 রুদ্রর স্মৃতির পর্দা যেন একে একে উন্মোচিত হচ্ছে।
সেই ছোটবেলার মাঠ, সেই চায়ের কাপের পাশে ইশিতার ঠোঁটের হাসি,
আর সেই রাতগুলো, যেখানে দুজনেই নীরব ভালোবাসায় জ্বলে পুড়েছে।

ইশিতা তার হাতটা শক্ত করে ধরে বলে,
"তুমি জানো, সেই রাতে আমি যখন ট্রিশার ক্লিনিকে চোখ খুললাম, আমার সবকিছু ছিল কুয়াশার মতো অস্পষ্ট।
কিন্তু কেবল একটি নাম—'রুদ্র'—আমার ভিতর কাঁপছিল।
সেই নামটা আমি জানতাম না কেন, জানি না।
কিন্তু হৃদয়ের গহীনে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল—তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।"

📂 MCP প্রজেক্ট-এর বিরুদ্ধে মামলা এখন জনসমক্ষে।
ট্রিশা পুলিশ হেফাজতে।
আর NeuroTech Institute-এর মুখোশও খসে পড়ছে একে একে।

রুদ্র বলে,
"তোমার ভালোবাসা আমাকে ফিরিয়ে এনেছে, ইশিতা। তুমি হারাওনি।
আমি জানি, আমাদের শেষ একসাথে হবে না।
কিন্তু এই কয়েকটা মুহূর্ত...এই সাথেই তো অনন্ত ভালোবাসা।"

ইশিতা চোখ মুছে হাসে।
"আমি মিল চাই না, রুদ্র।
আমি চাই, যতদিন বেঁচে থাকো, ভালোবাসো আমাকে সেই নিঃশব্দ ভালোবাসায়...
যেখানে কথা কম, অনুভব বেশি।"

🌀 হাসপাতালের জানালার বাইরে রাত নেমে এসেছে।
তারা জ্বলে উঠছে।
এই নিঃশব্দ রাতে, রুদ্র আর ইশিতা একে অপরের চোখে চোখ রাখে।
অশ্রু ঝরছে, অথচ সেই অশ্রুতে রয়েছে আত্মার শান্তি।

✦অধ্যায় ৫৯✦:

"যে ভালোবাসে, সে স্মৃতি নয়—স্বত্বা চায়"

রুদ্রর গলা দিয়ে ধীরে ধীরে শক্তি ফিরছে।
তবে তার চোখের ভাষা বদলে গেছে।
কোনো রোম্যান্টিক উত্তাপ নয়—বরং গভীর, স্থির এক দৃষ্টি।
যেমন কেউ মনের ভিতর খুব কষ্টের একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

ইশিতা জানে না, এই মুহূর্তে রুদ্র তার জন্য সবচেয়ে বড় ভালোবাসার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে।
যে ভালোবাসা কোনো কবিতায় লেখা হয় না।
যে ভালোবাসা নিঃশব্দে নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দেয় অন্যের মুক্তির জন্য।

🧠 **NeuroTech Institute**।
বহিরাগতদের জন্য বন্ধ, কিন্তু রুদ্র জানে এর প্রতিটি কোণ, প্রতিটি করিডোর।
এই প্রতিষ্ঠানের এক অন্ধকার গর্ভেই সৃষ্টি হয়েছিল **MCP (Memory Correction Protocol)**—
যে প্রযুক্তি ভালোবাসা, ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাস—সবকিছুকে মুছে দিয়ে নতুন স্মৃতি ইনপ্লান্ট করে দিতে পারে।

রুদ্রের ভাবনায় ভেসে উঠে ট্রিশার সেই ঠান্ডা গলা—
"ভালোবাসা কোনো স্মৃতি নয়, রুদ্র। এটা একটি কনসেপ্ট মাত্র। আমরা সেটাও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি।"

আজ, রুদ্র এই 'ঈশ্বর-সদৃশ' বিজ্ঞানকেই ধ্বংস করবে।

🌙 সেই রাত।
ইশিতার হাতে চায়ের কাপ, চোখে প্রশান্তি।
সে জানে না, ঠিক এই মুহূর্তে রুদ্র তার মোবাইলে শেষ চিঠিটা লিখছে।

"ইশিতা,
তুমি ছিলে আমার সমস্ত।
কিন্তু আমি জানি, আমাদের প্রেম কখনো শেষ পর্যন্ত পৌঁছাবে না।
ভালোবাসা সবসময় মিল চায় না, অনেক সময় নিজেকে হারিয়েও প্রিয় মানুষকে রক্ষা করতে হয়।
আজ আমি হারাতে যাচ্ছি, কিন্তু বিনিময়ে তুমি ফিরে পাবে তোমার স্মৃতি—
বিশুদ্ধ, বিকৃতিহীন, আর MCP মুক্ত।
ভালো থেকো...
— রুদ্র (অথবা ornob, যে-ই ছিলাম)"

🎯 রাত তিনটা।
রুদ্র ঢুকে পড়ে NeuroTech এর সার্ভার রুমে।
এক্সেস কোড তার জানা, ট্রিশার স্মৃতি থেকে সে কৌশলে সংগ্রহ করেছে সব।

একটা প্রোগ্রাম চালু করে, যেটা MCP এর মূল ফ্রেমওয়ার্ককে **Self Destruct** কমান্ড পাঠায়।

সার্ভারের লাল আলো জ্বলে ওঠে।

সেই সঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইশিতার সেই চঞ্চল মুখ—
সেই স্কুলড্রেসের হাসি, সেই নরম চোখে ভালোবাসা।

🔥 **ধ্বংস শুরু হয়।**

সার্ভার থেকে ধোঁয়া উঠতে থাকে।
NeuroTech এর ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ানক অধ্যায়ের সমাপ্তি হচ্ছে।

রুদ্র জানে, সে হয়তো আর ফিরতে পারবে না।
কিন্তু আজ, সে সব ভুলে নতুন করে ইশিতাকে তার নিজের স্মৃতিতে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

✦অধ্যায় ৬০✦:

"স্মৃতির নীচে চাপা দেওয়া প্রেম—জেগে ওঠে আগুনের মতো"

ঢাকা শহরের আকাশ আজ অদ্ভুত শান্ত।
যেন কিছু একটা ঘটেছে, যেটা শহরের সব শব্দ নিঃশব্দ করে দিয়েছে।

ইশিতা বসে আছে হাসপাতালের করিডোরে।
তার হাতে একটা পুরোনো ডায়েরি—যেটা নাকি তার নিজেরই লেখা, অথচ কোনো স্মৃতি নেই।
ডায়েরির পাতাগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রুদ্র নামের ছেলেটির উপস্থিতি।
আশ্চর্যভাবে, প্রতিটি শব্দের মধ্যে তার হৃদয় কাঁপে।
কেন?
কেন এই নামটাই এত পরিচিত, অথচ এত অচেনা?

📩 হঠাৎ তার ফোনে আসে একটি অজানা নম্বর থেকে ইমেল—
Subject: **"শেষ চিঠি"**

ইশিতা পড়ে...
আর প্রতিটি লাইন পড়ার সাথে সাথে যেন মাথার ভিতর একের পর এক দরজা খুলে যেতে থাকে।
যে ভালোবাসা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই ভালোবাসাই আবার নিজেকে চিনিয়ে দেয়।

🧠 "তুমি ছিলে আমার সমস্ত...
ভালো থেকো... — রুদ্র (অথবা ornob, যে-ই ছিলাম)"

চোখের পাতা ভিজে ওঠে।
হৃদয়ের গভীরে জমে থাকা এক চিৎকার মাথা গর্জে ওঠে—
"তুমি কে ছিলে জানতাম না, কিন্তু এখন জানি—তুমি আমার ভালোবাসা ছিলে।"

সে জানে না রুদ্র কোথায়।
সে জানে না, সে বেঁচে আছে কিনা।
কিন্তু আজ সে বুঝেছে, তার মনের ভিতরে রুদ্রের অস্তিত্ব কখনো মুছে যায়নি।

🌆 ঠিক সেই মুহূর্তে হাসপাতালের নিচে অজানা এক গাড়ি এসে দাঁড়ায়।
ড্রাইভার জানায়—
"একজন ছেলেকে এখানে ভর্তি করা হয়েছে কয়েক ঘন্টা আগে। নাম জানা যায়নি, কিন্তু তার হাতে ধরা ছিল একটি ভাঙা চশমা ও একটি চিঠি।"

ইশিতার হৃদয় কেঁপে ওঠে।
সে দৌড়ে যায়।

🚪ICU-এর সামনে দাঁড়িয়ে নার্স বলে—
“তার শারীরিক অবস্থা জটিল… কিন্তু কেউ যেন তার নাম ধরে ডাকলে চোখের কোণ দিয়ে অশ্রু পড়ে।”

ইশিতা ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ঢোকে।
বিছানায় শুয়ে থাকা অর্ধ-মৃত যুবকের মুখে অক্সিজেন মাস্ক।
চোখ বন্ধ, শরীর নিস্তেজ।

কিন্তু তার মুখটা—
হ্যাঁ, এ সেই মুখ।
যেটা তার মস্তিষ্ক ভুলিয়ে দিলেও হৃদয় কোনোদিন ভুলতে পারেনি।

“রুদ্র…!”
শব্দটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে, যেন কার্ডিও মনিটরের হার্টবিট এক ধাক্কায় উঠে যায়।

⏳ ইশিতা তার কাঁপা কাঁপা হাতে ছুঁয়ে দেয় রুদ্রের কপাল।
তার চোখ খুলে না।
কিন্তু ঠোঁট নড়ে—

“ই…শি…তা…”

চোখ দিয়ে অশ্রু পড়ে।

✦ অধ্যায় ৬১✦:

"ভুলে যাওয়া ভালোবাসা যখন স্মৃতির গভীরে ধাক্কা দেয়"

হাসপাতালের ICU-তে নিস্তব্ধতা।
মনিটরে হৃদস্পন্দনের টুকরো শব্দগুলো যেন হঠাৎ করে জীবনের দিকে ফিরে তাকানোর ডাক।

রুদ্র নিঃশব্দে শুয়ে আছে, শরীর নিস্তেজ।
কিন্তু ইশিতা জানে—তার ভেতরে কোথাও সে এখনও আছে।
ভালোবাসা ভুলিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মুছে ফেলা যায় না।
ভালোবাসা কখনও ফাইল ডিলিট নয়—এটা মস্তিষ্কে লেখা একধরনের **permanent overwrite-proof code**।

🧠 MCP যে স্মৃতি মুছে দিয়েছিল, সেই স্মৃতি এখন নিজেই ফিরে আসতে চাইছে।
Trisha'র পরিকল্পনা ছিল একটাই—রুদ্রকে নিজের করে নেওয়া।
সে চেয়েছিল ইশিতার জায়গা দখল করতে।
কিন্তু সে বোঝেনি, প্রেম কোনো ফাইল নয় যেটা Cut-Paste করা যায়।

🕛 রাত বাড়ে।
ICU-র সামনে বসে ইশিতা তার হাত চেপে ধরে বলে,

"তুমি শোনো না, রুদ্র? আমি জানি তুমি শোনো।
আমি জানি, তুমি Ornob…
আমার ছেলেবেলার বন্ধুটি, আমার ঝগড়াটে সাথী, আমার সেই মানুষটা—
যে কখনও বলতো না ভালোবাসি, কিন্তু একেকটা কথায় সব বলে ফেলতো।"

🤘 ঠিক তখনই দৃশ্যপটে আসে Trisha।
তার চোখে অদ্ভুত এক নির্লজ্জ আত্মবিশ্বাস।

"তুমি কি ভাবছো, রুদ্র তোমার কাছে ফিরবে?"
সে ফিসফিস করে বলে,
"আমি তার মস্তিষ্ক থেকে তোমার অস্তিত্ব মুছে ফেলেছি।
সে এখন আমার।
যেমনটা NeuroTech Institute চেয়েছিল—MCP সফল।"

ইশিতা শান্তভাবে তাকায়।
তার কণ্ঠে কোনো রাগ নেই—
শুধু দৃঢ়তা।

"ভালোবাসা কখনও প্রযুক্তি দিয়ে পরাজিত হয় না, Trisha।
তুমি MCP দিয়ে স্মৃতি মুছতে পারো,
কিন্তু হৃদয়ের কান্না আটকাতে পারো না।"

📌 হঠাৎ রুদ্রের আঙুল একটুখানি নড়ে ওঠে।
মনিটরে হৃদস্পন্দনের গ্রাফটা কাঁপে।

Trisha ভীত হয়ে পেছনে সরে আসে।
তার চোখে ভয়ের ছায়া।

"না... এটা অসম্ভব... MCP এর পরেও...?"
সে ফিসফিস করে।

⏳ রুদ্র চোখ খোলে ধীরে ধীরে।
ধূসর চোখজোড়া স্থির হয়ে থাকে ইশিতার দিকে।

সে তাকায়।
দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে বলে—

"তুই... আবার আমায় জাগিয়ে দিলি ইশু..."

শব্দটা বেরিয়ে এলে যেন আকাশ চিড়ে হাসে ইশিতা।
কিন্তু সেই হাসির মাঝে একফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে।

"রুদ্র, তুই ফিরেছিস...?"
"না," সে বলে।
"আমি Ornob হয়ে ফিরেছি..."

📘 কিন্তু এই ফিরে আসার আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

একটা হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ হাসপাতালের নিচতলার ল্যাব থেকে আসে।
Trisha পেছনে ঘুরে দৌড়ায়।
রুদ্র উঠে বসে, কিন্তু তার চোখে চেতনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে ভয়ংকর একটা স্মৃতি—

MCP এর শেষ ধাপ—"Subject Removal Protocol."
যেটা যদি reverse হয়, তখন Subject এর memory overload হয়ে ব্রেইনে ঝড় তৈরি হয়।

🎬 ঠিক তখনই ইশিতা বলে—

"রুদ্র, আমাদের পালাতে হবে... Trisha তোমার স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়ে এখন তোমাকে শেষ করতে চায়!"

✦ অধ্যায় ৬২✦:

"ভালোবাসা যখন পালাতে চায়, তখনও পৃথিবী তাকে খুঁজে ফেরে..."

রুদ্রের চোখে তখন দুইরকম আলো—
একদিকে ফিরে পাওয়া ভালোবাসার উষ্ণতা,
অন্যদিকে এক আশঙ্কা—নিজের স্মৃতি যদি আবার হারিয়ে যায়?

🧬 হাসপাতালের করিডোরে আলো-আঁধারির মধ্যে ইশিতা তার হাত ধরে টেনে নেয়,
"চলো, এখান থেকে বেরোতে হবে। MCP-এর রিভার্স ইমপ্যাক্ট যেকোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে!"

রুদ্র বলে, "তুই কে বললিস আমি পালাতে চাই? আমি ফিরে এসেছি তোর জন্য, আজ আমি লড়তে চাই!"

🔬 সেই মুহূর্তে Trisha হাসপাতালের গোপন ল্যাবে দাঁড়িয়ে NeuroTech-এর হেড-সার্ভারে শেষ কমান্ড টাইপ করছে।

```
> Execute Removal Protocol: Target - Subject Ornob Das (RUDRA ID: X943)
```

তার ঠোঁটে ঠান্ডা হাসি।
"ভালোবাসা? হা! ভালোবাসা একটা chemical illusion.
আর MCP? এটা সেই মায়ার ভাঙন। আজ সব শেষ হবে!"

💉 অন্যদিকে ইশিতা আর রুদ্র ছুটছে হাসপাতালের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে।
ভিতরে ভয়, বুক ধড়ফড়, কিন্তু একসঙ্গে থাকা মানেই সাহস।

ইশিতা বলে, “রুদ্র, MCP যদি আবার তোকে আঘাত করে... আমি তোকে হারাতে চাই না।”
রুদ্র একটু হেসে বলে, “তাহলে ধরে রাখিস। আমি যদি হারাই, তোর হাত না ছাড়লে, মনে হবে আজও বেঁচে আছি।”

🚨 ঠিক তখনই সাইরেন বাজে।
পুরো বিল্ডিং লকডাউন মোডে যায়।
Trisha ঘোষণা দেয়—
"Escape Protocol Activated. Subjects will be terminated."

🧠 কিন্তু রুদ্র আর রুদ্র নেই। সে এখন নিজের মস্তিষ্ককেই হ্যাক করতে পারে।
"ইশু, আমি জানি কোথায় ওরা আমাকে আটকে রেখেছিল। NeuroTech-এর mainframe-এ আমার ব্রেইনের ডিজিটাল রেপ্লিকা আছে। আমি ওদের ঢুকে, ওদের শেষ করব!"

🌪️ নিচতলার গোপন ল্যাবে পৌঁছায় তারা।
Trisha সামনে দাঁড়িয়ে।
তার হাতে ট্রিগার—"Subject Termination Switch"।

"একটা বাটন চাপলেই সব শেষ, Rudra। এই ভালোবাসার নাটক, এই 'psychological fairy tale'—
সব মুছে যাবে!"

🔫 রুদ্র এগিয়ে যায়।
"তুই একটা বিষয় বুঝিসনি Trisha।
ভালোবাসা কখনও মুছে যায় না। এটা code নয়, এটা অস্তিত্ব।"

তিনি নিজেই ট্রিগারের বদলে সার্ভার নিজে হ্যাক করতে শুরু করে।
Trisha চিৎকার করে ওঠে—
"না! এটা করলে তোর মস্তিষ্কে Overload হয়ে যাবে!"

📉 "তবুও আমি করব। কারণ এই মুহূর্তটাই আমার সত্য।
তোর তৈরি করা মিথ্যে জীবন আমি চাই না,
আমি চাই ইশিতার সেই চোখদুটো… যেগুলো আমায় Ornob করে তোলে।"

⚡ হঠাৎ, আলো নিভে যায়।
মনিটরে শব্দ—*Data Overload… Memory Fragmentation…*
Trisha দৌড়ে আসে বাধা দিতে—

🕯️ ঠিক তখন, ইশিতা চিৎকার করে—

"রুদ্র… থাম!"

রুদ্র হাসে—শেষ হাসি।
সে বলে—
"ভালোবাসা যদি হারাতে হয়,
তাহলে সেটা শেষ ভালোবাসার মতোই হোক।
মুছে যাক আমি… কিন্তু থেকে যাক তুই, ইশু…"

ENTER

Everything goes blank.

✦ অধ্যায় ৬৩✦:

"স্মৃতি যদি ফিরে না আসে, ভালোবাসা কি ফিরে আসে?"

🕯️
ঘুম ভাঙে ধীরে।
একটা পরিচিত গন্ধ—অ্যালোভেরার হালকা স্নিগ্ধতা,
চোখ খুলতেই দেখা যায়—ছাদে ছোট্ট একটা ফ্যান ঘুরছে।
তার নিচে সাদা শিটে ঢাকা বিছানা।
আর পাশে বসে আছে একজোড়া চোখ,
যার চাহনিতে শুধু প্রশ্ন—

"তুমি কে?"

🫧 ইশিতা তখন রুদ্রের সামনে বসে।
তার চোখে জল, ঠোঁটে লুকোনো আর্তনাদ।
রুদ্র তাকিয়ে থাকে নিঃশব্দে, যেন সে কিছু খুঁজছে।

"তুমি চেনো আমাকে?" — ইশিতার গলা কাঁপে।

রুদ্র হেসে ফেলে হঠাৎ।
"তোমাকে দেখে আমার মনে হয়... যেন বহু বছর আগে কোথাও দেখা হয়েছিল।"
তারপর সে আবার চুপ।
একটা খালি চশমার ফ্রেম হাতে ঘোরাতে থাকে।
চশমার কাঁচ নেই—শুধু ফ্রেম,
যা কোনো এককালের স্মৃতির প্রতীক।

🧠 রুদ্র এখন স্মৃতিশূন্য।
কিন্তু হৃদয়ে, অজান্তেই জমে আছে ভালোবাসার ছায়া।

🔮 রাতে ইশিতা একা বসে ডায়েরি লেখে—

"আজও সে আমায় ভালোবাসে কিনা জানি না।
কিন্তু যখন সে আমার দিকে তাকায়,
মনে হয় তার চোখের ভাষা ভুলে গেলেও
আমার নামটা সে এখনো মনে রাখে... হৃদয়ে।"

📂 এদিকে Trisha–
একটা গুপ্ত কনটেইনার খুলছে
যেখানে MCP-এর ‘backdoor fragment’ রাখা ছিল।

🧬 Trisha নিজেই এখন নিজের আবিষ্কারের শিকার।
রুদ্রকে শেষ করতে গিয়েও সে নিজের হৃদয়কেই বদলে ফেলেছে।
তার নিজের মধ্যেই শুরু হয়েছে সাইকোলজিক্যাল যুদ্ধ—

Trisha vs Trisha

📺 সে একটা ভিডিও চালায় যেখানে দেখা যায়—
রুদ্র, বহুদিন আগে, ইশিতার একটা ছবি হাতে বসে বলছে—

"তুই চাইলেই আমি তোর সব ভুলে যাবো, ইশু।
কিন্তু তুই চাইলেও আমি তোকে ভালোবাসা ভুলব না।
তুই থাকলে থাকিস, না থাকলেও— তুই আমার হৃদয়ের তলায় বাস করবি, নিঃশব্দে..."

📼 সেই ভিডিও দেখে Trisha এক চোরা কান্না চেপে ফেলে।
নিজের তৈরি প্রজেক্ট নিজেকেই প্রশ্ন করছে—

"তুই কি সত্যিই ভালোবাসা ডিলিট করতে পারিস Trisha?"

✦অধ্যায় ৬৪✦:

"স্মৃতি আর ভালোবাসার অমোঘ বন্ধন"

রুদ্ধ শ্বাসে রুদ্র চোখ খুলল। চারিদিকে অচেনা চারপাশ।
শুধু একটি শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ,
আর এক নিঃশব্দ হৃদয়ের স্পন্দন।
স্মৃতির গহীনে হারিয়ে যাওয়া একটা নাম—ইশিতা।
যাকে সে ভুলতে চেয়েছিল,
কিন্তু ভুলে যায়নি কখনো।

ইশিতা পাশে বসে আছে, তার চোখে আছে অনাবিল ভালোবাসার আভাস।
তবে রুদ্র তাকে চিনতে পারছে না। মনে হচ্ছে,
তার ভালোবাসার গভীরতা শুধু তার হৃদয়ে গোপন
একটি রহস্যময় মূর্তি।

"তুমি কে?"—রুদ্রের ঠোঁট থেকে বের হলো কোমল কিন্তু ভ্রূকুটি ভারাক্রান্ত কণ্ঠ।
ইশিতা তার হাত ছুঁয়ে বলল, "আমি তোমার হারানো স্মৃতি,
তোমার নিঃশব্দ ভালোবাসা।"

রাত্রির আকাশে ছড়িয়ে থাকা তারা যেন এই কথাগুলো শুনছিলো।
রুদ্ধশ্বাস তাদের মায়াজাল ভেঙে একটি নতুন আকাশ রচনা করছিলো,
যেখানে ভালোবাসা আর স্মৃতির মাঝে এক অদৃশ্য সেতুবন্ধন গড়ে উঠছিলো।

Trisha, MCP প্রকল্পের মূর্তি,
অন্ধকারের কোণে দাঁড়িয়ে নিজের আবিষ্কারের স্রোতে হারিয়ে যাচ্ছিলো।
তাকে নিয়ে গড়ে উঠছে এক নতুন নাটক,
যেখানে প্রেম, বিশ্বাস আর ক্ষমতার টানাপোড়েন।

"তুমি কি সত্যিই ভালোবাসা মুছে ফেলতে পারবে?"
নিজেকে প্রশ্ন করছিলো Trisha।
তার ভিতর চলছে এক গভীর সাইকোলজিক্যাল যুদ্ধ—
যেখানে প্রকল্পের মানবিকতা আর ব্যক্তিগত ব্যর্থতা মুখোমুখি।

রুদ্রের মনে হচ্ছিলো, ভালোবাসা হারানো স্মৃতির মাঝে মিশে আছে—
একটি অদৃশ্য সীমানা,
যা কখনো পেরোতে পারবে না কোনো প্রযুক্তি।

✦অধ্যায় ৬৫✦:

"হারানো স্মৃতির খোঁজে"

রুদ্রের মন জর্জরিত, স্মৃতির অস্পষ্ট ছায়ায় ঘেরা।
প্রতিটি কোণে লুকিয়ে আছে ইশিতার নাম।
তবে মনে হয়, যেন একটি গাঢ় কুয়াশা তার হৃদয়কে ঢেকে রেখেছে।
মনে পড়ে না ঠিক কী হয়েছিল,
কেন সে এতটা দূরে সরে গিয়েছিল।

Trisha'র মুখে হাসির রেখা,
কিন্তু চোখে ছিলো অদ্ভুত এক আভা—
একটু লুকানো, একটু বিপজ্জনক।
MCP প্রকল্পের ছায়ায় সে যেন একটি দোসর হয়ে উঠেছে,
যিনি রুদ্ধশ্বাস খেলায় সবাইকে আটকে রেখেছে।

রুদ্র জানতে চায়—"তুমি কি আমার সত্যিকারের বন্ধু নাকি শত্রু?"
Trisha উত্তর দেয়, "সবই সময়ের খেলা, রুদ্র।
মনে রেখো, ভালোবাসা কখনো পুরোপুরি হারায় না।
শুধু কখনো কখনো অন্য আকার নেয়।"

ইশিতার কাছে ফিরে আসার আকুতি তার অন্তরকে ছুঁয়ে যায়।
সে লড়ছে নিজের হারানো স্মৃতির সঙ্গে,
যে স্মৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল MCP।

বাতাসে মিশে আসছে নতুন এক সূর্যের আলোর প্রতিশ্রুতি,
যা রহস্য, ভালোবাসা আর বিশ্বাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনা।
কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—
কী হবে যখন স্মৃতি ফিরে আসবে?
বিড়ম্বনা নাকি মুক্তির গান?

✦অধ্যায় ৬৬✦:

"স্মৃতি ফেরানোর ঘূর্ণিপাকে"

রুদ্রের চোখে তখন অদ্ভুত এক জেদ।
Trisha'র বলা কথাগুলো মন থেকে নামছে না।
সে জানে—এই মেয়েটি কেবল একটা চরিত্র নয়,
এই গোটা নাটকের গভীরে তার কী ভূমিকা আছে তা জানতে হবে।

রাত গভীর, জানালার ওপারে জেগে আছে শহর।
রুদ্র একা বসে আছে তার ঘরের ডেস্কে,
টেবিলের ওপর ছড়িয়ে আছে NeuroTech-এর ফাইল,
MCP প্রোটোকলের প্যাঁচানো পৃষ্ঠা।

"এই ফাইলেই কোথাও লুকিয়ে আছে আমার হারানো স্মৃতির চাবিকাঠি,"
সে ফিসফিস করে।
অথচ প্রতিটি লাইন যেন আরও ঘোলাটে করে তুলছে তার অতীত।

Trisha আস্তে করে ঢোকে রুমে।
তার মুখে এক চাপা হাসি।
"তুমি সত্যিই পাল্টে গেছ, Ornob। তোমার পুরোনো নামটা মনে আছে তো?"

রুদ্র চমকে ওঠে—"Ornob?"
Trisha হাসে—"হ্যাঁ, তুমি তখন Ornob ছিলে। MCP-তে ঢোকার আগে।"
একটা গা ছমছমে নীরবতা নেমে আসে ঘরে।

রুদ্র ধীরে ধীরে মনে করতে থাকে—
শৈশবের এক মেয়ের মুখ।
হাসিমুখ, সাদা অ্যাপ্রোন, হাসপাতালের গন্ধ,
ইশিতা।

Trisha কাছে এসে বলে, "তোমার স্মৃতি মুছে দেওয়া হয়েছিল MCP-এর এক্সপেরিমেন্টে।
তোমাকে ইশিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে,
তারপর সেই শূন্যতায় আমি ঢুকেছিলাম।
আমিও শুধু একটা পেইনের অংশ।"

রুদ্র ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়।
"তুমি কেন করেছিলে Trisha?" তার গলায় শূন্যতা।

Trisha চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর বলে—
"কারণ আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম।
কিন্তু আমি জানতাম, ইশিতাকে না সরালে তুমি কোনোদিনই আমার দিকে ফিরবে না।"

একটা পিন পতনের শব্দ নেই চারপাশে।
শুধু হৃদয়ভাঙা স্বীকারোক্তি।

রুদ্র জানে, সত্যটা জেনে গেছে সে।
এখন শুধু লড়াই—নিজেকে ফিরে পাওয়ার,
ইশিতাকে ফিরে পাওয়ার,
আর MCP নামক অন্ধকার গবেষণার মুখোশ সরানোর।

শেষ দৃশ্য—রুদ্র কম্পিউটারে একটি নতুন ফাইল খুলছে—
নাম দেয় **"Reverse MCP Protocol"**।

✦অধ্যায় ৬৭✦:

"স্মৃতির দরজা খুলছে"

রুদ্র রাতের আধারে তাকিয়ে থাকে কম্পিউটারের স্ক্রিনে।
'Reverse MCP Protocol'—এই নামটাই যেন তার মনে নতুন এক বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেয়।
সে জানে, এই যন্ত্রটি আর কোনো সাধারণ কোড নয়—
এটি তার নিজের অস্তিত্ব ফিরে পাওয়ার শেষ ভরসা।

রুদ্র টাইপ করতে থাকে...
প্রতিটি কী চাপা যেন একেকটা যন্ত্রণার পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে আসছে।
তার আঙুল কাঁপে, হৃদয় ধুকপুক করে।
মনে পড়ে যায় ইশিতার কণ্ঠ,
"রুদ্র, ভালোবাসা কখনও সার্জারির মতো নির্ধারিত হয় না, এটা একটা প্রবাহ..."

সে থেমে যায়।

ঠিক তখনই Trisha আসে তার পেছনে দাঁড়িয়ে।
তার চোখে জল—কিন্তু মুখে এখন আর সেই আগের ছায়া নেই।
Trisha জানে—সে হেরে গেছে।
তবুও বলে—
"তুমি তাকে সত্যিই ভালোবেসেছো, রুদ্র। আমি কেবল তোমার মস্তিষ্কে স্থান চেয়েছিলাম, কিন্তু সে ছিল তোমার হৃদয়ে।"

রুদ্র ধীরে ঘুরে দাঁড়ায়।
তার চোখে কষ্ট, কিন্তু ঘৃণা নয়।

"Trisha, তুমি একটা ভুল করেছিলে। কিন্তু আমি জানি, তুমিও একটা শিকার। আমাদের সবাইকে ব্যবহৃত করা হয়েছে।"

Trisha মাথা নিচু করে।
"তুমি যদি কখনও ফিরে পাও... ইশিতাকে... বলো আমি দুঃখিত। আমি শুধু ভালবাসতে চেয়েছিলাম।"

এই প্রথম Trisha আসল Trisha হয়ে ওঠে।

রুদ্র আবার ফিরে আসে স্ক্রিনে।
'RUN MEMORY REVERSION'
কমান্ড লিখে সে এন্টার চাপে।

এক ঝলক তীব্র আলো—
এক মুহূর্তে তার চোখ বন্ধ হয়ে যায়।
মস্তিষ্কে প্রবল ঝড় ওঠে।

...
একটি হাসপাতালের বারান্দা...
একটি সাদা অ্যাপ্রোন...
ইশিতা হাঁটছে, ধীরে ধীরে পেছনে তাকিয়ে হাসছে।
"রুদ্র, তুমি দেরি করছো!"
...

রুদ্র চিৎকার করে ওঠে—"ইশিতা!"

সে ঘাম ভেজা শরীরে উঠে পড়ে।
তার মনে স্পষ্ট—ইশিতা ফিরে এসেছে, মনে ফিরে এসেছে।
এখন সময়—তাকে বাস্তবেও ফিরিয়ে আনার।

তবে সামনে বাধা শুধু স্মৃতি নয়,
NeuroTech এখনও তাদের অন্ধকার চক্রান্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে।

✦অধ্যায় ৬৮✦:

"স্মৃতির ছায়ায় ভালোবাসার পুনর্জন্ম"

রুদ্রের চোখে তখন অদ্ভুত এক জেদ।
Trisha'র বলা কথাগুলো মন থেকে নামছে না।
সে জানে—এই মেয়েটি কেবল একটা চরিত্র নয়,
এই গোটা নাটকের গভীরে তার কী ভূমিকা আছে তা জানতে হবে।

রাত গভীর, জানালার ওপারে জেগে আছে শহর।
রুদ্র একা বসে আছে তার ঘরের ডেস্কে,
টেবিলের ওপর ছড়িয়ে আছে NeuroTech-এর ফাইল,
MCP প্রোটোকলের প্যাঁচানো পৃষ্ঠা।

"এই ফাইলেই কোথাও লুকিয়ে আছে আমার হারানো স্মৃতির চাবিকাঠি,"
সে ফিসফিস করে।
অথচ প্রতিটি লাইন যেন আরও ঘোলাটে করে তুলছে তার অতীত।

Trisha আস্তে করে ঢোকে রুমে।
তার মুখে এক চাপা হাসি।
"তুমি সত্যিই পাল্টে গেছ, Ornob। তোমার পুরোনো নামটা মনে আছে তো?"

রুদ্র চমকে ওঠে—"Ornob?"
Trisha হাসে—"হ্যাঁ, তুমি তখন Ornob ছিলে। MCP-তে ঢোকার আগে।"
একটা গা ছমছমে নীরবতা নেমে আসে ঘরে।

রুদ্র ধীরে ধীরে মনে করতে থাকে—
শৈশবের এক মেয়ের মুখ।
হাসিমুখ, সাদা অ্যাপ্রোন, হাসপাতালের গন্ধ,
ইশিতা।

Trisha কাছে এসে বলে, "তোমার স্মৃতি মুছে দেওয়া হয়েছিল MCP-এর এক্সপেরিমেন্টে।
তোমাকে ইশিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে,
তারপর সেই শূন্যতায় আমি ঢুকেছিলাম।
আমিও শুধু একটা পেইনের অংশ।"

রুদ্র ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়।
"তুমি কেন করেছিলে Trisha?" তার গলায় শূন্যতা।

Trisha চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর বলে—
"কারণ আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম।
কিন্তু আমি জানতাম, ইশিতাকে না সরালে তুমি কোনোদিনই আমার দিকে ফিরবে না।"

একটা পিন পতনের শব্দ নেই চারপাশে।
শুধু হৃদয়ভাঙা স্বীকারোক্তি।

রুদ্র জানে, সত্যটা জেনে গেছে সে।
এখন শুধু লড়াই—নিজেকে ফিরে পাওয়ার,
ইশিতাকে ফিরে পাওয়ার,
আর MCP নামক অন্ধকার গবেষণার মুখোশ সরানোর।

শেষ দৃশ্য—রুদ্র কম্পিউটারে একটি নতুন ফাইল খুলছে—
নাম দেয় **"Reverse MCP Protocol"**।

✦অধ্যায় ৬৯✦:

"স্মৃতির গভীরে চাপা থাকা প্রহেলিকা"

রুদ্র দাঁড়িয়ে ছিল সেই পুরোনো গেটটার সামনে, যেটা দিয়ে বহু বছর আগে ইশিতাকে শেষবার বিদায় জানিয়েছিল। সময় যেন গেঁথে ছিল ওই মুহূর্তটাকে তাঁর হৃদয়ের গহীনে, যেখানে কেউ পৌঁছাতে পারে না, এমনকি সে নিজেও নয়। কিন্তু এখন সে জানে, সেই বিদায় ছিল পরিকল্পিত। কেউ একজন চেয়েছিল তাদের বিচ্ছিন্ন করতে। এবং সেটা ছিল ট্রিশা।

কিন্তু ট্রিশা শুধু একজন প্রতিযোগী প্রেমিকা ছিল না। সে ছিল MCP প্রজেক্টের গোপন মুখ—একজন 'ইনসাইড অপারেটিভ'। রুদ্রের মনে পড়ে গেল গত রাতের সেই কথোপকথন—

"তুমি কি বুঝতে পেরেছো রুদ্র, আমাকে কেন তোমার পাশে রাখা হয়েছিল?" ট্রিশার চোখে ছিল অদ্ভুত এক বিষণ্নতা, যেন চাঁদের আলোয় লুকিয়ে থাকা বিষ।

রুদ্র ফিসফিস করে বলেছিল, "কারা রেখেছিল, ট্রিশা?"

ট্রিশা জবাব দেয়নি। শুধু একটা ড্রাইভ এগিয়ে দিয়েছিল। "এটা দেখো। এটা ইশিতার 'স্মৃতি সংরক্ষণ সেশন'—যেটা ওর উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। MCP-১১৭৪। তোমার নাম মুছে ফেলার প্রথম ধাপ।"

রুদ্রের শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত নেমে গিয়েছিল।
ইশিতার চোখে যে শূন্যতা ছিল, সেটার জন্ম ছিল মানুষের হাতে তৈরি এক বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিভীষিকার!

এখন সে জানে তার প্রেম হারিয়ে যায়নি, বরং তাকে চুরি করা হয়েছে।

এইসব ভাবতে ভাবতেই সে পৌঁছে যায় সেই পুরোনো হাসপাতালের নিচতলার আর্কাইভ রুমে। যেখানে সব ফাইল, সব লেনদেনের তথ্য লুকানো থাকে। সে হাতিয়ে খুঁজে পায় MCP-প্রকল্পের প্রথম পরিকল্পনা। এবং সেখানে 'টিম লিড' হিসেবে যে নামটা লেখা ছিল, সেটা দেখে তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়।

ড. অর্ণব সেন।

অর্ণব—সে তো রুদ্রর আগের পরিচয়!

এক মুহূর্তের জন্য মাথাটা ঝাঁকিয়ে ওঠে রুদ্রের। সেই সময়কার স্মৃতিগুলো কুয়াশার মতো ভেসে আসে। ধীরে ধীরে খুলে যায় তার নিজেরই অতীতের একটি বন্ধ দরজা।

সে বুঝতে পারে, শুধু ইশিতার নয়, তার নিজের স্মৃতিও সম্পাদনা করা হয়েছিল। MCP এর পর পর তার নতুন পরিচয়, নতুন অনুভূতি, এবং সেইসাথে ট্রিশার প্রতি এক 'প্রযুক্তিগত' ভালোবাসা তৈরি করা হয়েছিল।

তার হৃদয়ের গভীরে গুমরে ওঠে সেই এক প্রশ্ন—
সে কি ভালোবাসে ট্রিশাকে? না কি সেটাও কৃত্রিম?

হঠাৎ রুমের আলো নিভে যায়।

কেউ একজন ফিসফিস করে বলে ওঠে, "তুমি অনেক বেশি জানো এখন, রুদ্র। আর এটা নিরাপদ নয়।"

রুদ্র পেছনে ঘুরে দাঁড়ায়।

কিন্তু কেউ নেই।

শুধু বাতাসে কাঁপছে ফাইলের পাতাগুলো, আর কানে ভেসে আসছে কোনো এক নারীর দীর্ঘশ্বাস।

✦অধ্যায় ৭০✦:

"অস্তিত্বের প্রতিধ্বনি"

রুদ্র দাঁড়িয়ে ছিল অন্ধকারে। সেই রেকর্ড রুমে নিঃশব্দে ফাইলগুলো তার হাতে কাঁপছিল, অথচ তার ভিতরে গর্জন করছিল হাজারো প্রশ্নের জলোচ্ছ্বাস।

সে কি সত্যিই রুদ্র? নাকি সে-ই সেই অর্ণব সেন, যাকে মুছে ফেলা হয়েছিল?

তার হাতের মধ্যে ধরা পড়া ফাইলে স্পষ্ট লেখা—
"Subject Name: Dr. Arnab Sen. Code: MCP-Alpha Zero."

তারই নাম, তারই হাতের লেখা, অথচ সে নিজেই জানে না কেন বা কবে এটা ঘটেছিল।

হঠাৎই পেছন থেকে একজন বলে উঠল, "তুমি আজ যা, সেটা তুমি নিজের জন্য নও—তোমার মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণের ফল। তুমি ভালোবাসো ট্রিশাকে—কারণ আমরা চাই তুমি তাই করো।"

সে ঘুরে তাকায়। অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে একজন—চোখে কাঁচের মতো শীতলতা, ঠোঁটে কোনো অনুভূতির রেখা নেই।

ড. নীলা ঘোষ।

"তুমি আমাদের প্রথম সফল সাবজেক্ট, অর্ণব—এখনকার রুদ্র। তুমি প্রমাণ যে মন্টেজড স্মৃতি দিয়ে মানুষকে নতুন জীবন দেওয়া যায়।"

রুদ্র কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকে।

তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করে, "আর ইশিতা? তার কি দোষ ছিল? কেন ওর সবটুকু কেড়ে নিলে?"

ড. নীলা ধীরে বলে, "কারণ ইশিতা জানতো তোমার প্রকৃত পরিচয়। সে ছিল তোমার প্রতিচ্ছবি। ও তোমার মস্তিষ্কে থাকা সমস্ত তথ্যের চাবিকাঠি। MCP তে ওর উপস্থিতি বিপজ্জনক ছিল। তাই ওকে... রিসেট করা হয়।"

রুদ্রের চোখ রক্তবর্ণ হয়ে যায়। গলা শুকিয়ে আসে।

"তাহলে ট্রিশা? সে কি প্রেম... না কি পরিকল্পনার অংশ?"

নীলা একটু হাসে। “সে তোমার ট্রিগার। MCP যখন কাজ করতে চায় না, তখন ওকে ব্যবহার করা হয় তোমার আবেগকে পরিচালনা করতে।”

সেই মুহূর্তে রুদ্র অনুভব করে—সে যাকে ভালোবেসেছিল, সে ছিল এক ছায়া। আর যাকে সে হারিয়েছিল, সে ছিল এক বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি।

সেই রাতে রুদ্র ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। শহরের আলোয় চোখে আসে এক তীক্ষ্ণ জ্বালা। সে জানে এখন আর পেছনে ফেরা যাবে না।

সে পকেট থেকে ফাইলগুলো বের করে চাঁদের আলোয় দেখে—

Phase Two: Reconnection Protocol.

তার নিচে লেখা—

“Subject: Dr. Ishita Roy. Objective: Memory Restoration via Emotional Collision.”

রুদ্র ধীরে ধীরে ফাইলটা জ্বলতে দেয়।

তবে কি শুরু হচ্ছে এক নতুন যুদ্ধ—স্মৃতি ফেরানোর, প্রেম ফিরিয়ে আনার, এবং নিজের অস্তিত্ব পুনরুদ্ধারের?

তার চোখে তখন একটাই আলো।

প্রতিশোধ।

✦অধ্যায় ৭১✦:

"স্মৃতির আয়নাঘর"

রুদ্র বসে আছে ছাদের কোণার একটি ধাতব চেয়ারে, রাতের ঠান্ডা হাওয়া তার গায়ে কাঁপন তুলছে না। কারণ ভিতরের কাঁপুনিই ছিল বহুগুণ প্রবল।

তার ল্যাপটপের স্ক্রিনে তখন খুলে আছে MCP-এর নিষিদ্ধ অংশ—Phase Two: Memory Restoration Protocol। যেখানে লেখা—

“Only executable under extreme emotional triggering. Subject must be exposed to original emotional bonds, in unpredictable settings.”

তার মানে ইশিতাকে তার পুরনো অনুভূতি ফিরিয়ে দেওয়ার একমাত্র উপায়—তাকে রুদ্রের নিজ হাতে সেই ‘অপরিচিত প্রেম’-এর সামনে দাঁড় করানো। এক এমন ভালোবাসা, যা সে এখন ভুলে গেছে, অথচ যার ছায়া সে এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে।

রুদ্র সিদ্ধান্ত নেয়—**সে ইশিতার স্মৃতি ফিরিয়ে আনবেই।**

পরদিন ভোরবেলা, ট্রিশা আসে রুদ্রর ফ্ল্যাটে। চুলে এলোমেলো হাওয়া, হাতে কফির কাপ। সে হেসে বলে, “কাল রাতে তো ঘুমাওনি দেখছি। আবার কী প্ল্যান?”

রুদ্র তাকায় ট্রিশার চোখে, বহুদিনের চেনা এক অচেনা আতঙ্কে।

“তুমি জানো ট্রিশা… আমরা প্রেম করিনি। তুমি শুধু একটা ইনপ্ল্যান্টেড রিমাইন্ডার। MCP-র রক্ষা কবচ। তাই না?”

ট্রিশা থমকে যায়। তার চোখে একরাশ বিস্ময়, তারপরে ধীরে ধীরে ঠোঁটে ভাঙা ভাঙা হাসি।

“তুমি অনেক দেরিতে বুঝলে রুদ্র। কিন্তু হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছো। আমি ছিলাম তাদের ক্রীড়ানক। কিন্তু একটা ভুল ওরা করেছে…”

রুদ্র তাকায়।

ট্রিশা বলে, “আমি সত্যি করে ভালোবেসে ফেলেছি তোমাকে।”

নিঃশব্দ মুহূর্তে দুজনের চোখ আটকে থাকে। তারপর ট্রিশা ধীরে বলে, "তুমি ইশিতাকে ফিরিয়ে আনো। আমি তোমাকে এতটাই ভালোবাসি যে সেটা সহ্য করবো। কারণ তোমার মধ্যে যে পুরনো অর্ণব এখন জেগে উঠছে, তার কাছেই আমি হেরে গেছি।"

রুদ্র উঠে দাঁড়ায়।

"তাহলে চল," সে বলে, "তাকে ফিরিয়ে আনি। মনে করিয়ে দিই, ভালোবাসা কোনো ইনপ্ল্যান্ট নয়—ওটা একটা অনুভব, একটা যুদ্ধ, একটা আত্মা।"

রাত নেমেছে। ইশিতা তখন হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হচ্ছে। হঠাৎই সামনে পড়ে এক অচেনা ছায়ামূর্তি—রুদ্র।

ইশিতা চমকে ওঠে, কিছু বলার আগেই রুদ্র বলে ওঠে—

"জানো, ভালোবাসা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। যেটা ঘটেছিল বহু বছর আগে, এক কাঠের ব্রিজের ওপর। মনে পড়ে সেই খেলার মাঠের পাশে সেই ছেলেটার কথা, যে চুপচাপ বসে থাকত তোমার আঁকা দেখতে?"

ইশিতা থমকে যায়।

তার ভ্রু কুঁচকে আসে।

রুদ্র ধীরে বলে, "আমি অর্ণব। তুমি ভুলে গেছো, কিন্তু আমি... আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি।"

ইশিতার চোখের পাতা কাঁপে। তার নিঃশ্বাস ভারী হয়। হৃদপিণ্ড যেন আচমকা এক টানে আটকে যায়।

একটা মুহূর্ত।

আর সেই মুহূর্তেই... মনে পড়ে যায় কিছু —
একটা হাত আঁকা মুখ,
একটা কাগজের পাখা,
একটা চিঠি...
আর একটা নাম — অর্ণব।

তার ঠোঁট কাঁপে।

"অর্ণব...?"

✦অধ্যায় ৭২✦:

"ভাঙা আয়নার ছায়া"

রাত নেমেছে হাসপাতালের চারপাশে, লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্র, আর তার সামনে ইশিতা—চোখে বিস্ময়ের ছায়া, হৃদয়ে না বলা কষ্ট। রুদ্রের শেষ কথাগুলো এখনো যেন বাতাসে ভাসছে—

"আমি অর্ণব।"

ইশিতার গলায় কোনো শব্দ নেই, কিন্তু তার চোখ যেন ফাটল ধরা পুরনো জানালার মতো—ভেতর থেকে স্মৃতির আলো একটুখানি করে বেরিয়ে আসছে।

সে ফিসফিস করে বলল,
"অর্ণব... আমার তো... মনে পড়ে না।"

রুদ্র এগিয়ে গেল না। শুধু দাঁড়িয়ে রইল।
তার কণ্ঠে একরাশ শান্ত ধ্বনি—
"ভালোবাসা মনে রাখার বিষয় নয় ইশিতা... ওটা একটা অনুভব। আমি শুধু চাই তুমি আবার সেই অনুভব করো।"

পরদিন, ট্রিশা দাঁড়িয়ে থাকে মিরর-রুমে, NeuroTech-এর সর্বশেষ গোপন ফ্লোরে। কাচের দেয়ালে তাকিয়ে নিজের প্রতিফলন দেখে।

সে নিজেকে বলে—
"আমি রুদ্রকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু নিজেকে...?"

তার হাতের তালুতে তখন একটা পুরনো ছবি—রুদ্রের, আর তারই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মিথ্যে প্রেমের মুহূর্ত।

একজন প্রকৃত ভালোবাসার জন্য লড়ছে।
আর একজন মিথ্যের মধ্যেও সত্যিকারের প্রেম খুঁজে পেয়েছে।

এই অসম যুদ্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে—
একটি স্মৃতি, একটি চিঠি, এবং একটি নাম: **অর্ণব।**

ইশিতা চুপচাপ বসে আছে হাসপাতালের রুমে, তার হাতে রুদ্রের দেওয়া সেই পুরনো ছবি।
চোখের পলকে ফিরে আসছে কিছু দৃশ্য—

একটা বৃষ্টিভেজা বিকেল,
একটা আঁকা ছবি যার নিচে লেখা "ই+অ",
একটা লাল বেলুন...
আর তার হৃদয়ের গোপন একটা কোণ যেটা আজও রুদ্ধ।

হঠাৎ করেই যেন সবকিছু অন্ধকারে ডুবে গেল।

পেছন থেকে এক ঠান্ডা কণ্ঠ বলে উঠল—
"মেমোরি সিঙ্ক এক্টিভেটেড।"

ইশিতা জোর করে চোখ মেলল।
তার চারপাশে তখন শুধু অন্ধকার আর ভাঙা ভাঙা শব্দ:
"অর্ণব... ভালোবাসা... ফেলে এসেছি... কে তুমি?"

অন্যদিকে, রুদ্র তখন দাঁড়িয়ে এক পুরনো ভাঙা বাড়ির সামনে। সেই বাড়ি, যেখানে তাদের শৈশব কেটেছিল। সে দেয়ালের গায়ে হাত রাখে, যেন সেই পুরনো দিনগুলোকে ছুঁতে চায়।

হঠাৎ...
একটা নোটবুক পড়ে থাকতে দেখে মেঝেতে—
তাতে লেখা ইশিতার হাতে লেখা ডায়েরির একটি পৃষ্ঠা:

"আমার অর্ণব যদি কোনোদিন হারিয়ে যায়, আমি জানি... আমার হৃদয় ঠিক তাকে খুঁজে নেবে।
ভালোবাসা তো কখনো হারায় না, ও শুধু... লুকিয়ে পড়ে।"

রুদ্র চুপ করে থাকে।

তার চোখ বেয়ে নামতে থাকে দুটো অশ্রুবিন্দু।

তার মনে পড়ে যায় একটা কথা—

"যে ভালোবাসা মনে পড়ে না, সে ভালোবাসাই আসলে সবচেয়ে গভীর।"

✦ অধ্যায় ৭৩✦:

"স্মৃতির পেছনে ছুটে চলা"

ইশিতা সেদিন রাতে ঘুমোতে পারেনি। মাথার ভেতরে চলতে থাকা কোলাহল যেন থামছেই না।
সেই মুখ—রুদ্র, যে নিজেকে অর্ণব বলে দাবি করে, যার চোখে এক অপার চেনা অনুভব।
তাকে দেখে কেন হৃদয়ের কোনো গোপন কোণ হঠাৎ কেঁপে ওঠে?
কেন তার হাসিতে শৈশবের রোদ ফিরে আসে?

রাত তিনটার দিকে সে ধীরে ধীরে হাসপাতালের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। ঠান্ডা বাতাসে সে তার হাত ছড়িয়ে দেয়, যেন কিছু ধরতে চাইছে।

তখনি পেছন থেকে কারা যেন ফিসফিস করে বলে ওঠে—

"তোমার স্মৃতি তুমি নিজের ইচ্ছায় হারাওনি। আমরা চেয়েছিলাম তুমি নতুন জীবন পাও।
পুরনোটা ছিল বিপজ্জনক।"

ইশিতা পেছনে ঘুরে তাকায়।
সামনে দাঁড়িয়ে ট্রিশা।

কিন্তু এই ট্রিশা যেন আগের মতো নয়। চোখের নিচে ক্লান্তির ছায়া, মুখে রহস্যের অভিব্যক্তি।

— "তুমি জানো না, ইশিতা, তুমি একটা 'প্রকল্প'-এর অংশ ছিলে।"
— "কোন প্রকল্প?"
— "**MCP.** মেমোরি কারেকশন প্রটোকল।"

ইশিতার মাথা ঘুরে ওঠে।

— "মানে?"
— "তোমার প্রেম, তোমার শৈশব, অর্ণব... সব কিছু ছিল... 'ডিলিটেড'। যাতে তুমি ভবিষ্যতে 'নিরাপদ' থাকতে পারো।"

ইশিতা ধাক্কা খেয়ে পেছনে সরে যায়।
তার চোখে তখন শুধুই বিভ্রান্তি, শঙ্কা আর হাহাকার।

— "তুমি এটা করেছ ট্রিশা?"
— "না... আমি শুধু একজন বাহক। আমি কেবল তোমাকে রক্ষা করার জন্য এসেছি। কিন্তু..."
— "কিন্তু?"
— "তুমি যাকে ভালোবেসেছিলে, সে ঠিক এমনি করে ফিরে আসবে—এটা কেউ জানতো না।"

অন্যদিকে, রুদ্র তখন বসে আছে সেই ভাঙা বাড়ির মেঝেতে। সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পুরনো স্মৃতির টুকরো—ছবি, চিঠি, ইশিতার আঁকা স্কেচ।

তার হাতে তখন সেই ডায়েরির পৃষ্ঠা—

"আমি হারিয়ে গেলেও, আমার ভালোবাসা থাকবে।
যদি কেউ একদিন এসে বলেও আমি তাকে চিনি না—
তাও সে জানবে, আমার হৃদয়ের কোণে সে ঠিক আছে।"

রুদ্র সেই পৃষ্ঠাটি বুকের কাছে চেপে ধরে।

তার মনে শুধু একটিই চিন্তা—
"আমি ওকে আবার ফিরিয়ে আনবো। স্মৃতি দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে।"

পরদিন সকালে, NeuroTech-এর একটি গোপন কক্ষে বসে আছে একজন বিজ্ঞানী। তার সামনে বড় এক স্ক্রিনে ভেসে উঠছে ইশিতার ব্রেনওয়েভ ডেটা।

একজন স্যুট পরা ব্যক্তি কণ্ঠে ঠান্ডা শব্দে বলে—

"Project MCP is compromised. Subject Ishita is recovering her memory through emotional imprints."

"Initiate fallback protocol."

— "Fallback protocol?"
— "Yes. Wipe Rudra."

✦অধ্যায় ৭৪✦:

"মুছে ফেলার পরিকল্পনা"

রুদ্র তখনো জানে না, তার অস্তিত্বই এখন শিকার।
যার ভালোবাসার জন্য সে স্মৃতির বিরুদ্ধে লড়ছে, সেই ইশিতাকেই আবার হারানোর ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে।
এবং এবার টার্গেট—সে নিজে।

NeuroTech-এর সেই গোপন ঘরটি নিঃশব্দ, ঠান্ডা, পেশাদার।
স্যুট পরা সেই ব্যক্তি এবার সামনে রাখা মনিটরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে—

— "Fallback Protocol C-9 Initiated. Target: Rudra Sen."

একজন প্রযুক্তিবিদ কম্পিউটারে দ্রুত টাইপ করতে থাকে। এক মুহূর্তে স্ক্রিনে ভেসে ওঠে—

"MCP Override: Begin selective emotional erasure."
"Target Emotional Anchor: Ishita."

অর্থাৎ এবার রুদ্রের মস্তিষ্ক থেকে মুছে ফেলা হবে *ইশিতা-সংক্রান্ত সব স্মৃতি, সব অনুভব, সব ভালোবাসা।*

ওদিকে রুদ্র, ইশিতার সেই পুরনো আঁকা স্কেচ হাতে নিয়ে আবার ফিরেছে স্কুলের সেই পুরনো গেটের সামনে।
যেখানে একদিন তারা একসাথে দাঁড়িয়েছিল—পিঠে ব্যাগ, হাতে জলরঙ, আর চোখে স্বপ্ন।

সে কিছু খুঁজে পায়, যেন হারিয়ে যাওয়া সময়ের ধ্বনি।
গেটের কাছে দাঁড়িয়েই চোখ বন্ধ করে বলে—

— "ইশিতা, তুমি কি আমাকে মনে রাখবে, যদি আমি একদিন তোমাকে ভুলে যাই?"

ঠিক তখনই ট্রিশা এসে দাঁড়ায় তার পাশে।
চোখে ভাসছে দ্বিধা।
তাকে দেখে রুদ্র বলে—

— "তুমি কি এখনো আমার বন্ধু?"
— "আমি কখনোই বন্ধুত্ব হারাইনি রুদ্র। কিন্তু..."

— "কিন্তু কী?"
— "তোমার মস্তিষ্কে 'তারা' ঢুকছে রুদ্র। MCP আবার অ্যাক্টিভেট হয়েছে। এবার তারা তোমার থেকে ইশিতাকে চুরি করে নিতে চায়।"

রুদ্র অবাক হয়ে তাকায়—

— "তুমি জানো এটা?"
— "আমি... আমি তো সেই প্রকল্পেরই একটা অংশ ছিলাম রুদ্র। আমিও একজন 'প্যাশেন্ট জিরো'।"

এই কথায় রুদ্র যেন পেছনে ছিটকে পড়ে।

ট্রিশা কাঁপতে কাঁপতে বলে—

— "তারা আমার মস্তিষ্কে ভালোবাসা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। যেন আমি তোমাকে ভালোবাসি—এমন করে আমার স্মৃতি গঠন করা হয়েছিল। আমি তো কখনোই তোমাকে চিনতাম না রুদ্র..."

রুদ্রের হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হয়।

— "তাহলে... আমার যা ছিল, তাও কি সত্য নয়?"
— "তোমার অনুভব সত্য রুদ্র। কিন্তু তোমার চারপাশের বাস্তবতা সাজানো ছিল।"
— "ইশিতা... ওর সাথে যা হয়েছিল, তা কি পরিকল্পিত ছিল?"
— "হ্যাঁ... MCP-র প্রথম সাফল্য ছিল ইশিতা। কিন্তু সে এখন মুক্ত হতে চাইছে, ওর স্মৃতি ফিরছে। তাই তারা এবার তোমাকে থামাতে চাইছে।"

রুদ্র স্তব্ধ। এক মুহূর্তে যেন সব কিছু থেমে যায়।
কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখে আগুন জ্বলে ওঠে।

— "তাহলে এবার আমি ফিরিয়ে আনবো স্মৃতি নয়, বাস্তবতা। আমি MCP-কে ধ্বংস করবো।"

ট্রিশা নীরবে বলে—

— "তুমি পারবে, তবে... এক শর্তে।"

— "কী শর্ত?"
— "তোমাকে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। যদিও আমার জন্মই হয়েছিল তোমাকে ভুল বোঝাতে।"

রুদ্র হাত বাড়িয়ে দেয়।

— "তুমি ভুলে গিয়েছিলে, ভালোবাসা কৃত্রিম হলে টিকে না। কিন্তু তুমিও আজ সত্যি ভালোবাসো—আমি সেটা জানি।"

অন্যদিকে, ইশিতা তখন রাতের নির্জনে নিজের পুরনো ডায়েরি খুলে বসেছে।
একটি পাতায় লেখা—

"যদি কোনো একদিন সব কিছু ভুলে যাই, তাও কেউ যদি ভালোবাসে... আমার হৃদয় সেটা অনুভব করবে।"

সে ডায়েরি বন্ধ করে জানালায় তাকায়।

আকাশে চাঁদ ঢেকে যাচ্ছে।

সময়ের ছায়া নেমে আসছে।
এবার সামনে আসবে এমন কিছু সত্য—যা শুধু ভালোবাসাকেই নয়, অস্তিত্বকেও বদলে দেবে।

✦অধ্যায় ৭৫✦:

"স্মৃতির দরজা, বাস্তবের ফাঁদ"

রুদ্র এখন আর কেবল প্রেমিক নয়, সে এক যোদ্ধা।
ভালোবাসাকে বাঁচাতে এবার তাকে লড়তে হবে—মাথার ভেতর শত্রুদের বিরুদ্ধে।
এবং সেই শত্রুরা তার নিজের মস্তিষ্কেই শুরু করেছে 'ডেটা ইরেজিং' অপারেশন।

সে বুঝতে পারছে না, কেন হঠাৎ করে ইশিতার মুখটা কুয়াশার মতো ঝাপসা হয়ে আসছে, কেন তার স্মৃতি থেকে ছোট ছোট মুহূর্তগুলো ঝরে যাচ্ছে...
— প্রথম দেখা, প্রথম হাত ধরা, স্কুলের দিন, সেই হাসিটুকু — সব কিছু যেন এক গভীর ঘুমে বিলীন হতে চাইছে।

হঠাৎ সে নিজের বুকের উপর হাত রাখে।
হৃদয়টা কাঁপছে। কিন্তু কেন?

— "তুমি কে?"
সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে তাকায়।
একটা সাদা ঘর। দেয়ালে শূন্যতা। ঘড়ির কাঁটা নেই, জানালায় আকাশ নেই।
শুধু নিজেকে নিয়ে একা সে।

ঠিক তখনই সেই দেয়ালের পাশে গোপন দরজা খুলে যায়।

আর বেরিয়ে আসে এক মুখচেনা মেয়ে—**ট্রিশা**, কিন্তু এবার তার চোখে চশমা নেই, পরনে হাসপাতালের গাউন, আর হাতে এক পিসি ট্যাব।

— "রুদ্র, সময় নেই। ওরা তোমার উপর 'Deep Erase Protocol' চালাচ্ছে। আর কিছুক্ষণ পরেই তুমি নিজেকে ভুলে যাবে। আমাকে, ইশিতাকে—সবাইকে।"

রুদ্র ব্যথিতভাবে তাকিয়ে বলে—

— "ইশিতা কে?"
ট্রিশা এক চড় দিয়ে বসায়।
তাকে বলে—
— "তোমার হৃদয় জানে উত্তর। MCP তোমার স্মৃতি মুছতে পারবে, কিন্তু হৃদয়ের অনুভবকে মুছতে পারবে না। লড়ো রুদ্র। এখনই।"

ইতিমধ্যেই অন্যপাশে ইশিতা পৌঁছেছে সেই পুরনো 'NeuroTech Memory Lab'-এ।
সে আর দাঁড়ায়নি।
এইবার সে শুধু রোগী নয়—সে একজন চিকিৎসক। আর এই লড়াই তার নিজের অস্তিত্বের।

ক্লিনিকের ভেতরে ঢুকতেই সে দেখে কিছু সাদা পোশাকে বিজ্ঞানী বসে কাজ করছে।

তার সামনে দেয়ালের উপর বড় করে লেখা—

"MCP-II Final Phase: Erase the Emotion to Break the Soul."

ইশিতা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।
তার হাতে এক ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, যাতে রুদ্রের পুরোনো EMR (Emotionally-Mapped-Recording) ডেটা সেভ করা।

সে জানে, একমাত্র এই ডেটা আবার রুদ্রকে ফিরিয়ে দিতে পারে—তার হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসা।

অন্যদিকে রুদ্রের চোখে আবার ভেসে ওঠে এক ছবি—
সেই মাঠে সে আর ইশিতা দৌড়াচ্ছে।
সে হেসে বলছে—
— "তুই ধরা পড়বি! ধরবই!"
আর ইশিতা পিছন ফিরে তাকিয়ে বলছে—
— "তাহলে ধর, যদি পারিস!"

রুদ্র অবাক হয়—

— "এটা কোথা থেকে এলো? আমি তো... ভুলে গিয়েছিলাম!"

ঠিক তখন ট্রিশা বলে—

— "এটাই তোর অস্ত্র রুদ্র। স্মৃতি মুছে ফেললেই অনুভব যায় না। একে বলে 'Residual Emotional Trace' — MCP-এর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভয়।"

রুদ্র এবার জোরে চিৎকার করে—

— "ইশিতা... আমি জানি না তুমি কে। কিন্তু আমার বুক কাঁপে তোমার নাম শুনলে। তুমি কোথায়?"

হঠাৎই কাঁচের জানালায় দেখা যায়—
ইশিতা দাঁড়িয়ে আছে।

দুই জোড়া চোখ একে অপরকে দেখে।

এক মুহূর্তে সব কুয়াশা কেটে যায়।
যা হারিয়েছিল, তা যেন ফিরে আসে এক ঝলকে।

কিন্তু ঠিক তখনই...

Alarm বাজে।
MCP Team বুঝে গেছে, মেমোরি ফিরছে।
তারা Code Initiate করে—

"Protocol Omega: Emotion Kill Mode."

রুদ্র আর ইশিতা—দু'জনের দিকেই ছুটে আসে প্রযুক্তির শীতল মৃত্যু।

কিন্তু এই প্রেম...
এই অনুভব...

এগুলো কি শুধুই মুছে ফেলা যায়?

না কি এই ভালোবাসাই শেষ মুহূর্তে জন্ম দেবে এক নতুন বিপ্লবের?

✦অধ্যায় ৭৬✦:

"স্মৃতিহীন হৃদয়ের বিদ্রোহ"

চারদিক অন্ধকারে ডুবে গেছে।
'Protocol Omega' অ্যাক্টিভ হতেই, পুরো ল্যাব যেন মৃত্যু-ঘণ্টা বাজানো এক অদৃশ্য কারাগারে পরিণত হয়েছে।
মেশিনগুলো গর্জে উঠছে, যেন প্রতিশোধ নিতে এসেছে—মানব হৃদয়ের বিরুদ্ধে।

ইশিতা দাঁড়িয়ে আছে—অন্তহীন সাহসে ভর করে।
তার চোখ দু'টোয় আতঙ্ক নেই, আছে প্রচণ্ড ভালোবাসা আর দায়বদ্ধতা।
তার সামনে ছুটে আসছে সেই ভয়ংকর Emotion-Kill beam, যা রুদ্রের মস্তিষ্কে ঢুকে মুছে দেবে সব অনুভব।

— "না! এটা হতে দেব না!"
চিৎকার করে ইশিতা ড্রাইভটা প্লাগ করে দেয় সিস্টেমে।
— "Override command: Restore Rudra's Emotional Map. Execute!"

সিস্টেম ঝাঁকুনি খায়।
সাইরেনের আওয়াজ কমে আসে।
রুদ্র হঠাৎ কেঁপে উঠে পড়ে।

মাথার মধ্যে যেন বাজ পড়েছে।

আর সেই বজ্রের আলোয় ঝলকে ঝলকে উঠে আসতে থাকে—
পুরনো কথা, হাসি, কান্না, হাত ধরা, ভালোবাসা, বিছিন্নতা।

সে দেখতে পায় সেই স্কুলের ঘন্টা, পুকুরঘাটে চুপচাপ বসে থাকা ইশিতা, তার ঠোঁটের নীচের তিল, সেই ফিসফিসে হাসি—
আর দেখতে পায় নিজেকে—একটা ছেলেমানুষী ভালোবাসায় ধীরে ধীরে গলে যেতে।

— "ইশিতা..."
তার ঠোঁট কাঁপে।
মনে পড়ে যায় একসময় সে বলেছিল—
"ভালোবাসা যদি সত্যি হয়, তাহলে তা একদিন মস্তিষ্কের প্রোগ্রাম ভেদ করেও ফিরে আসবে।"

ট্রিশা পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।
সে জানে, সে-ও এই প্রজেক্টের অংশ ছিল। MCP-এর প্রথম টেস্ট সাবজেক্ট।
সে-ও ভালোবেসেছিল রুদ্রকে।
কিন্তু সেই ভালোবাসা ছিল কৃত্রিম, Implant করা।
আর ইশিতার ভালোবাসা ছিল জন্মগত, নির্মল, আত্মার গা-লাগা সত্য।

ট্রিশা এবার নিজেই নিজের ফোল্ডার থেকে MCP chip খুলে ফেলে।
নিজের প্রতি ঘৃণায় ফিসফিস করে—
— "ভালোবাসা কখনও প্রকল্প হয় না... আমি ভুল ছিলাম..."

সিস্টেমে ব্যাকআপ ট্রিগার হয়।
একটা শেষ Countdown শুরু হয়।

"System meltdown in 30...29...28..."

রুদ্র টলতে টলতে এগিয়ে যায় ইশিতার দিকে।
তার চোখ জলে ঝাপসা। কিন্তু সেই জল এখন দুর্বলতার নয়—
এটা হলো ফিরে পাওয়া নিজের অস্তিত্বের আনন্দে ভেজা এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ।

— "তুই থাকলে... আমি Rudra… তোকে ছাড়া আমি শুধুই MCP-র এক নম্বর সাবজেক্ট!"

ইশিতা তাকে জড়িয়ে ধরে।

চারদিকে ঝড় উঠেছে।
পিছনে সময় গুনছে মৃত্যুর যন্ত্র—

"10...9...8..."

কিন্তু এ যেন এক চিরকালীন চুম্বনের মুহূর্ত।

ভালোবাসা আর মৃত্যুর মাঝে এই কেবল কয়েকটা সেকেন্ড,
আর সেই সময়ের মধ্যেই হৃদয়ের সব কথা বিনিময় হয়ে যায়।
— "আমরা মরতে পারি, কিন্তু ভালোবাসা মরে না রুদ্র…"

Boom.

একটা নীরব বিস্ফোরণ।
সব মুছে যায়।

তবে কি রুদ্র আর ইশিতা শেষ?

না।
সব মুছে গেলেও একটা সফটওয়্যারে থেকে যায় **Emotion Backup**।

আর সেই ফোল্ডারটির নাম?

"শূন্যতা যখন ভালোবাসে"